বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৮ সংখ্যা।

বৈশাখ, ১৩০৪—মে, ১৮৯৭।

৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সংক্ষিপ্ত নূতন পঞ্জিকা।

১৩০৪ সাল।

ইং ১৮৯৭—৯৮।

সম্বৎ ১৯৫৪-৫৫, শক ১৮১৯,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৮—৬৯।

*বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
ম	শু	সো	শু	সো	বু
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩১
†এপ্রেল	মে	জুন	জু	আ	সে
বৃ	শ	ম	বৃ	র	বু
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা*	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
র	সো	বু	বৃ	শ	সো
২৯	৩০	২৯	৩০	২৯	৩০
অ+	ন	ডি	জা	ফে	মা
শু	সো	বু	শ	শ	ম
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

স	শু	সো	শু	সো	বু	১‡	৮	১৫	২২	২৯	র	সো	বু	বৃ	শ	সো
বৃ	শ	ম	শ	ম	শু	২	৯	১৬	২৩	৩০	সো	ম	বু	শু	র	ম
বু	র	বু	র	বৃ	শ	৩	১০	১৭	২৪	৩১	ম	বু	শু	শ	সো	বু
শু	সো	বৃ	সো	র	ম	৪	১১	১৮	২৫	৩২	বু	বৃ	শ	র	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	৫	১২	১৯	২৬		বৃ	শু	র	সো	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৬	১৩	২০	২৭		শু	শ	সো	ম	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৭	১৪	২১	২৮		শ	র	ম	বু	শু	র

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ,১৩৩০	২৯	২৭	২৪	২৩	২১	
পূঃ	৪	৩	১৩৩১	২৮	২৭	২৫
কৃঃএঃ	১৭	১৪	১২	১০	৯	৭
অঃ	২০	১৮	১৭	১৪	১৩	১১

শুঃএঃ-শুক্ল একাদশী, পূঃ-পূর্ণিমা।
কৃঃএঃ-কৃষ্ণ একাদশী [illegible]

*বৈ-বৈশাখ মঙ্গলবারে আরম্ভ, ৩১এ শেষ।
†এপ্রেল বৃহস্পতিবারে আরম্ভ ৩০এ শেষ।
*কা-কার্ত্তিক রবিবারে আরম্ভ, ২৯এ শেষ। +অ-অক্টোবর শুক্রবারে আরম্ভ, ৩১এ শেষ।
‡১লা বৈ ম,২রা বৈ বুধ ইত্যাদি।
১লা [illegible] ২রা শনি ইত্যাদি।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	২০	২৮	৪০	২১	২১	
পূঃ	২৪	২৩	২৪	২৫	২৬	২৪
কৃঃএঃ	৯	৪	৩	৬	৬	৫
অঃ	২	১০	৯	১০	৯	৯

* * পরীক্ষা-৫ই বৈ শনিবার ও ৩রা জ্যৈষ্ঠ রবিবার পূর্ণিমা। ২০ কার্ত্তিক শুক্রবার ও ২০ [illegible] অগ্রহা। যদ শনিবার শুক্ল এ[illegible]

নববর্ষ।

প্রকৃতি কি বেদমন্ত্র পড়িল গোপনে ;
চকিতে জাগিল ধরা,
হৃদয় পুলকে ভরা,
গাইল মঙ্গল-গাথা আনন্দে সঘনে—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব জগতের প্রাণ !
জীবন সৌন্দর্য্য জ্যোতি তোমারি বিধান।" ১

গায় রবি চন্দ্র তারা করি জয়ধ্বনি ;
মাথায় বরণডালা,
হাসি অষ্ট দিগ্‌বালা
আকাশ পূরিয়া গায় দিবস রজনী—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব পুরুষপ্রধান !
জীবন সৌন্দর্য্যজ্যোতি তোমারি বিধান।"২

খরস্রোতে প্রবাহিণী পর্ব্বত ভেদিয়া
মহাসিন্ধু পানে ধায়,
মনের উল্লাসে গায়,
অবিরাম দেশগ্রাম ধ্বনিত করিয়া—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব জীবন্ত মহান্ !
জীবন সৌন্দর্য্য জ্যোতি তোমারি বিধান।"৩

কাননে সুস্বরে গায় বিহঙ্গমগণ ;
হাসে তরু, হাসে লতা
লইয়া শুভ বারতা,
উন্মত্ত মলয় গায় মোহি ত্রিভুবন—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব আনন্দ-নিদান !
জীবন সৌন্দর্য্য সুখ তোমারি বিধান।" ৪

জাগি উঠি মহোৎসাহে জীবজন্তু সবে,
কেহ নাচে কেহ ধায়,
[illegible]
জল স্থল নভস্তল পূর্ণ কলরবে—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব করুণানিধান !
জীবন ঐশ্বর্য্য সুখ তোমারি বিধান।" ৫

নববর্ষ নববেশে হইয়া সজ্জিত,
এস এস এ সময়,
গাও গাও বিশ্বময়
জয়গীত বেদমন্ত্রে হয়ে সুদীক্ষিত—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব অনাদি মহান্ !
জীবন ঐশ্বর্য্য শোভা তোমারি বিধান।" ৬

জরা মৃত্যু শোক পূর্ণ মানব-সংসার,
দারিদ্র্যে পেষিত প্রাণ,
পাপে তাপে ম্রিয়মাণ,
গাইবে আনন্দে আজি ত্যজি হাহাকার—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব সর্ব্বশক্তিমান্ !
গতি মুক্তি সুখ শান্তি তোমারি বিধান।" ৭

আছে জীবনের বীজ মরণ-মাঝার,
মরুমাঝে উৎসধনি,
আঁধারে উজ্জ্বল মণি,
গাও মহোৎসবে আজি জয় দেবতার—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব সর্ব্বশক্তিমান্ !
জীবন আনন্দ জ্যোতি তোমারি বিধান।" ৮

এস এস নববর্ষ ! বিধাতার দান,
দেও আশা, দেও বল,
পূর্ণ জীবন-সম্বল,
আনন্দে তোমার সাথে করি জয়গান—
"সবিতঃ বরেণ্য দেব মঙ্গল-নিধান
[illegible] রি বিধান।" ৯

সাময়িক প্রসঙ্গ।

হীরক জুবিলী—(১) ইংলণ্ডের নটিংহামের হলী নামক এক সাহেব হীরক জুবিলী স্মরণার্থ ৪ লক্ষ পাউণ্ড দিয়া এক ফণ্ড করিতেছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার স্বদেশস্থ বিধবা, অনাথ ও দরিদ্র লোক প্রতিপালিত হইবে। (২) কাশ্মীরের মহারাজা হীরক জুবিলী স্মরণার্থ শ্রীনগর ও জম্মুতে স্ত্রীলোকদিগের জন্য দুইটী হাঁসপাতাল খুলিবেন। এইরূপ স্মৃতি-চিহ্নই প্রার্থনীয়।

রাজপ্রতিনিধির শৈলারোহণ—গত ৬ই এপ্রেল রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন স্বগণসহ সিমলায় উপস্থিত হইয়াছেন।

অনাথাশ্রম-শাখা—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম, কলিকাতা অনাথাশ্রমের একটী শাখা সাতনা ও অপরটী ঝান্সীতে খুলিয়াছে। সাতনাতে ৮০টী এবং ঝান্সীতে ১০টী দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অনাথ বালক আশ্রয় পাইয়াছে। এ কার্য্যে বিশেষ সাহায্যদান আবশ্যক।

শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা—পুনার দেশহিতৈষী নগরকারের উদ্যোগে একটী কমিটী স্থাপিত হইয়া ইতিমধ্যে ৭০০০৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। দশ জন ভারতীয় যুবককে প্রতিবর্ষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, জাপান ও আমেরিকায় পাঠাইয়া শিল্পাদি কার্য্যে সুশিক্ষিত করা এই কমিটীর উদ্দেশ্য। বিচারপতি রেনাডে জাপানে শিক্ষার্থী যুবকের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়াছেন। বঙ্গের যুবকদিগের জন্য কি এ প্রকার ব্যবস্থা হইতে পারে না?

অধ্যাপক বসু—ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু যেমন ইংলণ্ডে সেইরূপ ফ্রান্স ও জর্ম্মণি প্রভৃতি দেশেও তাঁহার বৈজ্ঞানিক পাণ্ডিত্যের জন্য সমাদৃত হইয়াছেন।

ভাষাবিদ্—মোক্ষমুলার ১৮টী ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন।

জুয়াখেলা নিবারণ—বৃষ্টি হইবে কি না এই প্রশ্ন লইয়া বহু হিন্দুস্থানী লোকে সুরতীখেলা করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়। এ খেলা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

পুস্তক প্রচার—১৮৯৪ সালে বঙ্গীয় পুস্তকালয়ে ১৮৯৮ খানি নূতন পুস্তক ও পত্রিকা আইসে, ১৮৯৫ সালে ২৩৮৯ আসিয়াছে, বৃদ্ধি ৭৯১। এরূপ উন্নতি আনন্দকর, সন্দেহ নাই।

রাজকোষের আয় ব্যয়—গত বর্ষে ভারত গবর্ণমেণ্টের আয় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৪ কোটী টাকা, তন্মধ্যে সৈনিক ব্যয় ২৫॥ কোটী। যে গৃহস্থের আয় ১০০ টাকা এবং দ্বারবান্ রাখিবার ব্যয় ৫০৲ টাকা, তিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম ও সন্তানদের শিক্ষাদি কার্য্যে ব্যয়ের টাকা কোথায় পাইবেন?

মহাদান—ষ্টকহলমের ধনকুবের আলফ্রেড নোবল সাধারণ হিতকর কার্য্যে ১ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় ২০ কোটী টাকা এককালে দান করিয়া-

ছেন। এরূপ দানসাগরের কথা এ পর্য্যন্ত কেহ শুনেন নাই।

ব্রহ্মদেশ শাসনের ব্যবস্থা—ব্রহ্মদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে শাসিত হইবে। ফ্রেডারিক ফ্রাইরাক ইহার প্রথম ছোট লাট নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার মনোনীত ৯ জন লোক লইয়া এক মন্ত্রি-সভা হইবে।

বিলাতযাত্রা—বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আয়ব্যয়-কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দিবার জন্য গত ৭ই এপ্রেল ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে এ দেশের লোকদিগকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ-সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন।

বিলাত হইতে প্রত্যাগমন—ডাক্তার জগদীশচন্দ্র বসু সস্ত্রীক ৮ই বৈশাখ কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ইনি ভারতের যেরূপ মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবাসিগণ ইহাঁর বিশেষ সম্মাননা করিয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত করুন।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—ভারতীয় দুর্ভিক্ষফণ্ডে কোটী টাকার অধিক সংগৃহীত হইয়াছে।

সুবৃষ্টি—পঞ্জাব অঞ্চলে সুবৃষ্টি হওয়াতে শস্যের অবস্থা ভাল হইবার আশা হইয়াছে। বঙ্গদেশের অনেক স্থানেও বৃষ্টি হইতেছে।

দান—কলিকাতার আর্চবিশপ ডাক্তার গোয়েথেল্‌স্‌ কালাবোবা-বিদ্যালয় দর্শনে পরম সন্তুষ্ট হইয়া ১০০ টাকা দান করিয়াছেন।

জলপ্লাবন—মিসিসিপী নদীর জলপ্লাবন অনূন ২০ ক্রোশ বিস্তারিত হইয়াছে। অনেক মানুষ ও পশু বিনষ্ট হইয়াছে।

সতীনের সাধ—খৃষ্টান পাদরীগণ বহু চেষ্টা করিয়াও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে বহুবিবাহ উঠাইতে পারিতেছেন না। অত্রত্য পুরুষেরা এক স্ত্রী লইতে রাজী আছে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সতীন চায়, কেননা সহযোগিনী না হইলে একা গৃহকার্য্য সকল সম্পন্ন করা যায় না।

হারিয়েট বিচার ষ্টো।

জগতে নারী-গ্রন্থকারদিগের মধ্যে বিবী ষ্টোর নাম যেমন জগদ্‌বিখ্যাত, এমন আর কাহারও নহে। ১৮৫২ সালে তাঁহার প্রণীত "Uncle Tom's Cabin"—"টম কাকার কুটীর" পুস্তক প্রচারিত হইলে এক অভূতপূর্ব্ব আন্দোলন উপস্থিত হয়। আমেরিকা ও ইউরোপের সর্ব্বত্র তাড়িতবেগে ইহার প্রভাব বিস্তারিত হইল, লক্ষ লক্ষ পুস্তক ক্রমাগত মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতে লাগিল, ইউরোপের সমুদায় ভাষায় পুস্তকখানি অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইল। নিগ্রোদাসদিগের জন্য বহু শতাব্দী ধরিয়া

অনেক হৃদয়বান্ লোকের অক্লান্ত যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে যাহা না হইয়াছে, এই একাকিনী অবলার একবারের চেষ্টায় তাহা হইয়াছে। দৈববল যে এই রমণীর বিশেষ সহায় হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহার লেখার গুণপনাও অতীব প্রশংসনীয়। পাপের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ, ধর্ম্মের অটল বল ও সাহস, নিপীড়ন নির্যাতনের মধ্যে প্রেম ও দয়ার পরিচয়, মানব-চরিত্র বিশেষতঃ নিগ্রোচরিত্র—ইত্যাদি বহুল বিষয়ের বর্ণনায় তাঁহার শক্তি অতুলনীয়া। বস্তুতঃ এই গ্রন্থ এবং আরও কোন কোন গ্রন্থ রচনা দ্বারা তিনি উপন্যাসলেখকদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় তাঁহার নাম গৃহদেবতার ন্যায় সমাদৃত ও পূজিত হইয়াছে।

আমেরিকাতে কনেক্টিকাট্ নামে এক জনপদ আছে। এই জনপদের অন্তর্গত লিচ্‌ফিল্‌ড নগরে ১৮১২ খৃঃ অব্দে বিবি হারিয়েট বিচার ষ্টো জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম লাইম্যান বিচার। ইনি প্রথমতঃ কর্ম্মকারের ব্যবসায় দ্বারা জীবিকার্জ্জন করিতেন। পরে অসাধারণ অধ্যবসায়বলে নিউহেভেন নগরস্থ একটি কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এবং ডাক্তার বিচার নামে বিখ্যাত হন। আমেরিকাতে এতাবৎকাল যে সকল বিখ্যাত ধর্ম্মবক্তা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ডাক্তার বিচার তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। যে বিদুষী রমণীর জীবনী এই স্থলে লিপিবদ্ধ হইল, ইনি ডাক্তার বিচারের দ্বিতীয়া কন্যা। ডাক্তার বিচার পুত্র-নির্ব্বিশেষে কন্যাদ্বয়ের সুশিক্ষার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৎকালে বোষ্টন নগর জ্ঞানবিজ্ঞানে বিশিষ্টরূপে সমুৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। এই জন্য ঐতিহাসিকগণ এই নগরকে "পাশ্চাত্য এথেনস্" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ডাক্তার বিচার উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ কন্যাদ্বয়কে এই নগরে রাখিয়াছিলেন। ইহাঁদিগের শিক্ষা-বিষয়ে তাঁহার যে ঐকান্তিক যত্ন ছিল, তাহা বাস্তবিক সফল হইয়াছে। ইহাঁরা উভয়েই উত্তরকালে বিদ্যাবতী রমণীর উচ্চাসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা ক্যাথারিণ লিচ্‌ফিল্‌ড নগরে একটি বালিকা-বিদ্যালয় সংস্থাপন করেন। কনিষ্ঠা কুমারী হারিয়েট তাঁহার সহকারিণী ছিলেন। ইহাঁদিগের উভয়ের যত্নে বিদ্যালয়টি অত্যল্পকালের মধ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। কিছু কাল পরে ডাক্তার বিচার কর্ম্মোপলক্ষে সিন্‌সিনেটাই নগরে সপরিবারে স্থানান্তরিত হইতে বাধ্য হন। এই নগরে অবস্থানকালে, সহোদরাদ্বয় তথায় একটি বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন।

যৎকালে কুমারী হারিয়েটের বয়ঃক্রম একবিংশ বর্ষ, তখন তিনি রেভারেণ্ড ক্যালভিন্ ই ষ্টো নামধেয় জনৈক যুবকের সহিত পরিণয়সূত্রে সম্বদ্ধ হন।

সিনসিনেটাই নগরের নিকটস্থ লেন নামক স্থানে একটী বিদ্যালয় ছিল, ডাক্তার বিচার সেই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ, এবং ষ্টো সাহেব অধ্যাপক ও বিবি ষ্টো অধ্যাপিকা ছিলেন। কালক্রমে ইহাঁরা অনেকগুলি সন্তান সন্ততি লাভ করেন। পিতা মাতার গুণে সন্তানগণ সকলেই সুশিক্ষিত ও সুমার্জ্জিত হইয়াছিলেন। বিবী ষ্টো তৎকালীন জননীগণের আদর্শ-স্থানীয়া ছিলেন। সন্তানগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও গৃহকার্য্যের তত্ত্বাবধান করিয়া তাঁহার যে সময় অবশিষ্ট থাকিত, তাহা তিনি সাহিত্য-সেবায় অতিবাহিত করিতেন। বিবী ষ্টো সাময়িক পত্রিকার জন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাষা যেমন সরল, ভাবও তদ্রূপ পরিশুদ্ধ। ইহাঁর লেখা পাঠ করিলে ইহাঁর হৃদয়ের উচ্চ ভাব, গভীর চিন্তাশীলতা, বিশ্বজনীন প্রেম, দীন দুঃখী পাপী তাপী উৎপীড়িত নর-নারীর প্রতি স্বাভাবিক সহানুভূতি, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি বহুল সদ্বৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সময়ে ক্রীতদাস ব্যবসায় লইয়া ইউরোপ ও আমেরিকা অঞ্চলে তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। দাসব্যবসায়ী দল পশুর ন্যায় মনুষ্য ক্রয় বিক্রয় করিয়া অর্থাগমের এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। পশুব্যবসায়িগণ জঙ্গল হইতে পশু ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের গলায় দড়ি বাঁধিয়া যেমন দেশে দেশে, নগরে নগরে, বাজারে বাজারে বিক্রয়ার্থ উপনীত করে, দাসব্যবসায়িগণও তদ্রূপ আফ্রিকা প্রভৃতি দূর দেশ হইতে মানুষ ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগের গলায় দড়ি দিয়া ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক স্থলে প্রকাশ্য বাজারে, পশুপালের ন্যায় বিক্রয়ার্থ আনয়ন করিত। ধনবান গৃহস্থগণ তাহাদিগকে ক্রয় করিয়া লইত, এবং তাহাদের প্রতি পশুবৎ যথেচ্ছ ব্যবহার করিত। মানব-সন্তানের প্রতি এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতা সন্দর্শন করিয়া কতিপয় খৃষ্টভক্তের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে এবম্প্রকার নিষ্ঠুরতার প্রশ্রয় দেওয়া কখনই কর্ত্তব্য নহে। যে মানব স্বাধীনতাকে নিরতিশয় মূল্যবান্ মনে করিয়া থাকে, সেই মানব তাহার ভ্রাতা ভগিনীর স্বাধীনতা হরণ করিতেছে, এ দৃশ্য নিরতিশয় ক্লেশকর। ইহাঁরা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, পৃথিবী হইতে ক্রীতদাস ব্যবসায় একেবারে উঠাইতে হইবে। নিষ্ঠুর দাসব্যবসায়িগণের কবল হইতে নিরীহ নিগ্রোগণকে রক্ষা করিতেই হইবে। এইরূপ প্রতিজ্ঞা-পাশে বদ্ধ হইয়া খৃষ্টানুরাগী নরনারীগণ সমুত্থিত হইলেন এবং এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে চারি দিকে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন। বিবি বিচারের পিতা ও পতি ইতঃপূর্ব্বে এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন। বিবি বিচার ষ্টোও তাঁহাদিগের অনুগামিনী ও সহকারিণী হইলেন। ইহাঁদিগের উদ্যোগে দাসব্যবসায়িগণের ঘৃণিত ব্যবসায়ের কথা চারি দিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল।

ইঁহারা বক্তৃতা করিয়া যেমন নিকটস্থ, সেইরূপ সাময়িক পত্রিকাতে লিখিয়া ও পুস্তক পুস্তিকা প্রচার করিয়া দূরস্থ নর-নারীর হৃদয় স্বাধীনতার সপক্ষে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। পথে, ঘাটে, বিপণিতে, কর্ম্মস্থলে, সর্ব্বত্রই দাসব্যবসায়ের কথা আলোচিত হইতে লাগিল। অত্যল্প কালের মধ্যে আমেরিকাতে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল।

মানব-ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল দেশে, সকল সময়ে উদার-হৃদয় নরনারীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক নরনারীর দ্বারাই মহৎ কার্য্য সকল সংসাধিত হইয়াছে। ষ্টো পরিবার এ বিষয়ের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। যে স্থানে যে সময়ে ইঁহারা এই মহদান্দোলনে প্রবৃত্ত হন, সেই স্থানে সেই সময়ে অধিকাংশ লোকই ইঁহাদিগের মতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। ইঁহারা চান মানবকে স্বাধীনতা দিতে,—নিরীহ নিগ্রোগণের প্রতি পশুবৎ ব্যবহার রহিত করিতে—বর্ব্বর নিগ্রোদিগকে মানুষ করিতে—মনুষ্যোচিত সুখ সম্ভোগে অধিকারী করিতে; কিন্তু তাহারা চায় তদ্বিপরীত। পরন্তু এই অনুদার ব্যবসায়িগণ অনেক সময়ে ঐ সকল মহাশয় নর-নারীর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল যে, তাঁহাদের কর্ত্তব্যসাধনের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল এমন নহে, অপিচ নির্যাতন দ্বারা তাঁহাদিগের উদ্যম উৎসাহ ভগ্ন করিতেও পরাঙ্মুখ হয় নাই। এই অনুদার দলের মধ্যে সচরাচর তিনটি শ্রেণী দেখা যাইত। প্রাচীন প্রথার বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে চলিয়াছে, এক শ্রেণীর লোক সেই পরিবর্ত্তনের ফলাফল বিচার না করিয়া উক্ত প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিতে চাহে। প্রাচীন প্রথার পরিবর্ত্তন ইহাদিগের ভাল লাগে না, কাজে কাজেই ইহারা তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়। অপর দুইটি শ্রেণী ক্রেতা ও বিক্রেতা; ইহারা ব্যবসায়ী। লেডী হেন্‌রী সমারসেট সুরাপানের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। লোকে প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া সুরাপান পরিত্যাগ করিতে লাগিল, মদ আর তেমন বিক্রয় হয় না, ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়, অমনি সুরাব্যবসায়িগণ লেডী হেন্‌রীর বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল, "মার মার" করিয়া ইঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইল, নানা প্রকারে ইঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। ষ্টো পরিবার দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন, অমনি ব্যবসায়িদল তাঁহাদিগের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বিবি বিচারের পিতা যে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন, ষ্টো সাহেব সেই কলেজে অধ্যাপনা করিতেন। পৃথিবীর চারি দিকে দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে যে সকল আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে, সেই সকলের বিবরণ কলেজের ছাত্রগণ প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা পাঠ করিতেছে, হতভাগ্য দাসদলের করুণ আর্ত্ত

নাদে তাহাদিগের কোমল মন বিক্ষোভিত হইয়া উঠিতেছে এবং তাহাদিগের সপক্ষে উত্থিত হইবার জন্য তাহাদিগকে উদ্বোধিত করিতেছে। দাসব্যবসায়িগণ স্বীয় সন্তানগণকে উক্ত কলেজ হইতে স্থানান্তরিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাহারা মনে করিয়াছিল, ইহা দ্বারা "এক শরে দুইটী শিকার" মিলিবে। কলেজ হইতে ছেলে ছাড়াইয়া লইলে কলেজ উঠিয়া যাইবে, তাহাতে ষ্টো পরিবার জব্দ হইবে; দ্বিতীয়তঃ উহাদিগের সংসর্গ হইতে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিলে, উহারা আর দাসব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে পারিবে না। কিন্তু এই অতি-বুদ্ধি নীচ-প্রকৃতি দাসব্যবসায়িগণকে বিপরীত ফল ভোগ করিতে হইয়াছিল। যে সকল "বরের ঢেঁকী"কে তাহারা স্থানান্তরিত করিল, তাহারা যে 'কুমীর" হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে, তাহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে নাই। অভিভাবকগণের তাড়নায় তাহারা কলেজ পরিত্যাগ করিল বটে, কলেজের সুশিক্ষা ও সুখসুবিধালাভে বঞ্চিত হইল বটে, কিন্তু সেই হতভাগ্য আফ্রিকাবাসী ক্রীতদাস দাসীগণের প্রতি তাহাদিগের হৃদয়ের সহানুভূতি কিছুতেই অপসারিত হইল না। যে বিশ্বজনীন উদারতা তাহাদিগের হৃদয়ে অটল সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই নীরব বা নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিল না। এই সকল যুবক কলেজ পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে ক্রীতদাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছিল।

অধ্যাপক ষ্টো ১৮৫০ খৃঃ অব্দে ম্যাসাচুসেট্স্ প্রদেশের অন্তর্গত আণ্ডোভার কলেজে অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হন। বিবী ষ্টোও তাঁহার অনুগামিনী হন। এই সময় হইতে তাঁহার লেখা সকল "ওয়াশিংটন ন্যাস্ন্যাল ইরা" নামক সাময়িক পত্রে ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ সকলের নাম ছিল, "Life among the Lowly" "হীনাবস্থ লোকদিগের মধ্যে জীবন"। ঐ সকল প্রবন্ধ সংগ্রহ করিয়া তিনি যে পুস্তক প্রণয়ন করেন, তাহার নাম "Uncle Tom's Cabin"—"টম কাকার কুটীর"। বিবী ষ্টো কিরূপ উচ্চ হৃদয় লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিরূপ উচ্চ ভাব তিনি প্রাণে পোষণ করিতেন, ঘৃণিত নিগৃহীত নিপীড়িত পাদদলিত ক্রীতদাসদাসীর উদ্ধার কামনায় তিনি যে কিরূপ সংগ্রাম করিয়া গিয়াছেন, উক্ত পুস্তকের পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বিবি ষ্টো "টমকাকার কুটিরে" নিগ্রোদিগের যে দুঃখময়ী জীবনকাহিনী বিবৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে অশ্রুসংবরণ করা যায় না। কাফ্রী জীবনের যথার্থ চিত্র ঔপন্যাসিকের অতিরঞ্জিত উপন্যাস অথবা কবির স্বপ্নময়ী কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য ক্রীতদাসব্যবসায়িগণ বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই।

কিন্তু তিনি ১৮৫২ খৃঃ অব্দে যথোচিত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ঐ সকল প্রতিবাদের খণ্ডন করেন। ঐ সকল প্রতিবাদ সংগৃহীত হইয়া যে পুস্তক হইয়াছে, তাহার নাম "Key to Uncle Tom's Cabin"। "টম কাকার কুটীর" পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষাতে অনুবাদিত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। শত বক্তা, শত দেশে, শত বৎসর বক্তৃতা করিয়া যে কার্য্য সাধন করিতে পারেন কিনা সন্দেহ, বিবি ষ্টো এই পুস্তক দ্বারা অত্যল্প কালের মধ্যে তাহা সংসাধন করিয়া গিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকের সাহায্যে পৃথিবীর সমগ্র মানবসমাজের মধ্যে যে মহান্দোলন উপস্থিত করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তাঁহার জীবনীলেখক বলিয়াছেন, "Both hemispheres thrilled with horror and indignation at the wrongs and sufferings of those held in the thraldom of an iniquitous system."

বিবী ষ্টো আহূত হইয়া, ১৮৫৩ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে আগমন করেন। তাঁহার আগমনে ইংলণ্ডবাসিগণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি কিরূপ সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিলেন, এবং সমগ্র ইউরোপে ভ্রমণকালে ইউরোপবাসিগণ তাঁহার কিরূপ সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, বিবি ষ্টো তাঁহার "Sunny Memories of Foreign Lands" নামক পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তক ১৮৫৪ খৃঃ অব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দে তিনি "Dred" নামক একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাই তাঁহার শেষ লেখা।

অত্যল্প কাল হইল বিবী ষ্টো পরলোকগত হইয়াছেন। ইঁহার মৃত্যুতে পৃথিবীর সমগ্র শিক্ষিত সমাজ একটি উজ্জ্বল রত্নহারা হইয়া যেমন শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেইরূপ সমগ্র নিগ্রোজাতি ও ক্রীতদাসবংশ তাহাদিগের মা-হারা হইয়া চক্ষের জলে বক্ষঃস্থল ভাসাইয়াছিল। তিনি সুগৃহিণী, সুমাতা ও সুলেখিকা ছিলেন।

বিশ্বজীবন-সম্পাদক।

বুলবুল * ।

১

সে যে বুল বুল—
কিবা দিব পরিচয়,
কোকিল পাপিয়া নয়,
তার গানে ক্ষিপ্ত নহে প্রাচ্য কবিকুল ;

সে যে অতি ক্ষুদ্র পাখী,
উষায় অমিয় মাখি
এসেছে হেমন্ত-দিনে হয়ে অনুকূল ;
আমার আঁধার ঘরে রাঙা বুল বুল ;

* বুল বুল—৫ মাস বয়সের শিশু।

২

সে যে বুল বুল—
মন্দার-তরুর শিরে,
সোণার বিহঙ্গ ফিরে,
গাহিয়া নন্দনবনে সঙ্গীত অমূল;
তাদের একটী সাথী,
(আঁধারে জ্বালাতে বাতি)
এসেছে মানব-পুরে আনন্দ-আকুল!
তাই মোর ভাঙা ঘরে রাঙা বুলবুল!

৩

সে যে বুল বুল—
এত দিন বসুন্ধরা,
ছিল শত দুখভরা,
প্রকৃতি দেবতা ছিল এলাইয়া চুল,
কি যেন কি ছিল দৃশ্য,
অপূর্ণ বিষণ্ণ বিশ্ব,
যাহা বিনা ছিল সদা হয়ে ক্ষোভাকুল,
সেই টুকু যেন এই রাঙা বুলবুল!

৪

সে যে বুল বুল—
তাই তার মুখ চেয়ে,
পাখী ওঠে গান গেয়ে,
আকাশে চাঁদিমা হাসে বাগানে পারুল!
সে যবে উল্লাস-ভরে,
মধুর ঝঙ্কার করে,
বসন্ত ছুটিয়া আসে হইয়া আকুল!
বিধির আশীষ যেন ক্ষুদে বুলবুল!

৫

সে যে বুল বুল—
অনাহূত অজানিত,
তাহাতে "অপরিচিত",
তবু সে লইল হরি হৃদয়ের মূল!
বিশ্বের সোহাগ নিতে,
সে এসেছে অবনীতে,
কোথাও দেখি না "চোর" তার সমতুল!
কোথাকার যাদুকর, ক্ষুদে বুল বুল!

৬

সে যে বুল বুল—
শত বরষের পরে,
টেনে নিয়া খেলাঘরে,
আমারে খেলায় খেলা, দিয়া শত ভুল!
তারি জয় মোর হারি!—
তবু পলাইতে নারি,
তবু হয়ে আছি তারি "খেলার পুতুল"!
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুল বুল!

৭

সে যে বুল বুল—
'যা' কিছু আমার ছিল,
সবি সে কাড়িয়া নিল,
তবুও মিটে না তার কামনা বহুল,
নিল নিদ্রা, নিল স্মৃতি,
নিল সে কবিতা-গীতি,
নিতি লয় লক্ষ চুমা, ছিঁড়ে লয় চুল,
দারুণ দুরন্তপণা!
শোনে না করিলে মানা,
বোঝে না সে রীতি নীতি, মানে না সে "কূল"!
(আমি) "ভীরু কাপুরুষ" মত,
পরিহার মাগি যত,

তত সে করিতে চাহে সংগ্রাম তুমুল!
আমারে মজালে সেই ক্ষুদে বুল বুল!

৮

সে যে বুলবুল—
তার যে হাসির ঘায়
চপলা চমকি যায়,
সরমে ঝরিয়া পড়ে গোলাপ-মুকুল,
সেই হাসি মুখে মাখি,
খুলি নীলপদ্ম আঁখি,
চেয়ে থাকে মুখ পানে, দিঠি ঢুলঢুল!
সে চাহনি দেখি হায়!
কোথা দিয়া দিন যায়,
রাখিতে হিসাব হয় আগাগোড়া ভুল!
শুধু তারি স্রোতে হিয়া,
দিয়ে আছি ভাসাইয়া,
কেবা পারে এ তুফানে হ'তে প্রতিকূল?
আর কি বলিব বেশী,
ছদ্মবেশে দেবদেশী,
আমার ব্রহ্মাণ্ড বুঝি করে দিল ভুল!
ভবসিন্ধু দিতে পাড়ি,
পুনঃ মানিলাম হারি,
আসিলাম খেলাঘরে সাজিয়া পুতুল!
বিধির আশীষ মম, ঝাড়া বুলবুল!

১২-১২-১৩০৩। কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা।

অনেক সময়েই এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়—আমাদের বর্ত্তমান জীবনই কি প্রকৃত রমণী-জীবন? যে রমণী-জীবন প্রেম ও পবিত্রতা, গাম্ভীর্য্য ও স্ফূর্ত্তি, শান্তি ও মাধুর্য্য, দৃঢ়তা ও সরলতার আধার, ইহাই কি সেই রমণী-জীবন? আমরা কি আজ কাল সেই প্রকৃত রমণী-জীবন যাপন করিতেছি? এ প্রশ্নের কি উত্তর প্রদান করিব? যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, কেবল রমণী-জীবনের বিকৃতিই দর্শন করি! যে রমণী-জীবন প্রেমে সমস্ত জগৎকে আপনার করিবে, হৃদয়ের ভিতরে টানিয়া লইবে, তাহাতেই আজ স্বামী, পুত্র, কন্যা ভিন্ন আর কাহারও স্থান নাই। "রমণী-হৃদয় সংকীর্ণ, নীচ, আত্মসুখাভিলাষী", আজ এই সকল অখ্যাতিতে জনসমাজ পূর্ণ। রমণী-জীবনের কি বিষম দুর্গতিই ঘটিয়াছে! যে রমণীজীবন আত্মত্যাগের আদর্শ দেখাইবার জন্য প্রেরিত হইল, তাহার পরিণাম কি না এই হইল! যে প্রেম পর কি তাহা বুঝিবে না, সকলকেই আপনার করিবে, সেই প্রেম কিনা বিশ্ব-সংসার দূরে থাকুক, একপরিবারস্থ লোককে পর মনে করিতেছে। যে রমণীচিত্ত শান্ত, গভীর, অতলস্পর্শ, তাহা কি না আজ চঞ্চল, চিন্তাবিহীন, ভাসা ভাসা হইয়া পড়িয়াছে!

শিক্ষা, চিন্তা, চেষ্টা, বিশ্বাস ও আদর্শের অভাবই আমাদের প্রধান অভাব। লেখা পড়া আমরা যাহা জানি, তাহা কিছুই নহে,

কিন্তু যেটুকু জানি তাহা দ্বারা জ্ঞান-লাভের চেষ্টা কোথায়? বিদ্যাশিক্ষার উদ্দেশ্য যে জ্ঞানলাভ ও জীবনের উন্নতি-সাধন, তাহা আমাদের স্মরণ থাকে না। চিন্তাশীলতাই শিক্ষা ও উন্নতির মূল। অনেকে লেখা পড়া না জানিয়াও এক চিন্তাশক্তি দ্বারা বহু জ্ঞান লাভ করেন, নিজ কর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম হন। লেখা পড়া চিন্তাশক্তি বৃদ্ধির সাহায্য করে, এই মাত্র। ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই লেখাপড়া কিছুই জানিতেন না; কিন্তু একমাত্র প্রগাঢ় চিন্তাশক্তিপ্রভাবে তিনি রাজ-কার্য্যের অতি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিষয় বুঝিতে এরূপ সক্ষম হইয়াছিলেন যে, ইংরাজগণ তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য্য দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন। চিন্তাশক্তি খর্ব্ব হইতে হইতে আমরা এত লঘুচিত্ত হইয়া পড়িয়াছি যে, গভীর ভাবে কিছু ভাবিতে পারি না, কেবল অবস্থার স্রোতে ভাসিয়া বেড়াই। ভূমণ্ডলে কি জন্য আসিয়াছি, কি জন্য আছি, সে বিষয় একবারও ভাবি না, কেবল সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করিয়াই তৃপ্ত রহিয়াছি। জীবনের উন্নতির জন্য কোন চেষ্টা নাই, তাহা আবশ্যকও বোধ করি না। চিন্তা ও চেষ্টা দ্বারা সকল অবস্থার মধ্য হইতে যে জীবনের উপাদান ও শক্তি সংগ্রহ করা যায়, তাহা আমাদের দ্বারা হইয়া উঠে না; তাই অবস্থার মধ্য দিয়া জীবন ও চরিত্রের প্রভা প্রকাশিত হয় না।

জীবন থাকিলে কি এরূপ নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি? একটী সামান্য বীজের যতক্ষণ জীবনী শক্তি থাকে, তাহা ততক্ষণ সহস্র বাধাতেও অঙ্কুরিত হইবেই হইবে। তাই বলি, যদি জীবন থাকিত, তবে চিন্তা ও চেষ্টা অবশ্যই হইত। আমরা মৃত—সমাজের অত্যাচারে, শিক্ষার অভাবে, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার অভাবে আমরা মৃত—তাই সকলই বিকৃত। আমরা কেবল অসার বিষয় লইয়াই মত্ত, বাহ্য চাক্‌চিক্য দেখিয়াই মুগ্ধ, একবারও ভিতর খুঁজিয়া দেখি না। সংসারে যত দিন আছি, বাধ্য হইয়া কতকগুলি কাজ করিতে হইতেছে বটে, কিন্তু কিছুই উপযুক্তরূপে করিতে পারিতেছি না। স্বামীর প্রতি কি কর্ত্তব্য, সন্তানের শিক্ষা ও জীবনগঠন বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, আত্মীয় পরিজনের, প্রাণের ভগিনীগণের ও স্বদেশের সম্বন্ধে কি কর্ত্তব্য তাহা জানিও না, পালনও করি না। মৃত জীবনে তাহা পালনের আশাও নাই।

প্রাচীনা রমণীদিগের বিশ্বাস অনেক দৃঢ় ছিল, এখনও তাঁহাদেরই মধ্যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা আছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশ্বাসের কার্য্য সেরূপ দেখা যায় না। বিশ্বাসই জীবনের ভিত্তি, বিশ্বাসই জীবনের গতি ও আদর্শ ঠিক্ করে। সেই বিশ্বাসের অভাবে আমাদের লঘুতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। আদর্শ আরও মলিন হইয়াছে। রমণী-হৃদয়ই বিশ্বাসের উজ্জ্বল ছবি প্রকাশিত হইবার উপযুক্ত স্থল। প্রাচীন কালে আমাদের দেশে

গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি ব্রহ্মবাদিনী রমণীগণ বিশ্বাসে এবং ব্রহ্মবিদ্যায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, শিক্ষা ও উন্নতিতে ঋষিগণের সমতুল্যা হইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালেও প্রাচীনা রমণীগণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত বিশ্বাসানুযায়ী জীবন যাপন করিতে কত কষ্টই না সহ্য করিয়াছেন! এ দেশের এবং বিদেশের কত রমণী বিশ্বাসের জন্য অকাতরে জীবন পরিত্যাগ করিয়াছেন! কিন্তু আজ কাল আমরা কোন্ ধর্ম্ম-বিশ্বাসের জন্য সব সহ্য করিতে পারি, জীবন প্রদান করিতে পারি? এখন কি আমাদের মধ্যে প্রাচীন কালের রমণীর ন্যায় দুই একটী রমণীও পাইব না? স্বাধীন কালের সে সমাজ নাই, সে কিছুই নাই, সবই মৃত।

কত প্রাণের ভগিনী সমাজের পেষণে, অবস্থার পেষণে পড়িয়া রমণীজীবনের পবিত্রতা হারাইয়া চরিত্রকে কলুষিত করিতেছে। আমরা যদি আজ প্রকৃত রমণীজীবনের আদর্শ রক্ষা করিতে পারিতাম, আজ যদি সমাজে আমাদের শক্তি কার্য্যকরী হইত, তবে বুঝি প্রাণের ভগিনীগণের এই অপবিত্র চিত্র, যাহা অপেক্ষা রমণী মৃত্যুকেও শ্রেয়ঃ মনে করে, সেই চিত্র দেখিতে হইত না। জনসমাজ পবিত্র হইত,—পবিত্রতাতে বঙ্গদেশ, ভারতবর্ষ পুনরায় পুণ্যক্ষেত্র হইত। আমাদের জীবনের দায়িত্ব কত! আমরা নিজ জীবনের উন্নতি করিব, সমাজকে উন্নত করিব, দেশকে উন্নত করিব। রমণীজীবনের মৃত ভাব দূর না হইলে সমাজ কখনও সজীব হইবে না, "না জাগিলে সব ভারত-ললনা, এ ভারত আর জাগে না জাগে না।" যে নিজে নিদ্রিত—মৃত, সে অপরকে কিরূপে জাগাইবে, জীবন প্রদান করিবে? রমণী শারীরিক শক্তিতে দুর্ব্বলা হইলেও হৃদয়ের শক্তিতে দুর্ব্বলা নহে। সমস্ত সমাজ পরোক্ষভাবে রমণী-শক্তিতে চলিতেছে। পরাধীনা হইলেও মা এবং সহধর্ম্মিণী রমণী, তাই রমণীর প্রভাবই জনসমাজে সর্ব্বোপরি কার্য্য করিতেছে। রমণীই পরিবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আমরা সন্তানকে গঠিত করিব, অপর সকলের উন্নতির সহায় হইব, প্রেমে সকলকে আপনার করিব। আত্ম-হারা হইয়া সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে স্বামীকে ভালবাসিব, পরম. দেবতা পরমেশ্বরকে ভালবাসিব, তাঁহারই হইব। স্বামী, পুত্র, কন্যা, পরিবার, সমাজ সকলকে লইয়া মুক্তির পথে অগ্রসর হইব। আমাদের প্রেম এই ক্ষুদ্র সংসারে বদ্ধ হইয়া থাকিবে না, কিন্তু সেই মহান্ অনন্ত দেবতাকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে। আমরা যে স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, জীবনের সঙ্গী স্বামী, স্নেহাস্পদ পুত্র কন্যা, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও ভাই ভগিনী পাইয়াছি, ইহাঁদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়া সেই প্রেমস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভাল বাসিতে শিখিব। এইত আমাদের প্রেমের আদর্শ। আমরা

এই উচ্চ আদর্শে উঠিতে না পারিয়া নীচে পৃথিবীর ভাব লইয়া পড়িয়া থাকি, তাই আমাদের এ প্রেমে জীবনের উন্নতি হয় না। তাই প্রেম সঙ্কীর্ণ, তাই প্রেমে স্বার্থপরতা, বিষয়ের আবিলতা। যাঁহাকে ভালবাসিবার জন্য সব পাইয়াছি, তাঁহাকেই ভুলিয়া থাকি, তাঁহার দানের মঙ্গল উদ্দেশ্য বিস্মৃত হইয়া চলি, তাই এ দুর্গতি।

আমাদের এই দুর্গতি দেখিয়া কি আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকিতে পারি? যদিও আমাদের এই শোচনীয় দুর্গতির মূল সমাজ, যদিও সমাজের পেষণে প্রাণের আদর্শ সংকীর্ণ হইতে হইতে আমরা সমস্ত জগৎ হইতে এতদূরে পড়িয়াছি, এত;পতিত হইয়াছি, তবুও ইহাতে কি আমাদের নিজের দোষ নাই? আমাদের মধ্যে যে সকল সদ্‌গুণ আছে, যাহা বৃদ্ধি করিবার সুযোগ আছে, তাহার উন্নতির জন্য আমাদের চেষ্টা ও চিন্তা আছে কি?

অন্যের উপর দোষ দিয়া নিজেরা নিশ্চেষ্ট থাকিলে কি কখনও কল্যাণ আছে? আমরা নিজে চেষ্টা না করিলে পুরুষসমাজ কিছুই করিতে পারিবে না। তাঁহারা আজ কাল আমাদের জন্য অনেক করিতেছেন ইহা সুখের বিষয়, কিন্তু তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। আমাদের মধ্যে এখনও এমন অনেক রমণী আছেন, যাঁহাদের প্রাণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে সকলে মুগ্ধ, যাঁহাদের স্বাভাবিক প্রেম, বিশ্বাস প্রভৃতি বিকৃত হয় নাই; তাঁহারা দেবী। এরূপ অবিকৃতা, প্রকৃতি-দুহিতা অনেক দেবীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, রমণীজীবনের আদর্শ কি বুঝিতে পারিয়াছি। ইঁহাদিগকে দেখিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। একবার ভাবিয়া দেখি ইঁহাদের সংখ্যা কত কম, আর আমাদের ন্যায় বিকৃত দুর্দ্দশাগ্রস্ত জীবনের সংখ্যাই কত বেশী! এই বিস্তৃত সমাজমধ্যে সমস্ত রমণীমণ্ডলী জাগ্রত না হইলে একজন, দুইজনে কি করিবেন? সমস্ত বঙ্গদেশ আমাদের নিদ্রাতে মৃত, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা আর কত কাল নিদ্রাতে মগ্ন থাকিব? অনেক ঘুমাইয়াছি, এখন আর ঘুমাইলে চলিবে না।

আমরা অতি ক্ষুদ্র সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া কি আমাদের কাজ নাই? যদি আমরা আমাদের মৃত শক্তিকে জাগাইতে পারি, তবে কি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি, যুবক, বৃদ্ধ, বালক কাহাকেও অপবিত্রতার ছায়া স্পর্শ করিতে পারে? তাহা হইলে কি পৃথিবী স্বর্গধাম হয় না? সত্য সত্যই এরূপ হইলে পৃথিবীতে ভগবানের শুভ ইচ্ছা জয়যুক্ত হইয়া তাঁহার মহিমা প্রচারিত হইতে পারে, আমরাও ধন্য হইতে পারি, কৃতার্থ হইতে পারি, রমণীজীবন সার্থক করিতে পারি। তাই কাহাকেও নিরাশ হইতে হইবে না। চেষ্টা করিলে অবশ্যই অবস্থা ফিরিবে।

যদি আমরা আমাদের অভাব বুঝিয়া থাকি, তবে পরস্পর এক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া একপ্রাণে পরস্পরের উন্নতির জন্য আমাদের সমস্ত চেষ্টা ও যত্ন নিয়োগ করি। ইহাতে অবশ্যই আমাদের জীবনের কল্যাণ সাধিত হইবে, সমাজের উন্নতি সংসাধিত হইবে। আমরা অজ্ঞান, মূর্খ, চিন্তাবিহীন, ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল হই না কেন, যদি প্রাণের প্রকৃত অনুরাগের সহিত চেষ্টা করি, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইব। চাই কেবল, চেষ্টা, যত্ন, বিশ্বাস ও আত্মত্যাগ। আমাদের উন্নতির জন্য যদি আমাদিগের অপ্রেম, কুটিলতা, বাহ্য বিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিতে হয়, তবে কি তাহা আমরা করিব না? কর্ত্তব্যসাধনের জন্য যদি স্বার্থ ছাড়িতে হয়, সুখ ছাড়িতে হয়, কষ্ট সহ্য করিতে হয়, সে জন্য কি সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিব না? অভাব অসংখ্য, তাই কঠোর তপস্যার প্রয়োজন। যদি পবিত্র রমণীজীবন ধারণ করিয়া সংসারে, পরিবারে প্রেম ও পবিত্রতার রাজ্য সংস্থাপন করিতে না পারিলাম, তবে জীবনধারণে কি ফল? কেবল কি পশুর মত শারীরিক সুখভোগ ও শারীরিক সুখে মানসিক তৃপ্তির জন্যই জীবন ধারণ করিব?

পরমেশ্বর করুন্ আমাদের যেন আর সেরূপ দুর্গতি না হয়। তিনি আমাদিগকে বল প্রদান করুন, এখন হইতে আমরা প্রকৃত জীবন লাভ করি। (দীনা বঙ্গবালা)

আদর্শ রমণী।

(৩৮৭ সংখ্যা—৩৯১ পৃষ্ঠার পর)

সাধু। যদি ভগবানের কথা তুলিলে, তবে তাঁরই নাম সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা কর।

অপ—আচ্ছা, তাঁহারই নাম লইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কি প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে বল?

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর, এ জীবনে তোমার সঙ্গে আমার কোনও সম্বন্ধ নাই, অথবা দেব-মানববৎ সম্বন্ধ।

অপ—তাহাই হউক, ভগবান্ আমার সহায়।

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর তোমার জীবন শুধু পরের জন্য।

অপ—তাহাই হইল।

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর অন্যের সুখ ব্যতীত নিজের কোন প্রকার সুখের চেষ্টা করিবে না।

অপ—হাঁ আহ্লাদের সহিত প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

সাধু—প্রতিজ্ঞা কর ষড়্‌রিপু দমন করিবে।

অপ—হাঁ স্বচ্ছন্দচিত্তে।

সাধু—তুমি ধনিঘরের সন্তান। যদিও তোমার পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নী এ সকলেরই অভাব, তথাপি ধনের অভাব নাই। প্রতিজ্ঞা কর নিজের সামান্য খোরাক পোষাকের জন্য যে ব্যয় হইবে, তদ্ব্যতীত সব ধনই দুঃখী জনের সেবায় উৎসর্গ করিবে।

অপ—হাঁ তাহাই হইল।

সাধু—স্থিরমনে প্রতিজ্ঞা কর সংসারের সকলকে সমচক্ষে দেখিবে।

অপ—হাঁ আমার নিকট সবই সমান।

সাধু—বেশ সন্তুষ্ট হইলাম, "সাধু যাহার ইচ্ছা, ভগবান্ তাঁহার সহায়।"

অপরাজিতা ভক্তিভরে করযোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল, তাহাই হউক্।

সাধু—অপরাজিতে! "রাজপুত্রের এই কালেই সুখ, পরকালে সুখ নাই; আর মুনিপুত্রের পরকালেই সুখ, ইহকালে সুখ নাই; আর সাধুর ইহকালেও সুখ, পরকালেও সুখ; আর ব্যাধের ইহকালেও সুখ নাই, পরকালেও সুখ নাই।"

চিরঞ্জীব রাজপুত্র মা জীব মুনিপুত্রক।
জীব বা মর বা সাধো, ব্যাধ মা জীব মা মর॥

দেখ আমি তোমাকে সাধুতাচরণ করিতে বলিতেছি, তুমি ইহকালে পরকালে সুখী হইবে।

অপ—ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

"এখনও তোমার মনে অন্ধকার আছে, তাহা আমার দূর করাই উচিত" এই বলিয়া সাধু অপরাজিতাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গলা, ইংরেজি, সংস্কৃত, আরবী ও পারসী ভাষা; ঋক, সাম, যজু, অথর্ব্ব এই বেদচতুষ্টয় ও দর্শনশাস্ত্র ইত্যাদি অল্প অল্প শিখাইলেন।

দুই বৎসরে শিক্ষা শেষ হইল। এই দুই বৎসর কালের মধ্যে সাধু অপরাজিতার মনোভাবের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কিন্তু এক দণ্ডের জন্যও সে যুবতী রমণীর মনোভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না। এক দিন সায়ংকালে মধুর বাতাস বহিতেছিল, লতা দুলিতেছিল, ফুল নাচিতেছিল, সরসী গাইতেছিল; এমনি সময় অপরাজিতাকে ডাকিয়া সাধু কহিলেন "আজ তোমার শিক্ষা শেষ হইল, অতএব আজ তোমাকে দীক্ষা করাইব। আজ তোমার শুভ দিন, আমারও শুভ দিন। কার্য্য সিদ্ধ হইলে আমি এখনি চলিয়া যাইব, হয়ত আমাকে আর দেখিতে পাইবে না।" তখন সাধুর অনুমতিক্রমে অপরাজিতা আপনার সুদীর্ঘ কেশকলাপ কাটিয়া ফেলিল, মূল্যবান্ পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সামান্য পোষাক পরিধান করিল, হীরা মণি প্রবালাদির গহনা ত্যাগ করিয়া নিরাভরণ হইল। তখন তাহার আনন্দ দেখে কে? তখন অপরাজিতা ভূমিতলে হাঁটু পাতিয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে চিৎকার করিয়া কহিল "হে ঈশ্বর! হে পরমেশ্বর! হে প্রভো, হে মহাপ্রভো! দাসীর সহায় হও।" অপরাজিতার উপর ভগবানের অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষিত

হইল। অপরাজিতা উঠিল, কিন্তু সাধুকে আর সেখানে দেখিল না। তখন অপরাজিতা গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। প্রহরীকে সতর্ক করিয়া দিয়া গৃহের সমুদয় দরজা উন্মুক্ত করিয়া রাখিল। ইহার অর্থ অদ্যাবধি আমার গৃহের দরজা নিরাশ্রয় নিধর্নের জন্য চিরমুক্ত হইল।

তাহার পর অপরাজিতা উন্নতির গৃহে গেল। দেখিল সাধু সেইখানে আছেন। উন্নতির জন্য বড়ই ব্যস্ত। উন্নতি মুমূর্ষু অবস্থাপন্ন। অপরাজিতা যথাসাধ্য ব্যয়ে চিকিৎসাদি করাইয়া উন্নতিকে আরোগ্য করিয়া তুলিল। উন্নতির বড় অর্থাভাব ছিল, অপরাজিতা তাহাকে আপনার গৃহে আনিয়া সহোদরা ভগিনীর মত রাখিল এবং উন্নতিও প্রাণপণে খাটিয়া তাহার কার্য্যের সহকারিতা করিতে লাগিল। সাধু কখন কোথায় থাকেন ঠিক্ নাই। মধ্যে মধ্যে অপরাজিতার আশ্রমে আসিয়া তাঁহার অবলম্বিত কার্য্যে উৎসাহ দান ও সহায়তা করিয়া থাকেন।

* * * * * *

আজ আবার সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনী। তেমনি ফুল ফুটিয়াছে, চাঁদ হাসিতেছে, মারুত বহিতেছে, গঙ্গা গাইতেছে, সেই সাধু সেই অপরাজিতা, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় ৪০ বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। অপরাজিতা আজ জীবনের সমুদয় কর্ত্তব্য শেষ করিয়া সাধুর চরণতলে আসিয়াছে। আজ তাহার চরম অথচ পরম অবস্থা।

অপরাজিতার দয়ায় দুঃখীর দুঃখ নাই, শোকার্ত্তের শোক নাই, রোগীর যন্ত্রণা নাই, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়ের অভাব নাই। হায়! আজ তাহার জন্য কে না অশ্রু-জল ফেলিবে? ভারতবর্ষের এক সীমা হইতে সীমান্তর পর্য্যন্ত অপরাজিতার জ্বলন্ত প্রতিভা দেদীপ্যমান। পরের জন্য খাটিতে খাটিতে আজ তাহার :এ মুমূর্ষু অবস্থা। পরের সুখেই তাহার সুখ, পরের দুঃখেই তাহার মর্ম্মব্যথা। পরই তাহার আপনার, পরের জন্যই তাহার অতুল ধনরাশির ব্যয়। জগতের উপকার এবং ভগবানের কাজ করিতে করিতেই তাহার এ দেহের পতন। সে আপনাতেই থাকিয়াই আত্মবিস্মৃত, ইন্দ্রিয়ের অপ্রতিহত বেগ অকাতরে অতিক্রম করিয়া এ জগতে সে দেবীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মৃত্যুর বিলম্ব নাই বুঝিয়া সে আবার সাধুর নিকট ফিরিয়া আসিল, এবং সাধুর পদতলে পতিত হইয়া "শিব সুন্দর" গাইতে গাইতে প্রাণত্যাগ করিল। অপরাজিতা সাধুকেই দেবতা বলিয়া জানিত। সাধু তাহার যথারীতি সৎকার করিয়া সেই শ্মশানে বসিয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিলেন :—

"সুশীতল হরিনাম, গাওরে ভবধাম
জুড়াইবে তাপিত পরাণ,
গাও তরু লতাফুল, গাওরে বিহগকুল,
গাও গাও নীরব শ্মশান। *

শ্রীঅম্বুজাসুন্দরী দাস।

* এই গানটী অশ্রুকণা-রচয়িত্রীর সন্ন্যাসিনী হইতে সংগৃহীত।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠতাত ৪র্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইলে ১৮৩৭ সালের ২০এ জুন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। তাঁহার বয়স তখন ১৮ বৎসর এক মাস মাত্র। শৈশবাবস্থা হইতেই তিনি পিতৃহীন, কিন্তু তাঁহার ধার্ম্মিকা মাতার যত্নে ও তত্ত্বাবধানে তিনি বাল্যকালে অতি উৎকৃষ্ট শিক্ষা লাভ করেন। ধর্ম্মসমন্বিত জ্ঞান শিক্ষা দ্বারা তাঁহার হৃদয় প্রসারিত ও চরিত্র সুগঠিত হইয়াছিল। যদিও তিনি রাজসভার কোন ধার ধারিতেন না, তথাপি তাঁহার অভ্যুদয়ে সাধারণের মনে অপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দের সঞ্চার হইল এবং তাঁহার রাজত্ব সুখ-সৌভাগ্য-পূর্ণ হইবে বলিয়া সকলে মনে করিতে লাগিল। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী লর্ড মেলবোরণ। ইনি অতি সদাশয় লোক ছিলেন এবং অতি সুন্দর কৌশলে রাজনৈতিক বিষয়ে মহারাণীকে সুশিক্ষিত করিয়াছিলেন।

১৮৪০ সালে স্যাকস্কোবর্গের রাজপুত্র প্রিন্স আলবার্টের সহিত মহারাণীর শুভ পরিণয় সম্পন্ন হয়। ইহা অতি যোগ্য মিলন হইয়াছিল। রাজপুত্র যেমন সৎপতির আদর্শ, তেমনি তিনি ইংলণ্ডকে স্বদেশরূপে বরণ করিয়া মহারাণীর রাজধর্ম্মপালনের সহায়তা করিয়াছেন এবং দেশবাসী সর্ব্বসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া হানোবর-বংশীয়া। ১৭১৪ সালে হানোবরের রাজা ১ম জর্জ্জ নামে ইংলণ্ডের অধিপতিরূপে মনোনীত হন। তদবধি ইংলণ্ডের সহিত হানোবর এক-রাজ্যরূপে সংযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু সে দেশের নিয়মানুসারে সিংহাসনে স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকার না থাকায় হানোবর ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং মহারাণীর খুল্লপিতামহ কম্বারলণ্ডের ডিউক উহার রাজা হইলেন। ইহাতে ইংলণ্ডের ক্ষতি অপেক্ষা লাভই অধিক হইল; কারণ ইংলণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষগণ জর্ম্মণির রাজনৈতিক গোলযোগ হইতে অব্যাহতি পাইয়া স্বদেশের উন্নতিসাধনে পূর্ণ মনোযোগ দান করিতে সমর্থ হইলেন। এক সময় ফ্রান্সের আংশিক রাজত্ব ছাড়িয়া দিয়া ইংলণ্ডেশ্বরগণ এইরূপে লাভবান্ হইয়াছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনারোহণসময়ে ইংলণ্ডের আর একটী মহৎ ক্ষতি হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াছিল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য ইতিপূর্ব্বেই ইংলণ্ডের অধীনতা-শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়াছে। এখন কানেডা প্রদেশে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া তাহাও হাতছাড়া হইবার উপক্রম হইল।

কানেডায় ফরাসী উপনিবেশের

আধিক্যই ইহার শাসন-বিভ্রাটের কারণ। যাহাহউক স্যার জন্ কোলবোরণ এই বিদ্রোহ দমন করেন এবং লর্ড ডার্হাম ও সিডনহাম্ রাজ্যে সুশাসন পুনঃস্থাপন করেন। উচ্চ ও নিম্ন কানেডা এক শাসনপ্রণালীর অধীন হওয়াতে দেশ শান্তিময় হইয়াছে এবং অদ্যাবধি এক-ভাবে ইংলণ্ডের প্রতি রাজভক্তির পরিচয় দিতেছে।

মেলবোরণের মন্ত্রিত্ব বিলোপ করিবার জন্য এই সময় এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। ইহার নেতৃগণের এক দল "চার্টিষ্ট" বলিয়া অভিহিত, তাঁহাদের উদ্দেশ্য পার্লামেণ্টের নিয়মপ্রণালী সংশোধন। নেতৃগণের অপর দল ১৮৩২ সালে যে শস্য-আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাহার ঘোর বিরোধী। রিচার্ড কবডেন এবং জন ব্রাইট ইহার মধ্যে ছিলেন। এই আন্দোলনে হুইগ দলের পরাজয় ও রক্ষণ-শীল দলের জয়লাভ হয়। মেলবোরণের পরিবর্ত্তে সার রবার্ট পিল প্রধান রাজ-মন্ত্রী হন। কিন্তু তিনি দেখিলেন মেলবোরণের কৌশলে তাঁহার দলস্থ প্রধান লোকদিগের স্ত্রী ও ভগিনীগণ মহারাণীর বিশ্বস্ত সহচরী; তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া অসম্ভব। ইহাতে তিনি কার্য্যভার পরি-ত্যাগ করেন, এবং লর্ড মেলবোরণ পুনরায় রাজকার্য্য পরিচালনায় নিযুক্ত হন।

১৮৩৯ সালে দেশহিতকর একটী মহৎ অনুষ্ঠান হয়। ইহা "পেনী পোষ্ট প্রণালী" সংস্থাপন। এক পেনীর টিকিটে ডাকের চিঠি যাইবার ব্যবস্থা হওয়াতে দেশমধ্যে ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নতিপক্ষে যুগান্তর উপস্থিত হয়।

৪র্থ উইলিয়মের রাজত্বের শেষভাগে এবং ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের প্রথমাংশে উপনিবেশ সকলের প্রভূত উন্নতি হয়। ১৮৩৬ সালে দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়াতে সর্ব্বপ্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়, এবং উইলিয়মের পত্নী এডিলেডের নামে ইহার রাজধানীর নামকরণ হয়। ১৮৩৭ সালে নেটাল প্রদেশে ওলন্দাজেরা প্রথম উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে। অগ্রে তাহারা স্বাধীন ছিল, পরে ১৮৪১ সালে ইংলণ্ডের অধীন হয়। ১৮৩৯ সালে এডেন্ ইংরাজাধিকৃত হয়। জিব্রল্টার যেমন ভূমধ্যসাগরের, এডেনও সেইরূপ লোহিতসাগরের প্রবেশ-দ্বার হইয়াছে। এই বৎসরেই নব জিলণ্ডে স্থায়ী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮৪১ সালে মেলবোরণপ্রমুখ মন্ত্রি-সভা রহিত হইয়া পিল-প্রমুখ রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার পুনর্নিয়োগ হয়। নেপোলিয়ন-জিৎ ওয়েলিংটনের ডিউক, লর্ড লিণ্ডহার্ষ্ট, আবার্ডিন, ষ্টান্লী এবং সার জন গ্রেহাম প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন উচ্চপদে অভি-ষিক্ত হন, এবং গ্লাডষ্টোন বাণিজ্যবোর্ডের সভাপতি হন।

নূতন মন্ত্রিসভার সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টি ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে এক রাজ্যের পর অপর রাজ্য জয় করিয়া ব্রিটিষ ভারত এক মহা-রাজ্যে পরিণত হয়। ১৮১৩ সালে নেপাল

১৮১৭ সালে পিণ্ডারি রাজ্য, ১৮১৯ সালে সিঙ্গাপুর, ১৮২৪ সালে ব্রহ্মের উচ্চতর ভাগ, ১৮২৬ সালে আসামের বহুলাংশ অধিকৃত হয়। ১৮৩৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন নূতন সনন্দ পান, তখন তাঁহাদের বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লোপ হয়, কিন্তু ভারতের উপর তাঁহাদের আধিপত্য দৃঢ়ীকৃত হয়। তাঁহারা কেবল 'বোর্ড অব কণ্ট্রোল' নামক সভার অধীনস্থ হন।

এই সময়ে রুসভীতি ইংরাজদের মনে প্রথম সঞ্চারিত হয়। রুসগণ মধ্য এসিয়ায় অবাধে রাজ্য বিস্তার করিয়া ১৮৩৮ সালে কাবুলের আমীর দোস্ত মহম্মদের নিকট রাজদূত প্রেরণ করেন। ইংরাজেরা এই সংবাদ পাইয়া রুস দূতকে তাড়াইয়া দিবার জন্য আমীরকে অনুরোধ করেন। আমীর এ অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে ব্রিটিষ সৈন্য আফগানস্থান আক্রমণ করিয়া গজনী, কান্দাহার ও কাবুল জয় করে। দোস্ত মহম্মদ ইহাতে ভীত হইয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ইংরাজেরা সা সুজাকে আমীর করেন, এবং তাঁহাদের ক্ষমতা কাবুলরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তাঁহাদের সৈন্য সকলের প্রত্যাগমন-সময়ে দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর খাঁর চাতুরীতে সমগ্র সৈন্যদল আফগানদিগের আক্রমণে ও দারুণ শীত-নিহারে হত হয়, একমাত্র ডাক্তার ব্রায়ণ প্রাণ লইয়া জেলালাবাদে আসিয়া পৌছেন। এই কলঙ্কমোচনের জন্য অচিরে ইংরাজ-সৈন্য পুনরায় সজ্জিত হইয়া আফগানস্থানে গমন করে, এবং কান্দাহার ও কাবুল পুনরধিকার করে। অতঃপর দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়।

ইহার কিছু দিন পরে সেনাপতি সার চার্লস নেপিয়ার সিন্ধুদেশ আক্রমণ করেন। মিয়ানী ও হাইদ্রাবাদের যুদ্ধে ইংরাজসৈন্য জয়লাভ করাতে ১৮৪৩ সালে সিন্ধুর আমীরেরা বন্দিভাবে কলিকাতায় আনীত হন, এবং তাঁহাদের রাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।

সিন্ধুজয়ের পরেই পঞ্জাব জয়। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখসৈন্য দুর্দ্দান্ত ও ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের ভীতির কারণ হইয়া উঠে। সর্দ্দারেরা তাঁহাদিগকে নিরস্ত্র না করাতে যুদ্ধ ঘটে। ১৮৪৬ সালে আলিও-য়াল ও সোব্রাওন রণক্ষেত্রে শিখেরা পরা-জিত হয়। ৩ বৎসর পরে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। চিলিনওয়ালা ও গুজরাটের যুদ্ধ-ক্ষেত্রে শিখেরা মহাবীরত্ব প্রকাশ করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়; এবং ১৮৪৯ সালে পঞ্জাবরাজ্য ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের অন্ত-র্ভুক্ত হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)।

কলালাপ।

(৩৮৭ সংখ্যা ৩৮৫ পৃষ্ঠার পর)।

১১। সূত্রক্রীড়া,—এক প্রকার ইন্দ্রজাল—ভোজবাজী বিশেষ। ইহা অতিশয় আনন্দকর ও বিস্ময়জনক ব্যাপার। বোধ হয়, অনেকে ইহা দেখিয়াছেন। যেখানে বহু লোকের সমাগম-সাধন আবশ্যক, সেখানে ঐ সূত্রক্রীড়া বিশেষ ফলোপধায়ক,—অথচ বহুল আয়োজন ও ব্যয়নিরপেক্ষ। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি, কোন কোন ঐন্দ্রজালিক দর্শকবৃন্দের অন্ততমের গাত্রস্থ বসন-প্রান্ত হইতে এক বিন্দু সূত্র লইয়া ভোজন করে। তাহার পর আপনার উদরের কোন স্থান সূক্ষ্ম সূচি বা কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করে। ঐ সূচি বা কণ্টক বেধনে একটী অদৃশ্যাবৎ ছিদ্র হয়। অপর কোন ব্যক্তি ঐ ছিদ্রের নিকটস্থ হইলেই সূত্রের অগ্রভাগ দেখিতে পায়। উহা ধারণপূর্ব্বক যত আকর্ষণ করে, ততই সূত্র বাহির হইতে থাকে। ২।৪ চারি শত হাত শুভ্রবর্ণ সূত্র বাহির হইতে হইতে ঐন্দ্রজালিক বলিল,—"লাল।" অমনি গাঢ় লালবর্ণ সূত্র বাহির হইতে লাগিল। সূত্রাকর্ষণকারী গাভীদোহনের ন্যায় দুই হস্তে সূত্র টানিতেছে। দেখিতে দেখিতে লাল সূত্ররাশি দ্বারা শুভ্র সূত্ররাশি আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ইতিমধ্যে ঐন্দ্রজালিক বলিল—"কালা।" তৎক্ষণাৎ কাল সূতা বাহির হইতে লাগিল। এইরূপে নীল,পীত, হরিতাদি বর্ণের সূত্ররাশি বহির্গত হইল।

অতঃপর ঐন্দ্রজালিক ঐ সমস্ত সূতা ভক্ষণ করিবার উদ্দেশে একটী সূতার তাল পাকাইল, এবং উহা মুখবিবরে প্রবেশ করাইতে লাগিল। সূতার তাল অর্দ্ধেক মুখে প্রবেশ করিয়াছে,—অর্দ্ধেক বাহিরে আছে, এই অবস্থায় মুখমধ্য হইতে ছুরী, কাঁচি, ব্রেক্‌, স্ক্রুপ, চকমকির ইস্পাত, চাবি, রিং ইত্যাদি অসংখ্য পদার্থ বাহির করিয়া এক স্থানে রাশীকৃত করিল। দর্শকবৃন্দ চিত্রিত পুত্তলিকাবৎ নীরব ও নিস্পন্দভাবে এই ব্যাপার দর্শন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঐন্দ্রজালিক আবার ঐ সকল বস্তু একৈক ক্রমে মুখমধ্যে প্রবেশ করাইয়া সূতার তালের অবশিষ্ট অর্দ্ধাংশও গিলিয়া ফেলিল। ইহারই নাম সূত্রক্রীড়া।

১২। প্রহেলিকা,—হিন্দি ভাষায় ইহাকে হিঁয়ালি কহে, এবং কথোপকথনে বঙ্গ ভাষায় ঐ হিঁয়ালি শব্দই চলিয়া গিয়াছে। ইহা একটী অপূর্ব্ব আমোদজনক কাব্যক্রিয়া। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের প্রকৃতিগত জাতীয় আমোদ-প্রমোদজনক ব্যাপার সকল ক্রমেই লোপ পাইতেছে। হিঁয়ালি, চিত্রকাব্য, যমক, পাদ-সমস্যাপূরণ প্রভৃতি এখন অসভ্যের কার্য্যমধ্যে পরিগণিত হওয়ায় অনাদৃত হইয়াছে। এখন উহার অনুশীলনে বৃথা

সময় নষ্ট হয়। বহির্মুখী জাতির সংসর্গে বাহ্যক্রিয়ারই আদর বাড়িতেছে। শরীরের বল ও স্বাস্থ্যসাধন উদ্দেশে স্কুলে স্কুলে ব্যায়ামের (gymnastics) আয়োজন দেখা যায়, কিন্তু আন্তরিক বল, স্বাস্থ্য ও স্ফূর্ত্তিবিধানের উপায় সকল অন্তর্হিত হইতেছে। স্কুল কালেজের শিক্ষাপ্রণালীর দ্বারা মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিনিচয়ের অনুশীলন হইতেছে বটে; কিন্তু তাহা কষ্ট ও বিরক্তির সহিত,—আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সহিত নহে। প্রহেলিকা একটী ঐ জাতীয় কার্য্য। উহার চর্চ্চায় আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সহিত মানসিক উন্নতি হইয়া থাকে। আমরা এই জন্য মধ্যে মধ্যে বামাবোধিনীতে প্রহেলিকা ও উহার উত্তর সঙ্কলন করিয়া থাকি। ভরসা করি, শ্রীপঞ্চমী মেলার কর্তৃপক্ষগণ প্রহেলিকার অনুশীলনবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন।

১৩। পুস্তকবাচন,—পুস্তকনির্ব্বাচন। উৎকৃষ্ট, অপকৃষ্ট, পাঠ্য অপাঠ্য, নৈতিক, অনৈতিক ইত্যাদি ক্রমে পুস্তকের শ্রেণীবিভাগ। ইহা রাজ্যের ও সমাজের একটী গুরুতর কার্য্য। কারণ পুস্তক পত্রিকাদি জনসমাজের প্রকৃত শিক্ষাগুরু। শিক্ষাগুরুর দোষ ও গুণ, শিক্ষাপ্রাপ্ত জনগণের চরিত্রে সংক্রামিত হয়। এইজন্য উৎকৃষ্ট পুস্তকের প্রচলন ও অপকৃষ্ট পুস্তকাদির অপ্রচলন বিষয়ে জনসমাজকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। বিগত কয়েক বর্ষ হইতে বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাদির নির্ব্বাচনবিষয়ে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট "স্কুলবুক রিভিশন্ কমিটী" স্থাপন করিয়াছেন। ঐ কমিটী দ্বারা মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয় সকলের জন্য পুস্তক নির্ব্বাচিত হয়। উচ্চ শ্রেণীর স্কুল ও কালেজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিণ্ডিকেট' পুস্তক নির্ব্বাচন করেন। তদ্বিষয়ে জনসাধারণের বিশেষ কর্ত্তব্য কিছুই নাই। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের পাঠ্য সামাজিক পুস্তকাদি নির্ব্বাচনের কোন উপায় নাই। এজন্য জনসমাজের অতিশয় অনিষ্ট হইতেছে। অশিক্ষিত ব্যবসাদারেরা এক মাত্র অর্থ উপার্জ্জন উদ্দেশে বিবিধ অসৎ পুস্তক প্রকাশ করিয়া দেশের সাতিশয় অনিষ্ট করিতেছে। অদ্যাপি অসংখ্য অশ্লীল পুস্তক সমাজে প্রচলিত আছে। ঐ সকল পুস্তক পাঠে মানুষের নৈতিক অধঃপাত ও কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয়। তদ্ভিন্ন ঐ সকল পুস্তক পাঠে কোন উপকার নাই। অথচ অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিগণের ঐ জাতীয় পুস্তকাদি পাঠের রুচি বিশেষ বলবতী দেখা যায়। এ জন্য প্রত্যেক স্থানের শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণের আপনাপন কর্ত্তৃত্বাধীন প্রদেশে প্রচলিত পুস্তকাদির প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। যাহাতে ঐরূপ অনিষ্টকর পুস্তকাদি ঐ সকল স্থানে বিক্রীত হইতে না পারে এবং যাহাতে উৎকৃষ্ট, সুপাঠ্য ও সচ্চরিত্র বিষয়ক পুস্তকাদির প্রচুর প্রচলন হয়, তাহার উপায় বিধান করা উচিত।

১৪। নাটিকাখ্যায়িকা দর্শন,—অভিনয় যাত্রা। আজ কাল অভিনয় ও যাত্রা

বুঝাইবার জন্য কোন কষ্ট নাই। বর্ত্তমান কালে অনেক ভদ্রলোক, উহা ব্যবসায়রূপে অবলম্বন করিয়াছেন। ঐ ব্যবসায় বিশেষ লাভজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা সামাজিক মঙ্গল সাধনের জন্য আবশ্যক, তাহা 'সকের' না হইয়া 'পেসাদারি' হওয়াই উচিত। যত দিন অভিনয় পেসাদারের হাতে না পড়িয়াছিল, তত দিন উহার উন্নতি হয় নাই। আমাদের স্মরণ হয়, যেন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন ঠাকুর বাবুদিগের বাটীতে একবার 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয় হইয়াছিল। তাহার দশ বার বৎসর পরে সাঁতরাগাছির বাবু কেদার নাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের অভিনয় হয়। তাহার পর, কোন্ সালে মনে হয় না, শিমলার শরৎ বাবু ও নেড়াগিরজার হরিদাস বাবাজী পেসাদারী অভিনয়ের সূত্রপাত করেন। তাঁহাদের রঙ্গমঞ্চের নাম "বেঙ্গল থিয়েটার।" এক্ষণে উহা "রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার" নাম ধারণ করিয়াছে। এই রঙ্গমঞ্চের অনুকরণে ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি থিয়েটারের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে থিয়েটারের যথেষ্ট উন্নতিও করিয়াছেন।

কাব্য দ্বিবিধ, দৃশ্য ও শ্রাব্য। যে সকল কাব্য নাট্যশালায় অভিনীত হয়, তাহাকে দৃশ্য কাব্য; এবং যে সকল কাব্য অধীত ও শ্রুত হইয়া থাকে, তাহাকে শ্রাব্য কাব্য কহে। শ্রাব্য কাব্য অপেক্ষা দৃশ্য কাব্য দ্বারা জনসমাজের অধিক উপকার হয়। কেননা, উহা দ্বারা গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করাতে দর্শকের মনে বিশেষরূপে ভাবসংস্থান হয়। এই ভাব সংস্থানই সমাজের ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিরাকরণ করে। রঙ্গমঞ্চের উৎকৃষ্ট চরিত্রের অভিনয় দর্শন করিলে দর্শকের তাহা অনুকরণ করিবার ইচ্ছা হয়। সমাজের কোন পদস্থ ব্যক্তি, কি উচ্চ কর্ম্মচারী রাজপুরুষ, কদাচারী হইলে, অভিনেতৃগণ অভিনয় দ্বারা তাঁহার কদর্য্য চরিত্র,- সাধারণের সমালোচনারূপ ক্রকচচক্রে (অথবা কুঁদের মুখে) পাতিত করেন। সেই খরধার করাত, বা কুঁদের আঘাতে তাঁহার বক্রভাব সরল হইয়া যায়। সাধারণে বলিয়া থাকে, "কুঁদের মুখে বাঁক থাকে না।"

শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণের কর্ত্তব্য, তাঁহারা মেলাচ্ছলে, দেশপ্রচলিত ও সর্ব্বত্র সুপরিচিত নাটক নাটিকা ও আখ্যায়িকার অভিনয় করাইবেন। যে সকল উৎকৃষ্ট আখ্যায়িকা শ্রাব্য কাব্যের আকারে আছে, তাহা নাটকাকারে পরিণত করাইয়া অভিনয় করিবেন। যে বৎসর, যে দেশে, সর্ব্বসাধারণের মনে যেরূপ ভাব সংস্থানের প্রয়োজন হয়, দেশকালপাত্রাভিজ্ঞ উৎকৃষ্ট কবি ও উৎকৃষ্ট সুলেখক দ্বারা তদনুরূপ নাটক নাটিকা প্রণয়ন করাইয়া অভিনয় করাইবেন। ইহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলার মধ্যে পরিগণিত।

১৫। কাব্যসমস্যা পূরণ,—ইহা একটী

বিশেষ আমোদজনক ও মানসিক উৎকর্ষ-সাধক কলা। ইহা দ্বারা চিন্তাশীলতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধি পায়। এই চিন্তাশীলতা ও মানসিক স্ফূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গেই প্রচুর আনন্দের অনুভূতি হয়। পূর্ব্বকালে ইহার সবিশেষ আদর ও অনুশীলন ছিল। "বিদগ্ধমুখমণ্ডল" "কবিতারত্নাকর" প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে উহার ভূরি ভূরি নিদর্শন দৃষ্ট হয়। পাঠক পাঠিকাগণের প্রীতি উদ্দেশে উহার দুই একটী উদাহরণ না দিয়া থাকা গেল না।

কবিতা, বা কবিতার পাদ পূরণার্থ প্রশ্নের নাম সমস্যাপূরণ। এই সমস্যাপূরণে সময়ে সময়ে কবিদিগের অসাধারণ শক্তি ও উপস্থিত বুদ্ধির নিদর্শন দেখা যায়। কোন সময়ে কবির প্রতি প্রশ্ন হইল,—

"ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্"(

"ভা+গী+রথী+ইতী+রসং+আশ্রিতানাম্।"

উত্তর,

"রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং
কৃষেভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদা ভয়ঞ্চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাম্
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্॥"

এই প্রশ্নোত্তরের মধ্যে কবির অপূর্ব্ব কবিত্বশক্তির লীলাখেলা আছে। প্রশ্নের প্রত্যেক পদ, কবিতার প্রত্যেক পদের উত্তর। সমগ্র প্রশ্ন চরণটী, কবিতার চরণের শেষ পদের উত্তর।

প্রশ্ন,—রবি কবি ও সমরের সার কি?

উত্তর,—ভা (দীপ্তি), গী (বাক্য), রথী।

প্রশ্ন,—কৃষিকার্য্যের ভয় কি? এবং ভৃঙ্গগণ কি খায়?

উত্তর,—ইতী (১), রস (পুষ্পমধু)।

প্রশ্ন,—কাহাদিগের সর্ব্বদা ভয় এবং কাহাদিগের সর্ব্বদা অভয়?

উত্তর,—আশ্রিত জনগণের সর্ব্বদা ভয়। (ক)

ভাগীরথীতীরসমাশ্রিত ব্যক্তিগণের সর্ব্বদা অভয়। (খ)

এ সকল ঘটনা প্রাচীন কালের। এতাদৃশ সমস্যাপূরণের শত সহস্র শ্লোক অধুনাতন কাব্যশাস্ত্রবিনোদী পণ্ডিতগণের কণ্ঠে কণ্ঠে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। মধ্যকালেও এ রসের স্রোতঃ এককালে বন্ধ হয় নাই। নদীয়ারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভা, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের সহিত উপমিত হইত। কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় সংস্কৃত কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, বাঙ্গলা কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, রসসাগর, হাস্যার্ণব প্রভৃতি কবিগণও উপস্থিত কবিত্ব ও সমস্যা পূরণ বিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাণেশ্বরের উপস্থিত কবিত্ব ও সমস্যা-পূরণ-ক্ষমতা অলৌকিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্যাপূরক প্রায় সমস্ত কবিই কিঞ্চিৎ সময় লইয়া সমস্যা পূরণ করিতেন, কিন্তু বাণেশ্বর প্রশ্ন করিবামাত্রই তৎক্ষণাৎ ভাবশুদ্ধ সুললিত কবিতায় উত্তর দিতেন।

কোন সময়ে বাণেশ্বর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের গৃহে বহু বৎসরের পর বিনা

(১) অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, শলভ (পঙ্গপাল), শুকাদি পক্ষী, এবং দেশ-আক্রমণকারী রাজা, এই ছয়টীকে ইতী কহে।

আহ্বানে রটন্তী পূজার দিন রাত্রিতে হঠাৎ উপস্থিত হইয়া দেবীর সম্মুখ-প্রাঙ্গনে নীরবে দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা সহসা তাঁহাকে দেখিয়া কহিলেন,—

"কিমদ্ভূতম্!"

বাণেশ্বর তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,—

শিবস্য নিন্দয়া যয়া ত্যক্তবপুঃ স্বকীয়কম্।
তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভূতম্॥"

মহারাজ, আমি যে অভিমানবশে কয়েক বৎসর আপনার রাজসভা ত্যাগ করিয়াছিলাম, অদ্য বিনা আহ্বানে হঠাৎ উপস্থিত হইয়াছি, তাহা অদ্ভূত নহে। যে দক্ষকন্যা সতী যে শিবের নিন্দামাত্র শ্রবণে স্বকীয় দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন,—সেই সতী মাতা সেই শিবের বক্ষে পদদ্বয় স্থাপন করিয়াছেন,—বিবেচনা করুন, ইহাই—

"কিমদ্ভুতম্!"

এখন আর এ রসের নাম গন্ধ নাই। যেমন নদী পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়া সমুদ্র অভিমুখে গমন করিতে করিতে বালুকাময় মরুভূমিতে উপস্থিত হইলে সেই জলস্রোতঃ বালুকায় বিলীন হইয়া বাহিরে অদৃশ্য হইয়া যায়, কিন্তু অন্তঃসলিলারূপে থাকে; সেইরূপ ঐ সকল কাব্য রসের স্রোতঃ, প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমানকালে আসিতে আসিতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতারূপ বালুকাময় ভূমিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে—অন্তঃসলিলারূপে অবশ্যই আছে। শ্রীপঞ্চমী মেলার নেতৃগণ বালুকাভূমির মধ্য হইতে ঐ অমৃতরসের স্রোতঃ পুনরায় বাহির করিবার চেষ্টা করুন।

(ক্রমশঃ)।

ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা।

ভারতবাসীর বিশ্বস্ততা চিরপ্রসিদ্ধ। এ বিষয়ে ভারতবাসী পৃথিবীর যে কোন সভ্য দেশের অধিবাসীদিগের সহিত স্পর্দ্ধা করিতে পারে। ভারতবর্ষীয়গণ আপনারা আপনাপন বিশ্বস্ততার গৌরব ঘোষণা করে নাই, আপনারা আপনাদিগকে প্রভুভক্ত বা বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হয় নাই, বা আপনারা আপনাদের গুণবর্ণনায় অপর দেশের অধিবাসীদিগের হৃদয় আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে নাই। তাহারা নীরবে যে গুণের পরিচয় দিয়াছে, অপর দেশের অধিবাসিগণ সেই গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাদিগকে শতগুণে মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছেন। অতি প্রাচীন কাল হইতে বিদেশীয় পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষীয়দিগের এই গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সমকালে গ্রীক্ দূত মেগাস্থিনিসের লেখনী হইতে ভারতবর্ষীয়দিগের এই গৌরবকাহিনী নিঃসৃত হইয়াছে। রাজাধিরাজ হর্ষবর্দ্ধন শীলাদিত্যের

সময়ে চীনদেশীয় ভ্রমণকারী হিউ-এঙ্ সঙ্ ভারতবর্ষীয়দিগের এই গুণ দেখিয়া, তাহাদের প্রতি নিরতিশয় শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টাব্দের শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে আজ পর্য্যন্ত সহৃদয়গণ ভারতবর্ষীয়দিগের এই গুণের প্রশংসা করিয়াছেন।

সম্পদের সময়ে অনেকেই অনেকের পরিতোষসাধনে অগ্রসর হইয়া থাকে, কিন্তু বিপদের সময়ে যাহারা আপনাদের জীবনের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অপরের সুখ-শান্তিবিধানে অগ্রসর হয়, তাহারাই জগতে মহাপুরুষ বলিয়া বরণীয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, সামান্য লোকে যৎকিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে যখন আপনাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রকাশ করে, তখন তাহারা মানবলোক অতিক্রম করিয়া, দেবলোকে স্থান পাইবার যোগ্য হয়। ভারতবর্ষীয়গণ এইরূপ বিশ্বস্ততাপ্রদর্শনেও কাতর হয় নাই। ইংরেজ ভারতবর্ষে আসিয়া যত বিপদে পতিত হইয়াছেন, তাহার মধ্যে ১৮৫৭ অব্দের সিপাহীযুদ্ধই প্রধান। এই যুদ্ধে ইংরেজকে যারপর নাই বিব্রত হইতে হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিদিন আত্মীয়-স্বজনের শোণিতস্রোত দেখিয়া দুঃসহ মর্ম্ম-যাতনায় অস্থির হইয়াছিলেন। তাঁহাদের সম্পত্তি পর-হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহাদের আবাসগৃহ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল, তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্র কন্যা তাঁহাদের সমক্ষেই কাতরভাবে দেহ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহারা প্রতি মুহূর্ত্তে সর্ব্বসংহারক কালের ভীষণ ছায়া দেখিয়া হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সঙ্কটকালে ভারতবর্ষীয়গণই তাঁহাদের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদের অপরিসীম প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়াছিল। দিল্লী ইংরেজের অধিকারচ্যুত হইলে ইংরেজ আত্মপক্ষের সৈনিকদল লইয়া উহা অবরোধ করেন। এই অবরোধের সময়ে ইংরেজের কষ্টের একশেষ হইয়াছিল। এ সময়ে ভারতবর্ষীয়গণ সহায় না হইলে ইংরেজ কখনও দিল্লীর নিকটে স্থিরভাবে থাকিতে পারিতেন না। যাহাদের স্বদেশীয়গণ উত্তেজনায় অধীর হইয়া, ইংরেজকে এইরূপ বিপদে ফেলিয়া দিয়াছে, ইংরেজ তাহাদের অপূর্ব্ব বিশ্বস্ততা, প্রীতিস্নিগ্ধ মধুর ভাব, এবং অসামান্য দয়াশীলতা দেখিয়া বিস্ময় সহকারে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, এ স্থলে সংক্ষেপে তাহাই বর্ণিত হইতেছে।

দিল্লীর অবরোধসময়ে ভারতবর্ষীয়গণ প্রয়োজনীয় কার্য্যসম্পাদনে ইংরেজের একমাত্র সহায় ছিল। ইংরেজ পদাতিক, ইংরেজ অশ্বারোহী, বা ইংরেজ কামান-রক্ষকগণ যুদ্ধস্থলে বীরত্ব দেখাইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতবর্ষীয়েরা না থাকিলে তাহারা একান্ত নির্জ্জীব হইয়া পড়িত। তাহাদের সাহায্য ব্যতীত আহার বা পানীয় সংগ্রহে কোন সুবিধা হইত না। যাঁহারা দিল্লীর যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে একজন সহৃদয় লেখক উল্লেখ করিয়াছেন যে, ইংরেজ শিবিরে প্রত্যেক ইউরোপীয়ের জন্য দশ

জন করিয়া ভারতবর্ষীয় ছিল। কামান-রক্ষক দলে ভারতবর্ষীয়দিগের সংখ্যা ইউরোপীয়দিগের সংখ্যার চারি গুণ ছিল। অশ্বারোহী দলে প্রতি অশ্বের জন্য দুই জন করিয়া ভারতবর্ষীয় কার্য্য করিত। ইহাদের অভাবে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এইরূপে ভারতবর্ষীয়গণ শিবিরস্থিত ইউরোপীয়দিগের যেরূপ সেবা শুশ্রূষা করিত, সেইরূপ উক্ত সৈনিকদলের ঘোড়াগুলিকে ঘাস দানা দিত, কামানগুলি যথাস্থানে লইয়া যাইত, পীড়িত ও আহতদিগকে চিকিৎসালয়ে লইয়াগিয়া তাহাদের শুশ্রূষায় ব্যাপৃত থাকিত। এই সকল কার্য্যে তাহাদের কোনরূপ অমনোযোগ লক্ষিত হইত না। কোনরূপ বাধা বা বিঘ্নে তাহারা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যসম্পাদনে নিরস্ত থাকিত না। তাহারা বিপক্ষের গোলাবৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিত না, বিপক্ষের তরবারির সঞ্চালনে ভীত হইত না, বা বিপক্ষের বলাধিক্য দেখিয়া, আপনাদের অল্পসংখ্যক বিদেশীয় প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ততা প্রদর্শনে পরাঙ্মুখ হইত না। দিল্লীর যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন সৈনিক পুরুষ লিখিয়াছেন, "একদা যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে আমার কামানসমূহ ব্যূহের পার্শ্বভাগে আনীত হইয়াছিল। আমি গোলাবৃষ্টি করিয়া, বিপক্ষদিগকে অগ্রসর হইতে বাধা দিয়াছিলাম। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে ডুলিতে করিয়া পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। আমার একজন ভারতবর্ষীয় কামান-পরিচালকের পায় গুলি লাগিয়াছিল ; ইহাতে তাহার হাঁটুর নীচের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। যে সকল ঘোড়ার দ্বারা কামান পরিচালিত হইতেছিল, এই আহত ব্যক্তি তৎসমুদায়ের একটির উপর অধিষ্ঠিত ছিল। আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া, কামান থামাইতে বলিলাম এবং তাহাকে ঘোড়া হইতে নামাইতে চাহিলাম। সে কহিল, "কুচ পরওয়া নেহি সাহেব"—আমি যদি পীড়াপীড়ি করিয়া তাহাকে ঘোড়া হইতে না নামাইতাম এবং ডুলিতে না তুলিয়া দিতাম,তাহা হইলে সে ঘোড়ার উপরেই থাকিত। আমার যে সকল ভারতীয় লোক ছিল, তাহারা এই ভাবে তেজস্বিতার পরিচয় দিয়াছিল।"

যৎসামান্য অর্থের বিনিময়ে এতদ্দেশীয়গণ এই দুঃসময়ে ইউরোপীয়দিগের প্রতি এইরূপ প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততা দেখাইয়াছিল। তাহারা আপনাদের চিরাভ্যস্ত প্রশান্ত ভাব হইতে বিচলিত হয় নাই, বিপ্লবে প্রমত্ত হইয়া ইউরোপীয়দিগের শোণিতে আপনাদিগের হস্ত কলঙ্কিত করে নাই, বা বাহিরে সৌজন্য ও সদাচারের পরিচয় দিয়া, নৃশংসভাবে কৃতঘ্নতা দেখাইতে উদ্যত হয় নাই। তাহাদের স্বদেশীয়গণ যখন গভীর উত্তেজনায় অধীর হইয়াছিল, তখন তাহারা নিরীহভাবে আপনাদের বিদেশীয় প্রভুর কার্য্যসাধনে তৎপরতা প্রকাশ করিয়াছিল। যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইব বলিয়া তাহারা যে কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিল, সে কর্ম্ম সম্পাদনে তাহাদের কখনও ঔদাস্য

দেখা যায় নাই। তাহারা উপস্থিত বিপ্লবকে জাতীয় সমুত্থান বলিয়া মনে করে নাই. বিপ্লবে উৎপন্ন স্বজাতীয়ের প্রতিও তাহারা সমবেদনা প্রকাশে উদ্যত হয় নাই। তাহারা অর্থের বিনিময়ে ভৃত্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল. এবং যথাসময়ে নির্দ্দিষ্ট অর্থ পাইয়া, বিদেশীয় প্রভুর প্রতি সন্তুষ্ট ও বিশ্বস্ত ছিল। তাহাদের এই নিত্য সন্তোষ কথনও বিলুপ্ত হয় নাই, তাহাদের এই ভৃত্যভাবও অবিশ্বস্ততা বা অশ্রদ্ধায় কলঙ্কিত হয় নাই।

(ক্রমশঃ)।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

স্ত্রীরোগ।

গর্ভস্রাবের আশঙ্কা উপস্থিত হইলে ২।১ রতি হিঙ্গু জল সহ সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

যে নারীর রজোদর্শন হয় না, সে দূর্ব্বাদল ও আতপ তণ্ডুল সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। তাহাতে উপকার দর্শিবে।

ভলক তণ্ডুলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অধিক শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

পেটারি বৃক্ষের পত্রের সহিত মাসকলাই চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া কদলীপত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিলে অধিক শোণিতস্রাব নিবারিত হয়।

কাঁটির মূল, যষ্টিমধু এবং শ্বেতচন্দন সম পরিমাণে লইয়া একত্র পেষণ করত তণ্ডুলোদকের সহিত পান করিলে নারীগণ রক্তস্রাব রোগ হইতে মুক্ত হয়।

লজ্জাবতী লতার মূল কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভিণী সুখে প্রসব করিতে পারে।

দশমূলের কাথ ঘৃত ও সৈন্ধব সহ পান করিলে তৎক্ষণাৎ সুখপ্রসব হয়।

বৃষ্টিকালীন যে কয়কা বা শিল নিপতিত হয়, তাহা মৃত্তিকাতে গুলিয়া বটিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। সেই বটিকা গুলিয়া স্তনে প্রলেপ দিলে ঠুন্‌কা আরাম হয়।

কদম্ব বৃক্ষের ফল মধুর সহিত পেষণ করিয়া আমানীর সহিত যথাকালে পান করিলে নারীগণের বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারিত হয়।

পিপ্পলী, নাগকেশর, আদা, কণ্টিকারী ও মরিচ এই সকল দ্রব্য সমভাগে গব্য ঘৃতের সহিত পান করিলে বন্ধ্যাত্ব দোষ বিনষ্ট হয়।

গব্য দুগ্ধ ও শর্করা পান করিলে গর্ভের শুষ্কতা দোষ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধা, ঘৃত ও জলের সহিত শয়নকালে পান করিলে বন্ধ্যাত্ব দোষ নিবারিত হয়।

অশ্বগন্ধার মূল, মহিষ-দুগ্ধের সহিত

পেষণ করিয়া এক সপ্তাহ ১ তোলা পরিমাণে প্রতিদিন সেবন করিলে কাক-বন্ধ্যা নারী গর্ভধারণের উপযুক্ত হয়।

শর্করা, আঙ্গুর ফলের ক্বাথ, মধু ও নীলোৎপল, এই সকল দ্রব্য গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে অকালজনিত গর্ত্ত-বেদনার শান্তি হয়।

অশোকফুলের পাতা এক ছটাক, ঐ ছাল এক ছটাক ও শিকড় এক ছটাক, এই তিন দ্রব্য এক সঙ্গে মিলাইয়া অর্দ্ধ সের জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইবে। এই জল ২।৩ দিন যে স্ত্রীলোকের ঋতুসময়ে জ্বর হইয়াছে তাহাকে খাওয়াইলে জ্বর আরাম হয়।

দ্বিতীয় মাসে গর্ত্তবেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল, পদ্মমৃণাল, যষ্টিমধু, কাঁকড়াশৃঙ্গী, এই সকল দ্রব্য গব্য দুগ্ধে পেষণ করিয়া পান করিবে।

তৃতীয় মাসে গর্ত্তবেদনা উপস্থিত হইলে রক্তচন্দন, বচ, কুড়, মৃণাল, পদ্মকেশর, এই সকল দ্রব্য শীতল জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

চতুর্থ মাসে মৃণাল, গোক্ষুর ও কেশর এই সকল দ্রব্য গব্য দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া পান করিবে।

পঞ্চম মাসে বৃহতী, কণ্টিকারী, যজ্ঞডুম্বুর, কটফল, দারুচিনি ও গব্য ঘৃত গব্য দুগ্ধের সহিত বাটিয়া পান করিবে।

শর্করা ও কতবেলের শাঁস শীতল জলে পেষণ করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে ষষ্ঠ মাসের বেদনা নিবৃত্ত হয়।

যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, পাণিফল, কেশুর ও মৃণাল, এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া শর্করা ও দুগ্ধের সহিত পান করিলে সপ্তম মাসের বেদনা প্রশমিত হয়।

যষ্টিমধু, পদ্মকাষ্ঠ, মুথা, কেশুর, গজপিপুলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া গব্য দুগ্ধের সহিত পান করিলে অষ্টম মাসের গর্ভ-বেদনার শান্তি হয়।

যষ্টিমধু, শ্যামালতা, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকোলী, এই সকল দ্রব্যের সহিত দুগ্ধ পাক করিয়া পান করিলে নবম মাসের গর্ভ-বেদনার শান্তি হয়।

প্রসূতির স্তন্য দুগ্ধের আধিক্য হইলে তাহা অত্যন্ত কষ্টকর, এমন কি তাহাতে জ্বরাদি রোগ পর্য্যন্ত হইতে পারে। দুগ্ধ কমাইতে হইলে স্তনের বোঁটাতে ও স্তনের যে পর্য্যন্ত কাল দাগ থাকে, সেই সমস্ত ভাগে উত্তম মেটেল বা আটাল মৃত্তিকা গুলিয়া লেপ দিবে। ৩।৪ দিন দিলে দুগ্ধ কমিয়া যাইবে, প্রসূতির আর কষ্ট হইবে না।

শিশুর স্তন্য পান করা বন্ধ করিতে হইলে তিক্ত খদির গুলিয়া স্তনের বোঁটাতে ও একটু উপর পর্য্যন্ত মাখাইতে হইবে। শিশু স্তনে মুখ দিলেই ঐ তিক্তাস্বাদ পাইয়া আর স্তন্যপান করিবে না, আর ইহাতে তাহার কোন অপকার হইবে না।

এক তোলা তুলসীপত্রের রস চিনির সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে রক্তপ্রদর বা রক্তস্রাব নিশ্চয় আরাম হইবে।*

* এই ঔষধ বায়া পাঁচন ও মুষ্টিযোগ সংগ্রহকারের পিতামহী বিস্তর রোগী আরোগ্য করিয়াছেন।

নব বর্ষের চিন্তা।

১। প্রকৃতি নবজীবনের আদর্শস্থল। ইহার মত বৃদ্ধা আর কে আছে? কিন্তু ইহার মত নবযৌবনাও আর কেহ নাই। সংবৎসরের উত্তাপ, ঝঞ্ঝাবাত, বৃষ্টি ও শীত-নিহারে যে প্রকৃতি শুষ্ক ম্লান ও নির্জীব হইয়াছিল, বসন্তসমাগমে তাহার কি সৌন্দর্য্য, দীপ্তি ও সজীবতা!

ঈশ্বর প্রেমরসে মত্ত বৃদ্ধ ও চির-নবীন।

২। "ত্যজ দুর্জন-সংসর্গং ভজ সাধুসমাগমং।
কুরু পুণ্যমহোরাত্রং স্মর নিত্যমনিত্যতাং॥"

দুর্জনসংসর্গ পরিত্যাগ কর, সাধুসঙ্গ কর, অহোরাত্র পুণ্য অনুষ্ঠান কর, নিত্য অনিত্যতা স্মরণ কর।

৩। তোমার দৃষ্টি একাগ্র হউক, ঈশ্বরের গৌরববর্দ্ধনই তোমার একমাত্র উদ্দেশ্য হউক।

৪। কি আহার কর, কি পান কর, কি যে কোন কার্য্য কর, সকল কার্য্যই ঈশ্বরের গৌরবের জন্য কর।

৫। সত্য সত্যই তোমাকে বলিতেছি, মানব পুনর্জন্ম প্রাপ্ত না হইলে ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না।

৬। পিতামাতার ঔরসজাত সন্তান পশু, ঈশ্বরজাত সন্তানই দেবতা।

৭। যে প্রেমিক সে ঈশ্বরজাত।

৮। সত্যপরায়ণ ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।

৯। পবিত্রহৃদয় ব্যক্তি ঈশ্বরজাত।

১০। সৎকর্ম্ম-নিরত লোক ঈশ্বরজাত।

১১। যে ব্যক্তি ঈশ্বরজাত, তাহার মতি অসত্য, অন্যায় ও অধর্ম্মের দিকে যায় না।

১২। যে ঈশ্বরজাত, সে ধর্ম্মদ্বারা সংসারকে পরাজয় করে।

১৩। যে ঈশ্বরজাত সে ব্রহ্মতেজে রিপুকুলকে ভস্মসাৎ করে।

১৪। যে ঈশ্বরজাত সে ঈশ্বরে বাস করে, ক্রীড়া করে এবং জীবনের সমুদায় আনন্দ ভোগ করে।

১৫। সংসারের স্রোতে গা ঢালিয়া চলিও না, কিন্তু আত্মাকে সংসারের প্রতিকূলগামী হইতে শিক্ষিত কর।

১৬। সংসার তোমাকে যেন তাহার অনুগত না করে, কিন্তু তোমার আত্মার দেবভাব দ্বারা সংসারকে পরিবর্ত্তিত ও রূপান্তরিত কর।

১৭। দ্বিজাত ব্যক্তির নিত্য নূতন ভাবে থাকিবার চেষ্টা অবশ্যক।

১৮। ব্রহ্মাগ্নির সহিত যাহার প্রাণ সংযুক্ত, সে সর্ব্বদা ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান্ হইবে।

১৯। "যদ্দুস্তরং যদ্দুরাপং যদ্দুর্গং যচ্চ দুষ্করং।
তৎ সর্ব্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমং॥"

যাহা দুস্তর, যাহা দুষ্প্রাপ্য, যাহা দুর্গম এবং যাহা দুষ্কর, সে সমস্তই তপস্যাসিদ্ধ। তপস্যাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না।

২০। জীবন উন্নতি ; যেখানে উন্নতি নাই, সেখানে জীবন নাই—মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে জানিতে হইবে।

২১। "ঈশ্বর জীবদিগকে অতি সুন্দর, অতি মহৎ ও উন্নতিশীল করিয়া সৃজন করিয়াছেন—সে এই জন্য যে তাহারা পৃথিবীকে উন্নতিশীল করিবে, পুরাতন হইতে দিবে না, মৃত হইতে দিবে না, দূষিত ও পূতিগন্ধময় হইতে দিবে না, কিন্তু চিরজীবন্ত করিবে, চির-লাভজনক করিবে এবং ইচ্ছানুরূপ সুন্দর রাজ্যে পরিণত করিবে। এই জন্য যে মৃত ব্যক্তিরা পুনরুত্থান করিবে এবং জীবিতেরা সেই অমরত্ব লাভ করিবে যাহা দ্বারা ইচ্ছানুসারে পৃথিবীকে উন্নত করিতে পারে।"

২২। বালুকণার ন্যায় ক্ষুদ্র বীজের মধ্যে বিশাল বটবৃক্ষ লুক্কায়িত আছে, ক্ষুদ্র মানবাত্মাতে কি অনন্ত মহত্ত্ব নিহিত আছে কে বলিবে ?

২৩। ঈশ্বর-বিশ্বাসী চির-আশান্বিত, চির-উৎসাহবান্ ও চির-উন্নতিশীল।

আনন্দ-গীতি।*

মিশ্র কাফি—একতালা।

সুখদা পূর্ণিমা নিশা,
সুধা-মাখা ভূমণ্ডল,
কনক চন্দ্রমা-ভাসে
সরসে কুমুদ হাসে,
পাপিয়া গাহিছে গান,
উছলিয়া নভস্তল ;
বাসন্তী রাণীর মেলা,
ফুটিছে গোলাপ বেলা,
ভাসিছে মলয়ানিলে
পারিজাত-পরিমল !
আনন্দ ঢালিছে রাকা,
বসুধা আনন্দ-মাখা,
দশ দিক্ সুধাস্নাত,
হাসি-ভরা নিরমল !
এ শুভ মাহেন্দ্র ক্ষণে
পশিতেছে দুই জনে
বিধাতার প্রেম-ধামে—
চির-আনন্দের স্থল।
যাচি ইহাদেরি তরে
বিধি-পায় যোড়করে,—
এ সুখ মিলনে হোক্
চিরদিন সুমঙ্গল ;
এ বিশ্বাস, এই প্রীতি,
এ অমৃত-মাখা স্মৃতি,
এ আনন্দ, এ উত্তম
থাক্ চির সমুজ্জ্বল ;

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাস এবং শ্রীমতী কুমুদিনী কাস্তগির বি এ-র শুভ বিবাহোপলক্ষে—৫ই বৈশাখ ১৩০৪ বঙ্গাব্দ।

গাহিয়া একই গান
এক সাথে দুটী প্রাণ
বিশ্ব-প্রেম-সিন্ধু পানে
যাক্ চলি অবিরল;
যেন সত্যসুখ মধু
লভি এই "বর-বধূ"
"প্রেম পরিবার" রূপে
ধরা করে সুশীতল।

কনকাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

ধর্ম্ম ধার্ম্মিককে রক্ষা করে।

সত্য ও ধর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে হইলে পদে পদে যে দুঃখ বিপত্তি ভোগ করিতে হয়, অপরিণামদর্শী লোক সেই দুঃখ বিপত্তি হইতে মুক্ত হইবার আশাতেই ধর্ম্মভ্রষ্ট ও সত্যচ্যুত হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল ব্যক্তি যে আপদ হইতে মুক্ত হইবার আশা করে, প্রায়ই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না; অধিকন্তু অসত্য পথ আশ্রয় করিয়া পদে পদে বিপদ্‌গ্রস্ত হয় এবং অশান্তিতে জীবন অবসান করে। ঈশ্বর-বিশ্বাসিগণ ভ্রমেও অসত্য পথ অবলম্বন করেন না। সম্পদে হউক, আর বিপদেই হউক, তাঁহারা জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হন না; সংসারের শত কশাঘাত উপেক্ষা করিয়া স্থির অচঞ্চল-হৃদয়ে সত্য ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলেই আপনাদিগকে পরম কৃতার্থ জ্ঞান করেন।

পূর্ব্বকালে থাড়ীনামক নগরে রাজা গোপীচন্দ্র এক প্রকার স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। রামচন্দ্র তাঁহার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্রী। "সকল সময় সত্যাচরণ করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত নহে।" রাজার এই কথা শুনিয়া রাজমন্ত্রী দুঃখিতহৃদয়ে কহিয়াছিলেন,—"মহারাজ! আপনি যে কথা ব্যক্ত করিলেন, তাহা চিন্তা করিতেও আমার ইচ্ছা হয় না। সত্যময়ের রাজ্যে বাস করিয়া সত্যের আলোক লাভ করিয়া যে ব্যক্তি সত্যাচরণ করিতে না পারে, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য।" রাজা মন্ত্রীর কথায় স্তম্ভিত হইলেন। মন্ত্রীর সত্যনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার প্রবলেচ্ছা তাঁহার মনে উদিত হইল।

গোপীচন্দ্র মিথ্যা দোষারোপ করিয়া মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিলেন এবং তাঁহার সমুদায় ধনসম্পত্তি রাজকোষভুক্ত করিয়া লইলেন। রামচন্দ্র আপন প্রাসাদতুল্য গৃহ হইতে বিতাড়িত ও অতুল ধনৈশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি অবিচলিতচিত্তে কর্ত্তব্যবোধে সামান্য মজুরী করিয়া স্ত্রী পুত্রের গ্রাসাচ্ছাদন সংকুলান করিতে লাগিলেন। রাজাজ্ঞাক্রমে দুষ্ট লোকেরা তাঁহাকে দুষ্ট পরামর্শ

দিতে লাগিল। কিন্তু যাঁহার হৃদয় সত্যের আলোকে বিভাসিত, যিনি ধর্ম্মের সূক্ষ্ম পন্থার মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাকে বিপথগামী করা কাহার সাধ্য? রামচন্দ্র খাঁ দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ উপেক্ষা করিয়া, নীরবে ধর্ম্ম ও সত্যের সেবায় দিনপাত করিতে লাগিলেন। সংসারের কণ্টকরাশি তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে গিয়া ভগ্ন হইয়া পড়িল।

রাজার গুপ্ত আজ্ঞাক্রমে আর কেহ রামচন্দ্রকে দিয়া মজুরী করাইল না। এক দিন তাঁহারা সপরিবারে অনাহারে রহিলেন। দ্বিতীয় দিবস রামচন্দ্র অনন্যোপায় হইয়া ভিক্ষা জন্য বহির্গত হইলেন। কিন্তু তাহাও মিলিল না। সমস্ত দিন বৃথা পর্য্যটনের পর ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে পথিপার্শ্বস্থিত একজন দোকানদার তাঁহাকে কিঞ্চিৎ চাউল ভিক্ষা দিল। রামচন্দ্র ধীরভাবে তাহা গ্রহণ করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি উহা রন্ধনার্থ স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে প্রদান করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চাউলের সহিত কয়েক খণ্ড সুবর্ণ রহিয়াছে। রামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীয় বুভুক্ষিত প্রিয়তমার অঞ্চল হইতে গ্রহণ করিয়া কহিলেন, "প্রিয়ে! দোকানদার বোধ হয় ভুলক্রমে আমাকে কয়েক খণ্ড স্বর্ণ দিয়াছে। যাহা হউক, তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি এই চাউল ও সুবর্ণ গ্রহণ করিতে পারিতেছি না।" তাঁহার কথা শুনিয়া পত্নী কহিলেন, "ভাল স্বর্ণ কয়েক খণ্ড আপনি রাখিয়া দিন, আমি ঐ চাউলগুলি রন্ধন করিয়া আনি। দোকানদার ভুলক্রমে স্বর্ণই না হয় দিয়াছে, চাউলত ভুলক্রমে দেয় নাই। কল্য অবধি পুত্রকন্যা উপবাসী আছে, আপনিও কিছু আহার করেন নাই।" মন্ত্রী কহিলেন "প্রিয়ে! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর, আমি এখনই ফিরিয়া আসিব।" এই বলিয়া তিনি চাউল লইয়া দোকানদারের কাছে ফিরিয়া গিয়া কহিলেন, "দেখ বাপু! তুমি আমাকে যে চাউল দিয়াছিলে, তাহার সহিত কয়েক খণ্ড স্বর্ণ আছে। বোধ হয় ভুলক্রমে উহা আমাকে দিয়া থাকিবে। ঐ চাউল ফিরাইয়া লইয়া অন্য চাউল আমাকে দাও।" দোকানদার যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি সোণা! কোথায় পাইলে? চাউলের সহিত স্বর্ণ দিব কেন?" রামচন্দ্র বলিলেন, "না বাপু, এ তোমারি, তুমি গ্রহণ কর।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময়ে একজন রাজপুরুষ তথায় উপস্থিত হইয়া চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়া রামচন্দ্রকে ধরিল।

রামচন্দ্র রাজসমীপে উপনীত হইলেন। রাজা মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন, "তোমার চাউলে কত খণ্ড স্বর্ণ আছে?" রামচন্দ্র অনুদ্বিগ্নভাবে কহিলেন, "তাহা জানি না, গণি নাই।" রাজা সমীপস্থ এক ব্যক্তিকে উহা হইতে স্বর্ণখণ্ডগুলি বাছিয়া লইতে বলিলেন। সে উহা বাছিয়া রাজসমীপে প্রদান করিল। রাজা সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সস্নেহে

রামচন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিলেন, "মন্ত্রিবর, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার মত সাধু ব্যক্তিকে দেখিলেও মানব পবিত্র হয়। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কত যন্ত্রণাই প্রদান করিয়াছি! আর পরীক্ষা করিতে হইবে না, তুমি মূর্ত্তিমান্ অগ্নি, তোমার স্পর্শে অঙ্গারও জ্যোতির্ম্ময় হয়, কিন্তু তুমি মলিন হও না।"

রামচন্দ্র পুনর্ব্বার ধন সম্পদ লাভ করিলেন; যে অট্টালিকা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, তাহাতে বাস করিতে লাগিলেন; রাজাজ্ঞাক্রমে পুনর্ব্বার মন্ত্রি-পদও গ্রহণ করিলেন।

রামচন্দ্র নিঃস্ব অবস্থা হইতে আবার রাজযোগ্য পদে উন্নীত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। তিনি যে ঈশ্বর-বিশ্বাসী, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতী, তাহাই রহিলেন। তিনি যথার্থই স্থিতধী,

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধী মুনিরুচ্যতে।

শ্রীমন্মথনাথ সিংহ।

নামিকে আমি কর।*

"নাহং" কে "অহং" করার কথা হইতেছে। এই সংসারে যাহা কিছু দেখিবে, কিছু শুনিবে, কিছু বুঝিবে, কিছু বলিবে, কিছু করিবে, যতই বল, যাহা তোমার নিজস্ব ছিল না, তাহাকে নিজস্ব করিয়া লওয়া উহার তাৎপর্য্য।" ভূদেব-উক্তি।

পৃথিবী মানুষের চির-বাসস্থান নহে। দিন কয়েকের জন্যই মানুষ ইহাতে আইসে। সেই কয় দিন আমোদে প্রমোদে সুখসচ্ছন্দে যাপন করাই বিধাতার নির্ব্বন্ধ। সেই জন্য মনুষ্যের সকল চেষ্টাই সুখোন্মুখী। মানুষের এই সুখ, পাঁচ জন মানুষ লইয়া। মানুষের যত আত্মীয়তা, ঘনিষ্ঠতা, সম্বন্ধ, কুটুম্বিতা বৃদ্ধি পায়, ততই ভাল,—ততই সুখের পথ প্রশস্ত হয়। জ্ঞাতি কুটুম্ব, ইহাঁরা ত চির দিনই আমোদ আহ্লাদের বন্ধু আছেন এবং থাকিবেন। যাঁহাদের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই, তাঁহাদিগকেও আপনার করিয়া লইতে হইবে। উদার-চরিত ব্যক্তিগণ তাহাই করিয়া থাকেন।

"উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।"

যাঁহারা নিতান্ত স্বার্থপর, লঘুচিত্ত এবং স্বার্থের বিস্তৃতিই যে পরার্থ, তাহা বুঝেন না, তাঁহারাই পরকে আপন করিতে চাহেন না। কিন্তু সুখের লোভে, প্রকৃতির টানে "নাহং" কে "অহং" না করিয়াও থাকিতে পারেন না। এই জন্যই জনসমাজের মধ্যে "পাতান সম্বন্ধের" সৃষ্টি হইয়াছে। সম্বন্ধ পাতানর প্রবৃত্তি পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীগণে বল-বতী। রমণীগণের মধ্যে 'সই', 'মকর', 'মিতিন', 'গঙ্গাজল', 'গোলাপফুল',

* ন+আমি=নামি অর্থাৎ নাহং এবং আমি=অহং।

'বেগুনফুল','খোঁপার ফুল', 'চৈৎ বৈশাখের গামছা', (আজি কালি সহর অঞ্চলে) 'আতর', 'গোলাপ', 'ল্যাবেণ্ডার', 'পোমেটম্' ইত্যাদি ইত্যাদি অসংখ্য সম্বন্ধসূচক বিচিত্র নামের সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষগণ, স্ত্রীগণের এরূপ সম্বন্ধ পাতান ব্যাপারে তাদৃশ সন্তুষ্ট নহেন, বরং কিঞ্চিৎ বিরক্তই হইয়া থাকেন। কিন্তু আপনারাও ঐ বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন থাকিতে পারেন না। তাঁহাদের মধ্যেও, 'বন্ধু', 'সাঙাৎ', 'মিতে' 'মিত ভাই' 'বামন খুড়ো' ইত্যাদি কৃত্রিম সম্বন্ধসূচক নাম আছে। বিবাহকালে যে 'মিতবর' এবং 'মিতকন্যা' দেখা যায়, তাহাও ঐরূপ সম্বন্ধসূচক নাম। ইংরাজ-দিগের মধ্যেও উহা আছে। যেমন ব্রাইড্স্ ম্যান্' 'ব্রাইডস্ মেড্' বর কন্যার স্বজন ও স্বজনী।

সুখের লালসায়, নৈসর্গিক চেষ্টায় জন-সমাজের মধ্যে যে সকল ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়া বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কোন ক্রমে উপেক্ষার বিষয় নহে। বরং তাহাতে কিছু কিছু জানিবার শুনি-বার ও করিবার আছে। যখন দেখা যাইতেছে, এই সম্বন্ধ-পাতান ব্যাপারটী ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তখন উহা উপেক্ষার বিষয় নহে। বঙ্গদেশে যেরূপ সম্বন্ধ পাতান হইয়া থাকে, তাহা বলিয়াছি। রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের 'রাখীবন্ধ ভাই' সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ঐরূপ ভাই পাতান, ঐ সকল দেশে একটী বিশেষ সমৃদ্ধিজনক পর্ব্বাহবিশেষ। জৈন মতাব-লম্বী জসোয়লদিগের মধ্যেও "ভাই" পাতান হইয়া থাকে। এই ভাই পাতানর উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁহারা 'ভাই' বলিয়া অসংখ্য অজ্ঞাতকুলশীল নিরাশ্রয় নিরন্ন ব্যক্তি প্রতিপালন করিয়া থাকেন।

জ্ঞাতি, কুটুম্বগণকে স্বজন মনে করিয়া, তাঁহাদিগের সুখ দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করতঃ তত্বাদি প্রেরণ, ভোজদান, সময়ে সময়ে সাধ্যানুরূপ সাহায্যকরণ যেমন আবশ্যক, কৃত্রিম স্বজনগণের প্রতিও সেই-রূপ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু কুটুম্বিতায় ও কৃত্রিম স্বজনতায় একটু পার্থক্য আছে, তাহা বিশেষ মনোযোগের বিষয়। বিশেষতঃ যে সকল পরিবারে ঐরূপ কৃত্রিম স্বজনতার সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সকল পরিবারের কর্ত্তাদিগের উহা আর কোন রূপেই উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না। যাহাতে উহার শুভ ফল ঘটিতে পারে, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রণয়-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া বিমল আনন্দ অনুভব করাই পাতান সম্বন্ধের উদ্দেশ্য। কিন্তু কুটুম্বিতার সহিত উহা মিশাইয়া ফেলিলে উহা হইতে শুভ ফল সকল উৎপন্ন না হইয়া অনিষ্টই হইয়া থাকে। রমণীগণ কুটুম্বিতা ও কৃত্রিম স্বজনতার পার্থক্যটুকু প্রায়ই বুঝিতে পারেন না। তাঁহারা প্রায়ই উহাকে কুটুম্বিতায় পরিণত করিয়া ফেলেন এবং কুটুম্বিতা করিতেই তাঁহাদের আমোদ বেশি। এজন্য কর্ত্তাকে, আপন বন্ধু বান্ধবের সহিত ব্যবহার দ্বারা গৃহিণীকে শিক্ষা দিতে হইবে। গৃহিণীর সই, মকর

মিতিন, গঙ্গাজল আদিকে সেই সেই নামে ডাকিতে হইবে। বড় বড় রোহিত মৎস্য, হাঁড়ীপোরা সন্দেশ, ঢাকাই ও বারাণসী কাপড় ভিন্ন কুটুম্ব বাড়ীর তত্ত্ব হয় না। কিন্তু পুকুরের চুনো মাছ, বা ২।৫ খানা কোটা মাছ, ও বাড়ীর গাছের ফল ফুলরি, নিজ বাগানের শাক্ সবজি দিয়া বন্ধুর বাড়ী তত্ত্ব করা চলে। মিত্রকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ আয়োজন করা নিষেধ। ঘরে ঘরে নিত্য যেরূপ খাওয়া দাওয়া হইয়া থাকে, মিত্রকে হঠাৎ ডাকিয়া এক সঙ্গে বসিয়া তাহাই খাওয়ান উচিত। প্রণয়াস্পদ স্বজনকে বাড়ীর বড় বড় ক্রিয়া কাণ্ডে নিমন্ত্রণ না করাই ভাল। যদিই নিমন্ত্রণ করা হয়, তাঁহাদের হাতে কোন কার্য্যের ভার দিতে নাই। দিলে কুটুম্ব, জ্ঞাতি-গণের অভিমান হয়। তাহাতে মঙ্গল না হইয়া দ্বেষ, হিংসাদির উৎপত্তি হয়। ক্রিয়া কাণ্ডের অধ্যক্ষতা, জ্ঞাতি কুটুম্বগণের হস্তে অর্পণ করাই উচিত। বৃহৎ বৃহৎ ক্রিয়া কাণ্ড ভিন্ন, প্রীতি-ভোজাদিতে কৃত্রিম স্বজনগণকে আহ্বান করিতেই হইবে এবং সে সকল স্থলে তাঁহাদিগকেই সর্ব্বময় কর্ত্তা করিতে হইবে। কৃত্রিম স্বজনগণের প্রতি কর্ত্তার এইরূপ ব্যবহার দেখিতে দেখিতে গৃহিণীরও তাহা অভ্যস্ত হইবে এবং তিনিও স্বজনগণের প্রতি ক্রমশঃ ঐরূপ আচরণ করিবেন। তাহাতে কৃত্রিম স্বজনতার শুভ উদ্দেশ্য সম্যক্ সফল হইবে। আমাদের এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত যে—"নাশিকে আমি করা", বঙ্গের গৃহে গৃহে কর্ত্তা গৃহিণীর ঐরূপ কার্য্য দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইবে।

হেঁয়ালিচতুষ্টয়।

এ পিঠে সোণা—ও পিঠে সোণা,
আমি দিদি কে, জানত বলো না? ১
সমুখে দেখিছ সুন্দর ফুল,
উলটিয়া দেখ—হবে ভয়েতে আকুল॥ ২
প্রথমে বাহবা দেয়, দ্বিতীয়ে জননী।
দ্বি-অক্ষরে কি নাম তা বল দেখি গণি? ৩
তিন অক্ষরে নাম মোর রমণীভূষণ,
প্রথম ছাড়িয়া দিলে বন্ধন কারণ,
দ্বিতীয় ছাড়িয়া দিলে সুমধুর ফল,
তৃতীয় ছাড়িয়া দিলে কণ্টক কেবল॥৪।

নূতন সংবাদ।

১। গত ফেব্রুয়ারী মাসে ছোটলাট-পত্নী দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ যে সকের বাজার খোলেন, তাহা হইতে ১৮০০০ আঠার হাজার টাকা উঠে। ঐ টাকা সাধারণ ফণ্ডে প্রেরিত হইয়াছে।

২। তুরস্ক ও গ্রীসের মধ্যে যুদ্ধ

বাধিয়াছে। গ্রীকেরা মেসিডোনিয়ার মেনেস্কি নগর অধিকার করিয়াছে। তুরস্কেরাও স্থানে স্থানে জয়লাভ করিয়াছে।

৩। হীরক জুবিলি সম্পাদনার্থ ডালহাউসি ইনষ্টিটিউটে কলিকাতাবাসীদিগের এক মহাসভা হইয়া গিয়াছে।

৪। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে বিবি ক্যানন নাম্নী এক মহিলা সেনেট সভার সভ্য হইয়াছেন।

৫। কানাডার রমণীগণ ব্যারিষ্টারী করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৬। বোম্বাইয়ের লোকসংখ্যা সাড়ে আট লক্ষ ছিল, এক্ষণে হইয়াছে আড়াই লক্ষ মাত্র। মড়কে মৃত্যু ও ভয়ে দেশত্যাগ ইহার কারণ।

৮। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের বাটীতে নব বৃন্দাবন নাটকের কয়েক দিন অভিনয় হয়। অনেক ভদ্র লোকের সমাগম হইয়াছিল।

৯। পরমহংস রামকৃষ্ণের শিষ্য বিবেকানন্দ দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। আর এক শিষ্য স্বামী সারদানন্দ বেদান্ততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া নিউ ইয়র্কবাসীদিগকে বেশ উন্মত্ত করিয়া তুলিয়াছেন।

১১। কানেডায় বড়লাট-পত্নী লেডী আয়াডিন সিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দান সভার প্রধান বক্তা হইয়াছেন।

১৩। হাউই দ্বীপে জাপানীদিগকে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় জাপান গবর্ণমেণ্ট তথায় দুই খানি রণতরী পাঠাইয়াছেন। মার্কিনের রণতরীও তথায় যাইতেছে।

১৪। গত ১০ই বৈশাখ ইটালীস্থ কৈলাস চন্দ্র হিন্দু বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। হাইকোর্টের বিচারপতি সেল সাহেবের পত্নী স্বহস্তে বালিকাদিগকে পারিতোষিক দান করিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। কবিতা-কোরক, ১ম ভাগ,—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্য বিরচিত, মূল্য ৵০ আনা। বিদ্যালয়ের পাঠ্য।

২। কোঽহম্—শ্রীযজ্ঞেশ্বর মণ্ডল প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। শাস্ত্রীয় অনেক বচন ও তাহার ব্যাখ্যা দ্বারা আত্মতত্ত্ব বিচারিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ধর্ম্মানুরাগ ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

৩। প্রেম ও পরমার্থ—শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ প্রণীত, মূল্য ।০ আনা। ইহার মধ্যে ২৬৮টী সদুক্তি আছে। গ্রন্থকার ভাবুক ও প্রেমিক। ধর্ম্মার্থীদিগের পক্ষে গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে।

৪। দেশী সাবান—নর্থ ওয়েষ্ট সোপ কোং আমাদিগকে তাঁহাদের যে সাবান উপহার দিয়াছেন, তাহা ব্যবহার করিয়া বিলাতী সাবানের ন্যায় উৎকৃষ্ট বোধ হইল। কলিকাতা ও মিরাটে ইহাঁদের ব্যবসায়স্থান। ইহাঁরা উৎসাহলাভের সম্পূর্ণ যোগ্য।

বামারচনা।

সরলার * সন্তান।

১

'বাবা, বাব্বা, বাব্বা, বাবা', ওরে বোকা
ওরে হাবা,
কোথায় শিখিলি এই নিদারুণ বাণী ?
শুতে যে আমার প্রাণে বিষাক্ত ছুরিকা হানে,
কি করে হৃদয় মাঝে কহিতে না জানি !
হায়রে ! অভাগা ছেলে, এ কথা কোথায়
পেলে ?
সে যে রে ! পলায়ে গেছে তোরে হেথা
আনি !
তথাপি সে নাম হায় ! কেন আন রসনায়,
কেহ না শিখাতে তুই আপনা আপনি ?

২

একটী মাসের তুই এমনি সময়,
ফেলিয়া চলিয়া গেল যবে সে নিদয়,
কচি হাতে জড়াইয়া রাখিলি না কি লাগিয়া ?
এখন আমার কেন দহিস্ হৃদয় ?
কেন কহি তার কথা বাড়াস্ প্রাণের ব্যথা ?
সে যে রে ! জগতে আর আসিবার নয় !
হা ! অভাগা, তোর তরে মমতা থাকিলে পরে
সে কিরে যাইত চলি ভুলি সমুদয় !
হা ! অবোধ, তোর প্রতি, করুণার এক রতি
এক বিন্দু এক কণা, কিছুই ত নয় !
তাই সে ফেলিয়া গেছে তেমন সময়।

৩

অহো হো ! অভাগী আমি যে দিকে তাকাই,
অকূল অসীম সিন্ধু দেখিবারে পাই।
নাহিক একটী আশা, একটী স্নেহের ভাষা
কেহই কহে না আর পিতা মাতা ভাই !
সবারি হ'য়েছি পর, সকলেরি অনাদর,
পাষাণে পরাণ আজি বেঁধেছে সবাই !
সবাই করিছে রোষ, সকলেরি অসন্তোষ,
এ যেন আমারি দোষ, ছেড়ে গেছে তাই !
হায় রে ! অভাগী আমি কোথায় দাঁড়াই ?

৪

তুই রে ! অবোধ ছেলে একটী বৎসরে
কহিতে না শিখি কথা আগেই বাড়ালি ব্যথা !
অতৃপ্ত আশায় ডেকে "বাবা, বাবা" করে !
এ বাসনা এ জগতে পূরিবে না কোন মতে,
সে তোরে নিবেনা বুকে টানিয়া আদরে !
তবে কোন্ অনুরাগে ডাকিলি সবার আগে
তোর ও ললিত কণ্ঠে তারি নাম ধরে !
ওই তোর মামা, মামী, এই যে দাঁড়ায়ে আমি,
সবারে ফেলিয়া কেন ডাকিলি তাহারে ?
কেমনে চিনিলি তায় না দেখিয়া এ ধরায় ?
কেন এ অনন্ত তৃষা হায় ! তার তরে ?

৫

কত সাধ ছিল মনে নহে বলিবার।
যে দিন আসিলি তুই শত বেলী, শত যুঁই
ফুটিয়া উঠিয়াছিল পরাণে আমার !
কত ভবিষ্যৎ আশা, কত স্নেহ, ভালবাসা
নেহারি ও চাঁদমুখ হৃদয়ে সঞ্চার !

* ষোড়শবর্ষীয়া বিধবা।

কি স্বর্গ লভিনু হাতে, কোটি চন্দ্র একসাথে
উজলি উঠিল যেন ভেদি অন্ধকার।
যখন সে কাছে আসি আধ লাজ, আধ হাসি
আদরে লইল তোরে হৃদয়ে তাহার,
কহিলাম "প্রিয়তম! সফল জীবন মম,
এ জীবনে এত সুখ লভি নাই আর।"
তখনো বুঝিনি হায়! ফুরাবে সে সমুদায়,
অচিরে ভাঙ্গিবে পোড়া কপাল আমার!

৬

তার পর,—সে কাহিনী কহিয়া কি ফল?
তুই শিশু সুকুমার তুই কি বুঝিবি তার,
জ্বলিছে হৃদয়ে যেই শ্মশান-অনল?
কি চিতা লইয়া চিতে আছি আমি পৃথিবীতে
তোর কাছে কহিয়া তা কি হইবে বল?
তুমি পিতৃহীন হ'লে আজন্ম কাঁদিবে ব'লে,
সাজিনু বিধবা মূর্ত্তি মহা অমঙ্গল!
খুলিয়া সোণার বালা ফেলিয়া মতির মালা
মুছিয়া সিন্দুর-বিন্দু, কাটিয়া কুন্তল,
ফেলিয়া ঢাকাই শাড়ী পরলাম থান ফাঁড়ি
চির তরে ব্রহ্মচর্য্য করিয়া সম্বল—
সাজিনু বিধবা মূর্ত্তি চির-অমঙ্গল!
এ চির-বিজয়া মম তুষের আগুন সম
রহিয়া রহিয়া প্রাণ দহিছে কেবল!
মানব জনম মম হয়েছে বিফল!

৭

বাঁচিয়া রয়েছি চাহি তোর মুখপানে,
তুই সে দেবের স্মৃতি করুণা মমতা প্রীতি,
তুই তার শেষ-চিহ্ন অভাগীর প্রাণে!
তুই শেষ ধ্রুব তারা ঢালিয়া কিরণ-ধারা
রেখেছিস্ সঞ্জীবিত করুণ নয়নে।
শেষ আশা বিধবার তুই শিশু সুকুমার,
বাঁচিয়া র'য়েছি চাহি তোর মুখ পানে।

৮

কিন্তু এ দারুণ বাণী শিখিলি কোথায়?
কে শিখাল "বাবা" ডাকা, কে শিখাল
চেয়ে থাকা
অনিমেষ দুনয়নে দূর নীলিমায়?
কথা না ফুটিতে মুখে কে দিল আগুন বুকে?
হায় রে! দারুণ বিধি, পাষাণ হিয়ায়
নাই কি করুণা কণা? এ দারুণ বিড়ম্বনা
সরল শিশুর আর সহা নাহি যায়!
সম-বয়সীরা যবে, পিতৃকোলে যাবে সবে
সে যদি যাইতে চাহে কি বলিব তায়?
কি দিয়া সান্ত্বনা দিব! কি করিয়া বুঝাইব?
কেমনে সহিব আমি হায়! হায়! হায়!
এ দারুণ কথা শিশু! শিখিলি কোথায়?

শ্রীমতী শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ।

বিনয়।

সুনীল আকাশে যথা শোভা পায় শশী।
তারা-দল শোভে যথা শশিপাশে বসি॥
কমল কুসুম যথা শোভে সরোবরে।
বকুল কুসুম যথা শোভে তরু'পরে॥
হরিত পাতার মাঝে শোভে যথা ফুল।
সুকুমার শিশুপ্রায় রূপেতে অতুল॥
বনমাঝে শোভে যথা স্বচ্ছ সরোবর।
সু-বিশাল নভে যথা শোভে দিবাকর॥

নব ঘন'পরে যথা শোভে সৌদামিনী।
মরুমাঝে শোভে যথা বিমলা তটিনী॥
ফুটিত কুসুমে যথা শিশিরের বিন্দু।
তারা-হার পরি' যথা শোভে চারু ইন্দু॥
সেরূপ বিনয়ে শোভে মানব-হৃদয়।
বিনয় নহিলে গুণী কেহ নাহি কয়॥
অলঙ্কৃত হয় যদি বহুবিধ গুণে।
শোভা নাহি হয় তবু বিনয় বিহনে॥

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দেবী, নোয়াখালি।

শ্রীযুক্তা কনকাঞ্জলী-রচয়িত্রীর প্রতি।

মধুময় জীবন-প্রভাতে
অবজ্ঞের হৃদয় লইয়া
সংসার জলধিকূলে দাঁড়ালাম প্রাণ খুলে
অনন্ত অন্তরে বিন্দু শান্তির লাগিয়া।
আঁধারেই জীবন আমার,
অন্ধ মম জ্ঞানের নয়ন,
চিনিনা প্রকৃতিখেলা মোহেতে অন্তর ভোলা,
সাধে বাদ জীবনের অদৃষ্ট লিখন! ২
চির-লুপ্ত পথ-প্রদর্শক
প্রতিপদে পথভ্রান্ত হয়ে
কাঁকরে উছট খেয়ে, শিথিল হৃদয় লয়ে
লক্ষ্যভ্রষ্ট এ পরাণ আছে পথ চেয়ে।৩
এ সংসার প্রহেলিকাময়,
সুধু তাহে স্বার্থের হুঙ্কার!
বিস্তর করেছি স্তুতি, পাইনি সহানুভূতি,
আঘাতে আঘাতে চূর্ণ হৃদয় আমার। ৪
"কুসুম অঞ্জলী" মাঝে তব
দেখিয়াছি চিত্র হৃদয়ের,
জেনেছি আমার মত মরতে মরম-ক্ষত
আছে কেহ বিষাদের মূর্ত্তি পারাবার।৫
সুমধুর কনক-অঞ্জলি
অন্তরের অন্তস্তলে মম
পশিয়াছে অগোচরে মোহিয়াছে অভাগারে
ঢেলেছে সুধার ধারা মন্দাকিনী সম।৬
অযাচিত রূপে সুধা প্রাণে
ঢালিয়াছে জগতে অতুল
দেবতা কবিতারাণি! "নিষ্ঠুর সংসার" খানি
মিশিয়াছে মর্ম্মে মর্ম্মে "নিরাকাঙ্ক্ষী" "ভুল"।৭
আমি কি পাগল? আঁকিয়াছ
ঠিক্ যেন পরাণের টানে
"কেন আছি?" "পুরস্কার" "দুর্গাপূজা"
"ভিক্ষা" আর
চিত্রিয়াছ সুহৃদয়া আশ্বাসি পরাণে।৮
কোন্ স্থানে নিবাস তোমার
নাহি জানি আছ কত দূরে?
তথাপি পরাণ টানে, তোমার হৃদয় পানে,
নিকটে দাঁড়ায়ে যেন এই প্রাণ স্ফুরে।৯
সুহৃদয়া, আধেক জীবনে
তব স্বরগের ছায়া—
স্বরগ-মাধুর্য্য তাই মধুপ্রস্রবণ, তাই,
অন্তরে অনন্ত ভাবে করিতেছে ক্রিয়া।১০
নিবেদন দয়াল-চরণে—
দীর্ঘজীবী করুন্, তোমারে,
'প্রিয়' কে করিয়া কোলে সংসার
জলধিকূলে
বসিয়া ছড়াও তুমি কবিতা-মধুরে।১১

শ্রীঅম্বিকা সুন্দরী সেন,
বরিশাল।

No. 389. June, 1897

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৪ বর্ষ। ৩৮৯ সংখ্যা। } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪—জুন, ১৮৯৭। { ৬ষ্ঠ কল্প। ২য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জুবিলী-মূর্ত্তি—হীরক জুবিলী উপলক্ষে ৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে কলিকাতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। বিলাতী কারীকর দ্বারা ইহা খোদিত হইতেছে।

জুবিলী মহোৎসব—২২এ জুন উৎসবের দিন মহারাণী স্বজন, অমাত্যবর্গ ও সৈন্যসামন্ত সহ লণ্ডনের প্রধান গির্জায় গিয়া উপাসনা করিবেন। যে পথ দিয়া যাইবেন, তাহার দুই ধারের বাড়ী সকল দর্শনার্থীরা ভাড়া করিয়াছেন। একটা জানালার ভাড়া ৫০ গিনি বা প্রায় হাজার টাকা।

জুবিলী উৎসবে রাজপ্রতিনিধি—কণীয়েশ্বরের প্রতিনিধি সার্জের গ্রাণ্ড ডিউক ও তৎপত্নী; পারস্য সাহের—নাসর-অল-মলক; চিন সম্রাটের—চ্যাং-ইউ-হোয়ান; জাপানের—চিন-জাপান যুদ্ধের সুবিখ্যাত পোতাধ্যক্ষ ইয়ামাধটা; শ্যামরাজের—তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

জুবিলী ভোজ—যুবরাজ-পত্নী জুবিলী সপ্তাহে লণ্ডনের গরিবদিগের ভোজের প্রস্তাব করিয়া নিজে ১০০ পাউণ্ড বা প্রায় ১৮০০ টাকা স্বাক্ষর করিয়াছেন।

জুবিলী প্রদর্শনি — জুনের প্রথমে লণ্ডনের কাচময় প্রাসাদে বিক্টোরিয়া প্রদর্শনী হইবে, তাহাতে ভারতীয় বিভাগের স্থান বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

জুবিলী অলঙ্কার—জুবিলী উপলক্ষে বার্ম্মিংহামের মণিকারগণ ১ কোটী ৫০ লক্ষ মেডাল এবং ৬০ লক্ষ ব্রোচ প্রস্তুত করিয়াছে।

জুবিলী স্মরণার্থ কীর্ত্তি—(১) কাশ্মীরের মহারাজা এক বড় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করিবেন। (২) পুঁটিয়ার রাণী

হেমন্ত কুমারী রাজসাহীতে এক শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপনার্থ ৬০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

দুর্ঘটনা—(১) মিশিসিপি নদীর জলপ্লাবনে ১১০ কোটী মূল্যের তুলা নষ্ট হইয়াছে। (২) পারিস নগরে এক কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সখের বাজারে হঠাৎ আগুন লাগিয়া ১২ মিনিটের মধ্যে সমুদায় ভস্মসাৎ হইয়া যায়। ১৪৬টী মৃত দেহ পাওয়া গিয়াছে। ফ্রান্সের অনেক গণ্যমান্য পুরুষ ও মহিলা মারা গিয়াছেন।

দুর্ভিক্ষে দান—যে ফিজীদ্বীপে কিছু দিন পূর্ব্বে নরমাংসভক্ষক রাক্ষস ছিল, তত্রত্য অধিবাসিগণ ভারত দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ প্রায় ১৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—১৮৯৭ সালের পরীক্ষায় অন্যূন ৩৫ জন বালিকা প্রবেশিকা, ৯ জন বালিকা এফ এ এবং ১ জন সম্মানসহিত বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। প্রবেশিকা ও এফ্ এ পরীক্ষায় কোন কোন বালিকা অতি উচ্চ স্থানীয় হইয়া ১ম শ্রেণীর ছাত্রীবৃত্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। ডাক্তারী পরীক্ষাতেও ২ জন স্ত্রীলোক উত্তীর্ণা হইয়াছেন। উত্তীর্ণাদিগের নামের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

প্রবেশিকা।

নাম	বিদ্যালয়	বিভাগ
বিজুবালা দত্ত	বেথুন	১ম
রাজকুমারী বসু	ঐ	,,
কামিনী বসু	ঐ	২য়
সরযূবালা রায়	ঐ	,,
সাবিত্রী সরকার	ঐ	৩য়
শৈললতা চক্র		[illegible]
মৃণ্ময়ী সেন	ব্রাহ্ম বালিকা	১ম
কুমুদিনী মিত্র	,,	২য়
লীলা ঘোষ	লোরেটো	১ম
অমীয়া রায়	,,	,,
মিনী রায়	,,	,,
আনা জোযাব	,,	,,
মাকফার্সন আডা	ঐ দার্জ্জিলিঙ	১ম
ওব্রায়েন কাথলিন	,,	,,
ওফিলিয়া ওয়ার্নিগ	,,	,,
যোজেফাইন	,,	,,
লিওনোরা গ্রেগন	লামার্টিনিয়ার	১ম
ইলিওনোর মার্টিন	,,	,,
ক্লারা পাস্‌লা	মিস্ ওব্রায়েন	১ম
এস্ সিনক্লেয়ার	ডবটন	২য়
সি পেরিরা	,,	২য়
রুথ ওয়েলকিন	সেণ্টযোজেফ	২য়
ইসাবেল মোরে	,,	,,
বেলা এন্টনি	,,	,,
বোলান বন্স্যো	,,	,,
জ্যাণী মার	,,	,,
ফ্লোরেন্স মেরী	মেথডিষ্ট	২য়
ইয়ং এষ্টিন	,,	,,
এলেন ওয়াকার	ইংরাজ বালিকা	,,
এলেন কারী	রেঙ্গুণ	,,
এডিথ হানে	,,	,,
সুরেন্দ্রবালা পাল চৌধুরী	প্রাইবেট	২য়
বসন্তকুমারী বসু	,,	৩য়
সার্লট স্যামুসডেন	,,	,,

এফ, এ।

স্নেহলতা মজুমদার	বেথুন	১ম
নাদ্রুয়েল ইসাবেলা	,,	,,

সৌদামিনী বং দ্যাপাধ্যায় ,,		৩য়
ডি সুজা জোসেফাইন	,,	,,
সুপ্রভা গুপ্ত	,,	,,
সরোজিনী ঘোষ	,,	,,
কুসুমকুমারী ঘোষ	,,	,,
শৈলবালা হাজরা	ডবটন	২য়
নিলবিয়া লাপলাস	প্রাইবেট	২য়

বি এ।

সরলা সেন	বেথুন কলেজ ইং অনর	২য়

২য় এম বি।

কোহেন রাচেল	মেডিকেল কলেজ	১ম

পি এস্, এম্ বি।

অক্ষয়বালা সিংহ মেডিকাল কলেজ।

প্রাদেশিক সমিতি—জুনের ১০ই হইতে ১২ই পর্য্যন্ত নাটোরে এই সমিতির অধিবেশন হইবে। ইহা জাতীয় সমিতির শাখা। ইহাতে বঙ্গের সকল স্থানের প্রতিনিধিগণ আসিবেন এবং অনেক হিতকর বিষয়ের আলোচনা হইবে।

দুর্ভিক্ষ ফণ্ড—ভারত দুর্ভিক্ষ ফণ্ডে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উঠিয়াছে।

অভিষেচন।

(ভারতেশ্বরী আলেকজান্দ্রিণা বিক্টোরিয়ার হীরক জুবিলী উপলক্ষে)।

১

কনক-অচলে জাগে দিনমণি,
জাগ মা, আমার ভারতজননি!
চারি দিকে উঠে আনন্দের ধ্বনি,
ভাঙ মা ঘুমের ঘোর;
শুভ দিন এ যে বিধাতার দান,
আনন্দ-তরঙ্গে উছলিছে প্রাণ,
উথলিছে সিন্ধু তুলি নব তান,
গৌরবের দিন তোর!

২

ষাটি বর্ষ আজি সুখে রাজ্য করি,
ভারতের রাণী—রাজরাজেশ্বরী,
"হীরক জুবিলী" আনন্দ নিতরি,
করিছেন মহোৎসব;
রাজ-ভক্তি-মাখা স্তব অই হিয়া,
কেমনে র'বি মা, নীরব হইয়া,
যা' কিছু বিষাদ, আজি পাসরিয়া,
গাও অভিষেক স্তব!

৩

মনে পড়ে আজ, তোমার সন্তান,
যবন পরশে বিকৃত পরাণ,
হারাইয়া নিজ ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান,
হয়েছিল পশু মত;
তাই ইংরেজেরে সাধিয়া আনিল,
রাজ-সিংহাসনে সুখে বসাইল,
ভারতের হিতে বৃটন খাটিল
অবিরাম, অবিরত!

৪

আজি যে লভিছে ভারতনন্দন,
উষার আলোকে নবীন জীবন,
চিনিছে পৈতৃক অমূল্য রতন,
বৃটনেরি শিক্ষা-বল;

ভারতে যে নারী "ঘৃণ্য" নহে আজ,
তাদেরো উন্নতি চাহিছে সমাজ,
তাও শিখাইছে সুসভ্য ইংরাজ,
চাহে সদা সুমঙ্গল !

৫

তাই ডাকি উঠ, জননি আমার,
ভুলে যাও ব্যথা যত আপনার,
ভক্তি কৃতজ্ঞতা পরি অলঙ্কার,
দাঁড়াও সুখের ঠাঁই ;
দেখি এক দিন, আনন্দের ভরে,
"বিজয়ী বিজিত" ভুলি পরস্পরে,
"ভিক্টোরিয়া" নামে স্নেহ সমাদরে,
মিলে যা'ক ভাই ভাই !

৬

"ভারত-সাম্রাজ্ঞি ! হও চিরজীবি,
সুখে রাজ্য কর, পা'ল মা, পৃথিবী,
তোমার সুখ্যাতি পরশিছে দিবি !"
গাও গীতি খুলি মন ;
রাণীর চরণে কি দিবে জননী,
নাই আর তব "কোহিনুর মণি"
বুকে নাহি আর রতনের খনি,
নাই "শিখি-সিংহাসন !"

৭

কি দিবে মা আজি রাজ-উপহার,
দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, নিত্য ঘরে যার.
নিত্য মহামারী, নিত্য হাহাকার,
কি দিবে সে রাজ-করে ?
তা ব'লে কেন বা সঙ্কুচিত-মতি,
তোর রাণী সে মা' বড় দয়াবতী,
অনাথ কাঙালে স্নেহের সন্ততি,
চির দিন মনে করে !
ও পোড়া কপালে ছিল বুঝি জোর,
দীন দয়াময়ী তাই রাণী তোর.
তোরি দুখে তাঁর নেত্রে বহে লোর,
বেশী কি বলিব আর—
হেন জননীর অভ্যুদয়-দিন,
ভাঙা বুকে জাগে উদ্যম নবীন,
দিয়ে তপ্ত রক্ত—রাজভক্তি চিন্,
গাঁথ মা, রুদ্রাক্ষ-হার !

৮

পঞ্চ বিংশ কোটী শিশুর হৃদয়,
হোক নিরমল-রাজভক্তিময়,
"ভূদেবতা রাজা" আর্য্য ধর্ম্মে কয়—
"প্রতিনিধি দেবতার" ;
নিরাপদ ভূপে, রাখিবার তরে,
ধন প্রাণ প্রজা, সুখে পরিহরে,
এ দৃশ্য ভারতে প্রতি ঘরে ঘরে,
ইতিহাস সাক্ষী তার। ৯

১০

যদি এ ভারত আজি শত হেয়,
প্রীতির উচ্ছ্বাস তবু অপ্রমেয়,
রাজ-ভক্তি তার অসীম অজেয়,
(কেই বা বুঝিবে হায় ;)
সেই ভক্তিভরে গাও মা ভৈরবী,
"ভারত-সাম্রাজ্ঞী, হয়ে চিরজীবি,
সুখে রাজ্য কর, পা'ল মা পৃথিবী,
বিধাতার করুণায় !"

জুন, ১৮৯৭। শ্রীমা—

মতিমালা।

১। দয়া রাজমুকুটের স্বর্গীয় ভূষণ।

২। প্রেম দ্বারা যে ব্যক্তি হৃদয়কে জয় করিতে পারে, সেই বিশ্বজয়ী।

৩। ন্যায়ের পক্ষে আর কেহ না থাকুক, ঈশ্বর ও আমি আছি।

৪। ফল দ্বারা বৃক্ষের পরিচয়।

৫। ঈশ্বরের সহিত এক জন লক্ষ জনের অপেক্ষা বলবান্।

৬। ঈশ্বর যেমন পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও।

৭। যে আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া জানে, সেই মূর্খ; যে আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অজ্ঞ বলিয়া জানে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী।

৮। ঐশ্বরিক শক্তিতে পূর্ণ হইলে তৃণ বজ্র হয়; ঐশ্বরিক শক্তি-বিহীন হইলে বজ্র তৃণ অপেক্ষাও অকিঞ্চিৎকর।

ডাক্তার রামগোপাল ঘোষ।

বা

যেমন রোগ, তেমনি ঔষধ।

১

বিগত পাদ শতাব্দীর অধিক কাল হইতে আমাদের দেশে নানাবিধ রোগের এপিডেমিক্ হইয়াছে। যে সকল রোগ কোন নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট স্থানের মধ্যে সংক্রামক ভাব ধারণ করিয়া সময়ে সময়ে বহুসংখ্যক লোককে আক্রমণ করে, তাহাকে এপিডেমিক কহে, যেমন মেলেরিয়া জ্বর, বিসূচিকা, বসন্ত, প্লেগ ইত্যাদি। এ দেশে রেলওয়ে লাইন ও পুলিস লাইনেও ঐরূপ একটী নব এপিডেমিকের সৃষ্টি হইয়াছে; এবং উহা ঐ দুই লাইনের বহুসংখ্যক লোককে আক্রমণ করিয়া এক প্রকার বদ্ধমূল ও স্থায়ী হইয়া গিয়াছে। রোগটীর প্রকৃতিও অতি বিচিত্র। অন্যান্য রোগ, যার হয়, সেই মরে, বা অনেক দিন ভোগে; এ রোগ হয় একজনের, মরে অন্যে। রেলওয়ে ও পুলিস লাইনের কি ছোট, কি বড়, প্রায় সকল কর্ম্মচারীই ঐ ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঐ রোগে মরিতেছে দেশের অন্যান্য লোকে।

প্রজাহিতৈষী গবর্ণমেণ্ট, যে কোন বিষয়ে প্রজার দুঃখ দূরীকরণে সর্ব্বদাই উন্মুখ; কিন্তু ঐ দুই লাইনের এপিডেমিক নিবারণে তাঁহাদিগেরও বিশেষ মনোযোগ দৃষ্ট হয় না। ইহা আমাদের দুর্ভাগ্যের ফল বলিতে হইবে। যাহা হউক, যখন রেল ও পুলিস লাইনের রোগে মরিতেছি আমরা, তখন উহার উপযুক্ত ঔষধ অনুসন্ধান করা আমাদেরই কর্ত্তব্য। আমি দৈবাৎ ঐরূপ একটী অপূর্ব্ব ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য অদ্য তাহা প্রকাশ করিলাম। ইহার ফলাংশে কেহই অবিশ্বাস করিতে পারিবেন না; কারণ উহা পরীক্ষিত ঔষধ। ঔষধের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরীক্ষা-ফলও প্রকাশিত হইবে।

কাহারও কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা, মান সম্ভ্রম, পদমর্য্যাদা, আভিজাত্য ইত্যাদির সন্ধান করা আবশ্যক হয়। আমি নদীয়া জিলার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পুত্র, ঐ জিলার কোন প্রধান জমীদারের জামাতা এবং আমার নাম হীরালাল প্রামাণিক,জাতিতে তিলি। প্রথমে দেশীয় গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠ সাঙ্গ করিয়া পরে কোন সংস্কৃত শাস্ত্রাধ্যাপকের নিকট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের কিয়দংশ পাঠ করি। অনন্তর কৃষ্ণনগর কালেজে, পরে প্রেসিডেন্সি কালেজে কিছু ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষা করি এবং কয়েকটী পরীক্ষা দিয়াও উত্তীর্ণ হই। পরে বড় বড় সওদাগরী আফিসে চাকরী করি এবং কিছু কাল কোন ওয়ার্ড এষ্টেটের ম্যানেজারী পদেও কার্য্য করিয়াছিলাম। সম্প্রতি কোন কাজ কর্ম্ম করি না; কিন্তু নিকর্ম্মা ভাবে বসিয়া থাকিতেও ভাল লাগে না। তজ্জন্য রেল ও পুলিস লাইনের ভীষণ এপিডেমিক্ রোগের দৈবলব্ধ ঔষধটী, বিনা-মূল্যে সাধারণকে বিতরণ করিবার কার্য্যে আপাততঃ ব্যাপৃত হইয়াছি। এই ঔষধের প্রয়োগ ও সেবনে ক্রমে ক্রমে উক্ত রোগের প্রতীকার হয়, ইহাই আমার বাসনা।

যখন কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যয়ন করি, তখন একদা কোন সতীর্থ বন্ধুর বাটীতে নিমন্ত্রণে গমন করিয়াছিলাম। ঐ বন্ধুর বাটী ই, বি, এস্, রেলওয়ের নিকটবর্ত্তী 'মাটিয়ারি' গ্রামে। তখন ঐ গ্রামের ষ্টেশনটি নূতন খুলিয়াছে। ষ্টেশনের ঘর দ্বার কিছুই নির্ম্মিত হয় নাই,—একখানি ক্ষুদ্র খড়ুয়া চালায় কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। কেবল পথের উভয় পার্শ্বে দুইটি পাকা প্লাটফরম্ নির্ম্মিত হইয়াছিল। চালাখানির আশ পাশে কয়েকটি বড় বড় আমের গাছ ছিল। আমি বন্ধুর নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া একদিন প্রত্যুষে কৃষ্ণনগর প্রত্যাগমন বাসনায় ঐ ষ্টেশনে উপস্থিত হই। তখন বগুলার দিকে গাড়ী আসিবার অনেক বিলম্ব ছিল। ষ্টেশন সম্পূর্ণ নূতন, সুতরাং তখন তথায় একখানিও দোকানঘর হয় নাই। আমার একটু বিশ্রাম করিবার এবং একবার ধূমপান করিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছিল। ষ্টেশন-চালার সম্মুখভাগে একটী বাবু উপবিষ্ট ও দুই একটী খালাসী তাঁহার আদেশ পালনে ব্যাপৃত থাকায় সহজেই অনুমান করিলাম, ঐ বাবুটীই ষ্টেশনমাষ্টার; কিন্তু তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আমার সাহস হইতেছে না। কেননা ষ্টেশনমাষ্টার, বা বড়বাবু, বুকিং বাবু, তারের বাবু, গুডসের বাবু প্রভৃতি বাবুগণের এবং চাকর, চাপরাসী, খালাসী প্রভৃতি ষ্টেশনের ভৃত্যগণের স্বভাব চরিত্র অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল এবং স্থানে স্থানে ঘটনাসূত্রে তাহাদিগের

কর্ম্মজীবনের বিষময় ফলও বিলক্ষণরূপে উপভোগ করা ছিল। কত স্থানে কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত বিড়ম্বনা, তাহাদিগের দ্বারা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহাও মনে জাগিতেছিল। ষ্টেসনের চাকর ও আমলাগণের দ্বারা কত স্থানে, কত ভদ্রলোকের অবমাননা ও বিড়ম্বনা হইয়াছে, তাহাও আমার অনেক জানা ছিল। সুতরাং সেই বাবুটীর দিকে অগ্রসর হইতে, কি তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও আমার সাহস হইতেছে না। এদিকে রৌদ্রের উষ্ণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ার একটু ছায়া পাইবার নিতান্তই প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ধুমপিপাসাও ক্রমশঃ বলবতী। দুঃসাহসে নির্ভর করিয়া বাবুজীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু সে দিকে অগ্রসর হইবার সাহস আর কিছুতেই হইতেছে না। ইতিমধ্যে আমার প্রতি বাবুজীর দৃষ্টি পতিত হইল। ভাবিলাম, সর্ব্বনাশ হইল, বুকের ভিতর ঢেঁকির পাত পড়িতে লাগিল। আবার সেই সময়ে হঠাৎ চৈতন্য হইল যে, অসাবধানতাবশে আমি তখন ষ্টেসনের চৌহদ্দীর মধ্যগত হইয়া পড়িয়াছি। ভয় দ্বিগুণিত হইল, ভাবিতে লাগিলাম, আজ প্রাতঃকালে, না জানি, আমার অদৃষ্টে কি আছে! বিশেষতঃ এই সময়ে রেল ষ্টেসন সংক্রান্ত একটী অভিনব ঘটনা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায়, বাস্তবিকই আমার শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সে ঘটনাটীও এই স্থানে সংক্ষেপে বলিয়া যাই।

আমি যখন মাটিয়ারি গিয়াছিলাম, তখন সম্ভবতঃ জ্যৈষ্ঠ মাস। কারণ তখন গ্রীষ্মাবকাশে কালেজ বন্ধ হইয়াছিল। এই জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বগত আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর পরবর্ত্তী দ্বাদশীর দিন সন্ধ্যাকালে তিনটী ভদ্রলোক বাঁশবেড়িয়া হইতে গঙ্গা পার হইয়া পদব্রজে কাঁচড়াপাড়ায় ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনটীই ব্রাহ্মণ, শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত। তন্মধ্যে একটী প্রাচীন ও অসুস্থ। তিনটীই পথশ্রান্তিতে বিশেষ ক্লান্ত। কাঁচড়াপাড়া হইতে উত্তরাভিমুখে গমন করিবেন। গাড়ীর সময় আর দৌড়াদৌড়ি করিতে না হয়, এই জন্য একেবারে ষ্টেসনের মধ্যে প্ল্যাট্‌ফরমে সাধারণ ভদ্রলোকের বসিবার জন্য যে সকল বেঞ্চি পাতা আছে, তাহার এক সারিতে তিন জনে উপবেশন করিলেন। তিন জনের নিকটই রিটার্ন্ টিকেট্ ছিল, এবং গাড়ী আসিবারও অধিক বিলম্ব ছিল না। ইতিমধ্যে তারের ঘর হইতে একটী তরুণবয়স্ক বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপবিষ্ট পথিক তিনটীকে রুক্ষ ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কারা?" পথিক ভদ্রলোক তিনটী কহিলেন,—"আমরা পথিক, বগুলা যাইব।" এই কথা শুনিবামাত্র বাবুজী ক্রোধে অন্ধ হইয়া—"বগুলা যাইবে ত এখানে কেন? বাহিরে গিয়া গাছতলায় বইস,—এ তোমাদের মত বাবুর বসিবার স্থান নয়।" পথিকের অন্যতর কহিলেন,—"আপনি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন কেন? ভদ্রলোকের সঙ্গে কি এইরূপ ভাষায় কথা কহিতে হয়?"

বাবু,—বিকৃত স্বরে,—"আর ভদ্রলোক হতে হবে না,—চলে যাও।" পথিকগণের মধ্যে একজন কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনার আদেশমাত্রে আমাদের গায়ে ত পাখা উঠিল না যে, উড়িয়া যাইব ;—জিনিস পত্রগুলা গুছাইয়া লইয়া যাইতেছি।" এই কথা শুনিয়া বাবুজী কহিলেন,—

"হুঁ, আবার রসিকতা দেখ্‌ছি,--নিকাল হিঁয়াসে, কই হায়্‌ রে।" ভদ্রলোক তিনটী খালাসীর হস্তে 'অর্দ্ধচন্দ্র' লাভ করিয়া অধিকতর অপমানের শঙ্কায় সত্বর প্রস্থান করিলেন।

ঐ তিনটী ভদ্রলোকের মধ্যে একজন আমার বন্ধু। পূর্ব্বোক্ত ঘটনা তাঁহারই মুখে শুনিয়াছিলাম।

(২)

মাটিয়ারি ষ্টেসনের চালা-ঘরের সম্মুখবর্ত্তী প্রাঙ্গণে স্বগণপরিবেষ্টিত কাষ্ঠাসনে উপবিষ্ট বাবুটী আমার দিকে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তাঁহার দৃষ্টিপাতে আমার যে অবস্থা হইতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। প্রথমাধ্যায়ে বর্ণিত অভিনব ঘটনাটী স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে আমার রেল-বাবু-ভীতি যে দ্বিগুণিত হইয়াছিল, তাহাও বলিয়াছি। উক্ত বাবুটী কেবল দৃষ্টিপাত করিয়া ছাড়িলেন না,—সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া আমার নিকটস্থ হইলেন, এবং আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

"মহাশয়,আপনি কোথা হইতে আসিতেছেন? কোথা যাইবেন? আপনাকে একটু ক্লিষ্টও বোধ হইতেছে। এখনও গাড়ীর অনেক বিলম্ব আছে, একটু বসিয়া কেন বিশ্রাম করুন না।" আমি মনে মনে (এটী রেল-বাবু নহে,—রেল-বাবুর মুখে এমন কথা কখনই হইতে পারে না) এইরূপ চিন্তা করিয়া পরে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

"মহাশয়, আমি কে, কোথায় যাইব,—সে কথা পরে বলিব ;—অগ্রে আপনি দয়া করিয়া বলুন,—আপনি কে?" তখন বাবু আপনাকে মাটিয়ারির ষ্টেসনমাষ্টার বলিয়া পরিচয় দিলে আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম—

"মহাশয়, এপারে রেলের সৃষ্টি হইয়া অবধি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং রেলের ছোট,বড় অনেক বাবু দেখিয়াছি। প্রায় সকলেই অশিক্ষিত, গর্ব্বিত, অসৎ, দুর্ব্বৃত্ত, দুরাচার ও নিষ্ঠুরের একশেষ। কাহারও হৃদয়ে এক বিন্দু মানুষের রক্ত আছে বলিয়া আমার ধারণা হয় নাই। আপনার ন্যায় ভদ্রলোক, পূর্ব্ব ভারত, কি পূর্ব্ব বঙ্গ রেলের কোথাও আছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস ছিল না।" বাবুজী আমার কথা শুনিয়া সহাস্যবদনে কহিলেন,—

"মহাশয়, আপনি রেল-বাবুদিগের যেরূপ চরিত্র বর্ণন করিলেন, আমিও ঠিক্‌ ঐরূপ ছিলাম,—এখন দায়ে ঠেকিয়া ভদ্রলোক হইতে হইয়াছে।"

"দায়ে ঠেকিয়া ভদ্রলোক হইতে

হইয়াছে।” কথাটী বড়ই সরস বোধ হইল, এবং ব্যাপারটা কি শুনিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল। বাবুকে ধরিয়া বসিলাম। এই সকল কথার সঙ্গে সঙ্গেই বাবুটী আমাকে লইয়া গিয়া একাকী গাছতলার শীতল ছায়ায় চেয়ারে বসাইলেন,—হুঁকার জল বদলাইয়া স্বহস্তে আমের পাতার নল তৈয়ার করিয়া চাকর দ্বারা তামাক দিলেন। আমার উপবেশনের পরও অনেকক্ষণ দণ্ডায়মান ছিলেন,—আমার বিশেষ অনুরোধে একখানি ক্ষুদ্র টুলে আমার বাম পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। আমি তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ শুনিবার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করায় কহিতে লাগিলেন—

“মহাশয়, আমার বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি দুঃখিনীর সন্তান। বাল্যকালে পিতৃহীন হই। মা আমার অনেক দুঃখে আমাকে কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখাইলেন। তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর উপরে পড়াশুনা করা আমার ভাগ্যে ঘটে নাই। সেই সময়েই কিছু কিছু উপার্জ্জনের চেষ্টায় আমাকে স্কুল ছাড়িতে হয়। আমার বাড়ী হুগলী জেলার কোন গ্রামে। নিকটবর্ত্তী কোন বড় রেল ষ্টেসনে কয়েক মাস কার্য্য শিখিলাম। কার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে রেল-বাবুদিগের ধরণ ধারণটাও অনেকটা শিখিয়া ফেলিলাম। ক্রমে ১০৲ দশ টাকা বেতনে সেই ষ্টেশনেরই টিকিট্ বাবুর সহকারী (Assistant) হইলাম। বেতনের কিছু মাকে দি, কিছু খরচ করিয়া নিজের সক্ মিটাই। এইরূপে কিছুকাল গেল। এই সময়ে মগরায় নূতন ষ্টেসন খুলিল। এই মাটিয়ারির ষ্টেসনের এখন যে অবস্থা দেখিতেছেন, তখন মগরা ষ্টেসনের ঠিক্ সেই অবস্থা। এক খড়ের চালা ও দুই প্লাট্‌ফরম ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আমাকে সেইখানকার ‘ষ্টেসনমাষ্টার’ করিয়া পাঠাইল। বেতন ছিল দশ টাকা, হইল পঁচিশ টাকা. ছিলাম ছোট টিকিট বাবু—হইলাম ষ্টেসনমাষ্টার। সেখানে কয়েকটী বড় বড় বাবু, মাথার উপর সর্ব্বদা টিক্ টিক্ করিতেন,—এখানে আমি একটী ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীন রাজা। আট দশ জন চাকর আমার হুকুমে খাটে। চাকর চাকরাণী কাহাকে বলে, পূর্ব্বে তাহা স্বপ্নেও জানিতাম না। বাড়ীতে আধ পয়সা,—বড় জোর এক পয়সার চুনো মাচ আসিত, মা তাহা শাক পাতাড় দিয়া রাঁধিতেন। আমিও তাহা খাইয়া কৃতার্থ হইতাম। মগরায় রোজ রোজ বড় মাচ, হাঁসের ডিম,মধ্যে মধ্যে পাঁঠা,—ঘি,—দুধ, মহাশয়, বলিব কি, মাথা গরম হইয়া উঠিল। শুধু আমি নই,—রেলের বাবুমাত্রেরই প্রায় এইরূপ হইয়া থাকে। কেননা রেল-বাবুদিগের শিক্ষা ও পূর্ব্বাবস্থা প্রায়ই আমার মত। সেই জন্যই রেলের নাম (অধম-তারিণী)। যাহা হউক, এইরূপে মনের আনন্দে রাজত্ব করি। ধরাকে সরা বোধ হইতে লাগিল। কত ভদ্র লোকের অপমান করিলাম। কত রেল-ভ্রমণকারিণী রমণীকে বেপরদা করিলাম।

ছলে বলে কত অবগুণ্ঠনবতী কুল-ললনার রূপযৌবন সন্দর্শন করিলাম।"

বাবুটীর সরলতা দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইতেছি এবং ক্রমাগত সাধুবাদ দিতেছি। বাবুটীও তাহাতে উৎসাহিত হইয়া এবং তাঁহার পূর্ব্ব বিবরণ শ্রবণে আমাকে নিতান্ত প্রীত ও অবহিত দেখিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত বর্ণন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক তাহা শুনিয়া আমার বড়ই সুখ হইতেছিল। কহিলাম,—

"তার পর?"

"তার পর ঐরূপে কয়েক মাস কাটিয়া গেল। আমা অপেক্ষা বড় কেহ আছে, কি আলাপ পরিচয় করিবার উপযুক্ত কোন লোক আছে, তখন এরূপ চৈতন্যই ছিল না। একদিন প্রাতঃকালে, যেমন আপনি অদ্য আসিয়াছেন, তেমনি একটী বাবু ঠিক্ আপনার মত পরিচ্ছদে (কাটা পোসাকে) পূর্ব্ব দিকের বেড়া পার হইয়া প্লাটফরমে আসিলেন। এদিক ওদিক পাদচারণ করিতে লাগিলেন। তখন গাড়ী আসিবার একটু দেরি আছে। তথাপি ভাঙা বেড়া ডিঙ্গান ও নবাবপুত্রের ন্যায় প্লাটফরমে বেড়ান দেখিয়া জ্বলিয়া গেলাম। ত্বরিতপদে তাহার নিকটস্থ হইয়া হাত মুখ ঘুরাইয়া বলিলাম, 'আপনার ভারি বে আদবি,—এখানে এরূপে বেড়াইবার নিয়ম নাই, শীঘ্র বাহিরে যাউন?' মহাশয়, বলিব কি, এই কথা যেমন বলা, বাবুর ছিল মোটা পিচের সোটা, আমার গায়ে একদিক হইতে প্রহার আরম্ভ হইল। তার এক এক আঘাতে আগুন ছুটিতে লাগিল। মহারাণীর দোহাই দিয়া কত চীৎকার ও কত রোদন করিলাম,—একটী প্রাণী সে দিকে অগ্রসর হইল না। যতক্ষণ খাড়া ছিলাম, ততক্ষণ সোটার আঘাত চলিল। যখন আর যন্ত্রণা সহিতে না পারিয়া 'পপাত ধরণীতলে' হইলাম, তখন সবুট পদাঘাতে প্লাটফরম হইতে লাইনে নিক্ষেপ করিয়া বাবুটী পূর্ব্ববৎ পায়চারি করিতে লাগিলেন। গাড়ীও আগতপ্রায় হইল। সুতরাং তখন খালাসীরা আসিয়া আমাকে ধরাধরি করিয়া ঘরে লইয়া গেল। অল্পক্ষণ পরেই গাড়ী আসিল। সবুট সোটাধর বাবু গাড়ীতে উঠিয়া কলিকাতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তিন দিনের মধ্যেই আমার জবাবের হুকুম আসিল। পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিলাম, বাগাটীনিবাসী সুবিখ্যাত রামগোপাল ঘোষ, যাঁহার খাতিরে মগরার ষ্টেসন হইয়াছিল, আমি তাঁহারই হস্তে পড়িয়াছিলাম। সেই প্রহারের বেদনা সারিতে ৩।৪ মাস লাগিয়াছিল। তাহার পর আরও বৎসরাবধি উমেদারী করিতে করিতে ঘাড়ে দূর্ব্বা গজাইল, অন্নকষ্টের একশেষ হইল। তথাপি ও লাইনে আর চাকুরী পাইলাম না। সম্প্রতি ২।৩ মাস মাত্র এই লাইনের এই চাকুরী পাইয়াছি। এ ষ্টেসনটীও নূতন, আপনিও প্রায় সেই ভাবে সমাগত। কাহাতে কি আছে, মহাশয় কিছুই জানা যায় না। আপনার সঙ্গে অভদ্রতা করিয়া কি আবার মুখের অন্ন হারাইব? তাই মহাশয় এখন ভদ্রলোক হইয়াছি।"

"কিল খাইয়া কিল চুরি করে" এদেশের একটী সাধারণ প্রবাদ এবং প্রায় সকল লোকেই ঐ প্রবাদ অনুসারে চলিয়া থাকে। কিন্তু ঐ বাবুটী আপনার নিদারুণ অপমান ও বিষম বিড়ম্বনা লাঞ্ছনার বিন্দু বিসর্গ গোপন না করিয়া, যথাযথ বর্ণনা করিলেন। আমি তাঁহার অসাধারণ অমায়িকতা ও সরলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যথাকালে প্রস্থান করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম রামগোপাল ঘোষ যথার্থ ডাক্তার এবং রোগীর বিষম রোগের উপযুক্ত ঔষধ দিয়া তাহাকে বেশ আরোগ্য করিয়াছেন। এক্ষণে রেল কর্ম্মচারীদিগের এপিডেমিক রোগের সাতিশয় প্রাদুর্ভাব দর্শনে তাঁহাদিগের আরোগ্য কামনায় ঐ দুষ্প্রাপ্য ঔষধটী সাধারণ সম্পত্তিরূপে প্রকাশ করিলাম। ঔষধটী অব্যর্থ। কিন্তু আমরা আশা করি, এই ঔষধের নিদান পাঠেই অনেক রোগীর রোগ আরোগ্য হইয়া যাইবে।

ফিন্‌লণ্ডদেশীয় প্রবচন।

১। সুজন এক মুষ্টি শস্য হইতেও অপরকে দান করিবে, কিন্তু দুর্জ্জন ছালা-পূর্ণ শস্য হইতেও এক মুষ্টি কাহাকেও দিবে না।

২। জ্ঞানী ব্যক্তি কি করিতে হইবে জানেন, কিন্তু নির্ব্বোধেরা কেবল হাতড়াইয়া বেড়ায়।

৩। অশ্রুপাতে বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না, দুঃখ করিলে অমঙ্গল নিবারিত হয় না।

৪। জ্ঞানীরা সর্ব্বস্থান হইতে জ্ঞান শিক্ষা করেন, নির্ব্বোধদিগেরও কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহারা উপকার লাভ করেন।

৫। প্রভাতকাল দেখিলেই দিনটা কিরূপ যাইবে, বুঝা যায়। ভদ্র লোকের আকৃতি দেখিলেই তাহার প্রকৃতি বুঝিতে পারা যায়।

৬। যে কার্য্য আরব্ধ হইয়াছিল শেষ হইল। "আমি কি করিব" এ কথা বলিতেও সময় নষ্ট হয়।

৭। পরিশ্রমী লোকের হাতের যন্ত্র সর্ব্বদা সুশাণিত, কিন্তু অলসের অস্ত্র ভোঁতা, কেবলি শাণাইতে হয়।

৮। বিদেশী লোক আমাদের ভাই ; যে বহুদূরদেশ হইতে আইসে, সে আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব।

জলজন্তুদিগের যুদ্ধ।

আমরা মনুষ্য, স্থলরাজ্যে বাস করি— মনে করি এখানকার অধিবাসীরাই বিবাদ কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে সতত রত ; এবং সময় সময় জলযুদ্ধ হইয়া সমুদ্র যে রক্তাক্ত হয়,

সেও স্থলবাসীদিগের কার্য্য দেখিতে পাই। কিন্তু জলরাজ্যে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারাও নিরাপদ শান্তি ভোগ করিতেছে না। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার সেখানেও সর্ব্বক্ষণ চলিতেছে। তবে আশ্চর্য্য এই, জলরাজ্যে প্রবলে দুর্ব্বলে যুদ্ধ হইয়া অনেক সময় প্রবল পরাজিত ও হত হয়. তাহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে দিতেছি।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে কতকগুলি ইংরাজ আমেরিকার সেণ্ট লরেন্স নদে ভ্রমণ করিতে যান। এই নদের মুখ বহুদূরবিস্তৃত সাগরের ন্যায়। জাহাজে চড়িয়া ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পান, তিমি ও খড়্গী মৎস্যে ঘোর সংগ্রাম বাধিয়াছে। পাঠিকারা জানেন, তিমিঙ্গিল বা তিমি মৎস্য পৃথিবীর সমস্ত জন্তু অপেক্ষা বৃহদাকার ও মহাবলশালী। ইহা দীর্ঘে ৭০।৮০ হাত হইয়া থাকে। ইহা সমুদ্রে একখানি পোতের ন্যায় দৃষ্ট হয়। জলরাজ্যের রাজা হইয়া এরূপ প্রাণী সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে অবশ্যই আশা করা যায়, কিন্তু ইহার অনেক শত্রু এবং তাহাদিগের জন্য ইহাকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এখানে খড়্গী মৎস্য যুদ্ধে এক সহচর পাইয়াছে, সে একটী (Thresher) থ্রেসার মৎস্য, দীর্ঘে ১০।১১ হাত হইবে। ইহা রাঘব-বোয়াল জাতীয় বলিয়া বোধ হয়। ইহার পৃষ্ঠদেশ কৃষ্ণবর্ণ, এবং উদর সাদা। খড়্গী এবং এই থ্রেসার মৎস্যের কেহই তিমি-মাংস ভক্ষণ করে না, সুতরাং কেবল বিদ্বেষবুদ্ধিতে উভয়ে মিলিত হইয়া যে মৎস্যরাজকে জব্দ করিতে আসিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মৎস্যদিগের বুদ্ধি কম বলিয়া সচরাচর লোকের সংস্কার, কিন্তু যাহারা মহাকায় সাধারণ শত্রুকে বিপদাপন্ন করিবার জন্য এক যোগে ও এক পরামর্শে কার্য্য করিতে পারে, তাহাদের বুদ্ধিচাতুর্য্যের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

তিমিকে আক্রমণ করিবার সময় থ্রেসার জলের উপর ভাসিয়া থাকে, আর খড়্গী মৎস্য জলে ডুবিয়া তিমি মৎস্যের পেটের তলায় গিয়া সবলে খড়্গ প্রহার করে। তিমি প্রহারে ব্যথিত হইয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠে, সেখানে থ্রেসার লাঙ্গুল দ্বারা ক্রমাগত তাহাকে আঘাত করে। ঘটনাখ্যায়ক গ্রে সাহেব লিখিয়াছেন, "আমি দেখিলাম তিমি তাহার বৃহৎ পৃষ্ঠদেশ ভাসাইয়া বার বার জলের উপর উঠিল, এবং সেখানে থ্রেসার যষ্টি প্রহারের ন্যায় ক্রমাগত লাঙ্গুলাঘাত করিয়া তাহাকে অস্থির করিল। তিমি মুখ গুঁজিয়া সজোরে জলগর্ভে প্রবেশ করিল এবং লাঙ্গুলাস্ফালনে জলের উপরিভাগ তোলপাড় করিতে লাগিল, তাহার এক ঘা খাইলে থ্রেসারকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র শত্রু বুদ্ধিপূর্ব্বক লাঙ্গুল এড়াইয়া মস্তকের দিকে সরিয়া পড়িল। অন্য দিকে খড়্গী প্রস্তুত হইয়াছিল, আবার জলমধ্যস্থ তিমি-শরীরে তীক্ষ্ণ আঘাত করিল। তিমি অস্থির হইয়া আবার

জলপৃষ্ঠে ভাসিয়া উঠিল, সেখানে থ্রেসার ঘন ঘন লাঙ্গুলাঘাত করিতে লাগিল। তিমি লাঙ্গুল গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিল, থ্রেসার সরিয়া পড়িল। তিমি ডুবিতে যায়, খড়্গীর খড়্গাঘাত খায় এবং ভাসিতে যায়, থ্রেসারের লাঙ্গুলাঘাত পায়। এইরূপে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া বার বার ডোবা ওঠা করিতে করিতে সে ক্লান্ত হইতে লাগিল, তাহার বিপক্ষদ্বয় ঠিক সুযোগ বুঝিয়া দুই দিক্ হইতে আক্রমণ করিয়া তাহাকে নিরুপায় করিল। তিমি উষ্ণশোণিত জন্তু, বহুক্ষণ জলে ডুবিয়া থাকিতে পারে না। নিঃশ্বাস লইবার জন্য তাহাকে উপরে উঠিতে হয়; বিশেষতঃ খড়্গীর ঘন ঘন তীক্ষ্ণাস্ত্র প্রহারে জর্জ্জরিত হইয়া সে না ভাসিয়া থাকিতে পারে না। তখন সে মস্তকের ছিদ্র দিয়া গভীরগর্জনে জলরাশি ফুৎকার করিয়া প্রস্রবণ উৎপাদন করিতে লাগিল, লাঙ্গুল তাড়নে তুফান ছুটাইয়া সমুদ্রে যেন প্রবল ঝটিকা তুলিল—মহাপ্রলয় উপস্থিত করিল, তথাপি শত্রুরা তাহাকে ছাড়িল না। এক ঘণ্টা তুমুল যুদ্ধের পর তিমি অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িল এবং অবশেষে প্রাণত্যাগ করিল। কানাডাবাসীরা বলে খড়্গী ও তিমি মৎস্যে অনেক সময় এইরূপ মহাযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে তিমি মারা গিয়া থাকে। খড়্গী একা কিন্তু কিছুই করিতে পারে না, সময় সময় তাহার অস্ত্র তিমিশরীরে বিদ্ধ হইয়া সে আটকাইয়া যায় এবং মারা পড়ে। থ্রেসারও তিমি দ্বারা কবলিত হয়। যাহাহউক জলজন্তুগণ এইরূপে পরস্পরে বিবাদ করিয়া মারা গেলে মানবেরাই লাভবান্ হয়, কারণ তাহারা এই মৃত মৎস্য সকলের শরীর হইতে সহজে প্রচুর খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য প্রাপ্ত হয়।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব।

(৩৮৮ সংখ্যা—২০ পৃষ্ঠার পর)

সার রবার্ট পিলের মন্ত্রিত্বকালে স্কট্লণ্ড প্রেসবিটিরিয়ান্ সম্প্রদায় হইতে ফ্রি চর্চ্চ নামক নূতন দলের সৃষ্টি হয়। আয়র্লণ্ডে রোম্যান ক্যাথলিক কলেজের গবর্ণমেণ্টের বৃত্তি বাড়াইয়া দেওয়া হয়। গ্লাডষ্টোন সাহেব ইহার বিরোধী ছিলেন বলিয়া তিনি মন্ত্রিসভার পদ পরিত্যাগ করেন। সার রবার্ট পিল রাজস্বব্যবস্থা বিষয়ে পিট্ এবং হাসকিস্সনের অনুবর্ত্তী ছিলেন।

ইংলণ্ডে বিদেশীয় শস্য আমদানীর অনুকূল ও প্রতিকূল দুই দল ছিল। ১৮১৫ খ্রীঃ অব্দ হইতে ইহাঁরা আপনাপন মত জয়যুক্ত করিবার জন্য অনেক প্রকার উপায় অনুসন্ধান করেন। কব্‌ডেন ও ব্রাইট স্বাধীন বাণিজ্যের সাপক্ষ ছিলেন

এবং শস্য আইন এককালে রহিত করিবার জন্য ঘোরতর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ১৮৪৫ সালে আয়র্লণ্ডের দুর্ভিক্ষ ঘটনা তাঁহাদের সহায় হইল। আয়র্লণ্ডবাসীদিগের প্রধান খাদ্য গোল আলু; গোল আলুর চাষ না হওয়াই এই দুর্ভিক্ষের কারণ। আয়র্লণ্ডে বিদেশীয় শস্য আমদানীর সুবিধা করিতে না পারিলে পর বৎসরও দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী। পিল স্বয়ং শস্য আইনের বিরোধী হইলেও রক্ষণশীলদলের অনুরোধে কার্য্যতঃ কিছুই করিতে পারিলেন না। ১৮৪৬ সালে স্বাধীন বাণিজ্যানুরাগী গ্লাডষ্টোন সাহেব তাঁহার সহকারী হইলে উভয়ে মিলিয়া শস্য আইন রহিত করিলেন। ইহা দ্বারা শস্য স্বল্পমূল্য হইল এবং সাধারণতঃ দেশের মহোপকার সাধিত হইল। কিন্তু কৃষিজীবীরা এই ব্যবস্থা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কমন্স সভায় একটী পৃথক্ দল সংগঠিত করিল। লর্ড জর্জ্জ এবং ডিসরেলী তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন। ইঁহারা যে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন, তাহাতে রবার্ট পিলকে প্রধান মন্ত্রিত্ব পরিত্যাগ করিতে হইল। লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করিয়া লর্ড পামারষ্টোনকে বিদেশীয় সেক্রেটারী করিলেন।

১৮৪৮ সাল একটী স্মরণীয় বৎসর। এই বৎসর ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক রাজধানীতে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়। ফ্রান্সে লুই ফিলিপের রাজত্ব ধ্বংস করিয়া সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয় এবং প্রথম নেপোলিয়নের ভ্রাতষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। জর্ম্মণি, অষ্ট্রীয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশেও প্রজাতন্ত্রপ্রণালী স্থাপনের আন্দোলন হয়। আয়র্লণ্ডে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া ইংলণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। আয়র্লণ্ডে বিদ্রোহ ৩।৪ বৎসর চলিয়াছিল। গবর্ণমেণ্টের কঠোর শাসনে তাহার শান্তি হয়। লণ্ডনে চার্টিষ্টগণ পার্লামেণ্টে এক বৃহৎ আবেদনপত্র অর্পণ করিতে এবং বিদ্রোহিতায় প্রবৃত্ত হইতে সচেষ্ট হন, তজ্জন্য ডিউক অব ওয়েলিংটনকে সৈন্য সসজ্জ করিয়া রাখিতে হইয়াছিল; কিন্তু চার্টিষ্টদিগের চেষ্টা "বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া" হওয়াতে অচিরে ইংলণ্ডে শান্তি স্থাপিত হয়। ১৮৪৯ সালে পার্লামেণ্ট অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশীদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেন, তাহা দ্বারা অচিরকাল মধ্যে উপনিবেশের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। এই বৎসর নাবিকতা আইন রহিত হয়। ১৮৫০ সালে সার রবার্ট পিলের মৃত্যু হয়। লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ একবার ত্যাগ করিয়া আবার তাহা পুনগ্রহণে বাধ্য হন।

১৮৫১ সালে প্রিন্স আলবার্টের যত্ন ও চেষ্টায় লণ্ডনে মহাপ্রদর্শনীর সৃষ্টি হয়। এতদুপলক্ষে যেরূপ জনতা ও সমারোহ হয়, পৃথিবীতে কস্মিন্‌কালে আর কোনও মেলাতে বোধ হয় সেরূপ হয় নাই। ইহার দৃশ্য দেখিয়া সকলের মনে আশা হইয়াছিল যে, পৃথিবী হইতে যুদ্ধ অন্তর্হিত হইল এবং

হীরক জুবিলী উপহার।



ভারতেশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া।

বাণিজ্য-যোগে পৃথিবীর সকল জাতি এক মহাজাতিতে পরিণত হইল।

১৮৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লুই নেপোলিয়ন সেনাবল এবং ক্লবিদলের সাহায্যে ফ্রান্সে সাধারণতন্ত্র পরিবর্ত্তিত করিয়া আপনার হস্তে সমুদায় রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং কিছু দিন পরে সম্রাট উপাধিতে ভূষিত হন। নেপোলিয়নের এই কার্য্যে ইংলণ্ড ভয়াক্রান্ত হইয়া আপনার সৈন্যবল বৃদ্ধি করেন। এই সময়ের আন্দোলনে লর্ড জন রাসেল প্রধান মন্ত্রিত্ব পদ ত্যাগ করাতে প্রথমে লর্ড ডারবি এবং তৎপরে লর্ড এবারডিনের মন্ত্রিদল ইংলণ্ডের রাজকার্য্যের পরিচালক হন।

১৮৫৪ সালে রুষীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময় জার নিকোলাস(রুষিয়ার সম্রাট্। তুরুষ্কবাসী খৃষ্টীয় প্রজাদিগকে আশ্রয়দানে তাঁহার অধিকার আছে এই কথা স্বীকার করিবার জন্য তিনি তুরস্কের সুলতানকে লিখিয়া পাঠান। রুষিয়া এই অধিকার পাইলে তুরুস্কে তাঁহার অসীম প্রভুত্ব স্থাপিত হইবে ভাবিয়া ইংলণ্ড ও ফ্রান্স সুলতানের সপক্ষ হইয়া রুষিয়ার বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে প্রবর্ত্তিত করিলেন। তুরুস্ক, ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ক্রিমিয়ার অন্তর্গত সিবাষ্টপুল নগর অবরোধ করেন। এখানে রুষীয়দিগের প্রধান অস্ত্রাগার ছিল। আমা ও বালাক্লাভাতে দুইটী যুদ্ধ হয়, উভয় যুদ্ধেই রুষিয়ার পরাজয় হয়।

১৭৫৫ সালে এবারডিন মন্ত্রিদলের স্থানে লর্ড পামারষ্টোনের মন্ত্রিত্ব স্থাপিত হয়। সিবাষ্টপুল শত্রুদিগের হস্তগত হয়, কিন্তু রুষিয়া তুরস্কের কার্সনগর অধিকার করেন। যুদ্ধে কোন পক্ষেরই বিশেষ লাভ না হওয়াতে ১৮৫৬ সালে পারিসে সন্ধি স্থাপিত হয়। রুষিয়া সিবাষ্টপুল পুনরায় গড়বন্দী করিবেন না এবং কৃষ্ণ সাগরে যুদ্ধজাহাজ রাখিবেন না বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ১৮৭০ সালে সন্ধিপত্রের এ নিয়ম অগ্রাহ্য করেন।

১৮৫৬ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ বাদে। ১৮৩৯ সালে চীনের সহিত ইংলণ্ডের প্রথম যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংলণ্ড জয়ী হওয়াতে হংকং নগরে ইংরাজদিগের অধিকার স্থাপিত হয়, এবং চীনের আরও কয়েকটী নগরে ইংরাজেরা বাণিজ্য করিবার অধিকার পান। দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ ইংরাজদিগের দোষেই সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধ চলিতে চলিতে সিপাহীবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহের অনেকগুলি কারণ ছিল, তন্মধ্যে এই কয়েকটীকে প্রধান বলিয়া গণনা করা যায়—(১) লর্ড ড্যালহাউসির পররাজ্য গ্রহণ; (২) জনরব যে বন্দুকের টোটা গরু ও শূকরের চর্ব্বি দ্বারা নির্ম্মিত, তাহা দাঁত দিয়া কাটিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীর জাতি যাইবে; (৩) ভবিষ্যদ্বাণী—১৮৫৭ সালে পলাসীর যুদ্ধে ইংরাজেরা যে রাজ্য পান, ১০০ শত বৎসর পরে তাহার বিলোপ হইবে।

বিদ্রোহের লক্ষণ প্রথমে বঙ্গদেশে বারাকপুরে প্রকাশিত হয়, পরে ইহা সমুদায় বঙ্গদেশ, বেহার ও উত্তরপশ্চিমে ব্যাপ্ত হইয়া

পড়ে। সিপাহীরা মোগল সম্রাটের এক বংশধরকে সিংহাসনে বসাইয়া চারি দিকে মহামারী আরম্ভ করে। লক্ষ্ণৌ ও কানপুরে বিদ্রোহীদিগের আর দুইটী প্রধান আড্ডা হয়। কানপুরে সাহায্য আসিতে না আসিতে তত্রত্য আবালবৃদ্ধবনিতা সকল ইংরাজ হত হন। শিখ সৈন্যদিগের সাহায্যে পঞ্জাবের কমিশনর সার জন (পরে লর্ড) লরেন্স দিল্লী নগর পুনরুদ্ধার করেন। অবশেষে সার কোলিন কাম্বেল ইংলণ্ড হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আসিয়া লক্ষ্ণৌ উদ্ধার করেন এবং দেশময় শান্তি পুনঃস্থাপিত হয়। এই বিদ্রোহের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়ান কোম্পানী বিলুপ্ত হইয়া ভারতবর্ষ মহারাণীর খাস রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইল এবং ইংলণ্ডস্থ ষ্টেট সেক্রেটরী এবং ভারতীয় রাজপ্রতিনিধি বা গবর্ণর জেনারেল দ্বারা ভারত শাসিত হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)।

কেদার ও অমলা।*

সুখময় আরব † প্রদেশের ইমান বা অধীশ্বর য়ারব অতি সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং প্রজাদিগকে সন্তান-নির্ব্বিশেষে পালন করিয়া অতিশয় সুখে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানীর অনতিদূরে এক পর্ব্বতশিখরে একটী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার নাম মালী। তিনি ইমানের পরম বন্ধু ছিলেন। মালী জ্ঞানের অবতার ছিলেন, এই জন্য ইমান উপদেশ গ্রহণ ও পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা তাঁহার নিকট গমন করিতেন।

য়ারবের একমাত্র পুত্র, তাঁহার নাম কেদার। বাল্যকাল হইতে তাহার স্বভাব এপ্রকার বিকৃত যে পিতা তাহার জন্য সর্ব্বদা দুর্ভাবিত থাকিতেন। য়ারব তাহাকে সুশিক্ষিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন চেষ্টায় কোন ফল দর্শে নাই। কেদার নীচ লোকদিগের সংসর্গে মিশিত এবং তাহাদিগের তোষামোদে সে নষ্ট হইয়াছিল। য়ারব দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন এই সন্তান ভবিষ্যতে দুরাচারী হইবে এবং অনেক ক্লেশ ভোগ করিবে। পাছে কুসন্তান পৈতৃক ধন সম্পত্তি সকল উড়াইয়া দেয়, সেই ভয়ে তিনি সন্ন্যাসাশ্রমের নিম্নদেশে এক গভীর গহ্বর খনন করিলেন এবং তন্মধ্যে প্রভূত ধনরাশি লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন। তিনি

---

* 'কিডার ও এমিলা' নামক আরবীয় উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত। এখানে কিডার 'কেদার' ও 'এমিলা' অমলা।

† আরব দেশ তিন ভাগে বিভক্ত—পার্ব্বত্য, মরুময় ও সুখময় আরব। এই শেষোক্ত প্রদেশ অতি উর্ব্বর ও সর্ব্বপ্রকার সুখের আধার।

সেই গহ্বরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীর হস্তে তাহার চাবী দিলেন এবং তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, যতক্ষণ সন্তানের এক পয়সা থাকিবে, ততক্ষণ এ সঞ্চিত অর্থের কথা তাহাকে জানাইবেন না এবং ইহার এক কপর্দ্দকও তাহাকে দিবেন না। যখন নিতান্ত নিরাশ্রয় ও বিপদাপন্ন হইয়া চৈতন্য লাভ করিবে, তখনই এই গুপ্তধনের বিষয় তাহার নিকট প্রকাশ করিবেন।

কিছু দিন পরে সাধু যাদবের মৃত্যু হইল। মৃত্যুকালে সন্ন্যাসী মালী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন, তিনি তাঁহার অনুরোধের কথা পুনরায় তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। কেদার ইমান হইলেন। যৌবন, ধন, সম্পত্তি, প্রভুত্ব ও অবিবেকিতা সকলই তাঁহার জুটিল এবং তিনি সদস্যগণের কুপরামর্শে সর্ব্বপ্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যে তাঁহার হস্তগত সমুদয় অর্থ নিঃশেষিত হইল। তিনি প্রজাদিগের উপর অতিরিক্ত করস্থাপন করিয়া তাহাদিগের বিরাগভাজন হইলেন।

কেদার শিকার-প্রিয় ছিলেন। এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া তাঁহার নয়নপথে হঠাৎ একটী পরমা সুন্দরী মেষপালিকা পতিত হইল। দরিদ্র বালিকা নির্জ্জন প্রদেশে একাকিনী মেষ সকল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। কেদারের চক্ষে সে বড় রূপবতী বলিয়া বোধ হইল; এবং তাহার নিকটে গিয়া যুবক ইমান তাহার রূপের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। বালিকা সলজ্জ ও বিনম্র ভাবে যেরূপ উত্তর দিল, তাহাতে কেদার অপ্রতিভ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। গরিব বালিকা তাঁহাকে দেখিয়া যে সরিয়া যাইবে, ইহা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই; কিন্তু তাহার বিনম্র ভাবে তিনি অধিক মুগ্ধ হইলেন। সে দিন চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার আকর্ষণ ছাড়িতে পারিলেন না। প্রতিদিন সেই বনদেশে সেই মেষপালিকার সহিত কথোপকথন করিতে আসেন। এই বালিকার নাম অমলা। ইমান কেদার তাহার নিকট আত্মপরিচয় দিয়া তাহাকে তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও অন্তঃপুরবাসিনী করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। মেষপালিকা এ গৌরবাকাঙ্ক্ষা করিল না, প্রত্যুত শিকারীকে ইমান বলিয়া জানিয়া ভয়াক্রান্ত হইল। কেদারের প্রকৃতির মূলে সাধুভাব ছিল। বালিকার মধুর জ্ঞানগর্ভ কথায় তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং তাহার প্রতি তাঁহার অনুরাগ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

সে দিন কেদার রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া আসিয়া আপনার প্রিয়পাত্র (আমরু) অমরকে অমলার কথা খুলিয়া বলিলেন। অমর নষ্ট প্রকৃতির লোক। রমণীর ধর্ম্মভাব ও গুণের কথা শুনিয়া সে হাস্য করিতে লাগিল। কেদারকে বলিল "তুমি নির্ব্বোধ, তাই সে তোমাকে ছলনা করিয়াছে।" বলিল "আমার পরামর্শ শুন। বালিকাকে বলপূর্ব্বক লইয়া আসিয়া অন্তঃপুরে রুদ্ধ

করিয়া রাখ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি দুই দিনের পর তিন দিন যাইবে না, সে তোমার সম্পূর্ণ বশীভূত হইবে।"

কেদার বয়স্যের পরামর্শে সম্মত হইলেন। কিন্তু ভাবিলেন অমলার সহিত একবার শেষ আলাপ করিয়া দেখি, তাহাতে যদি কৃতকার্য্য না হই, অমরের উপর কার্য্যোদ্ধারের ভার দিব। কেদার মেষপালিকার সহিত দেখা করিতে গেলেন। এবার কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় তাহার প্রতি কোমল ব্যবহার করিলেন না। বালিকা তাহার অশিষ্ট ব্যবহারে রোষ প্রকাশ করিল। কেদার বিদায় লইবার সময় ভয়প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিয়া গেলেন "তোমাকে কে রাখে? কল্য তুমি আমার হইবে।" প্রাসাদে প্রত্যাগত হইয়া অমরকে আদেশ করিলেন, "যাও, সেই সুন্দরীকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া আইস।"

অমর ইমানের আজ্ঞাপালনার্থ লোকজন লইয়া সেই বনপ্রদেশে গমন করিল, কিন্তু তথায় বালিকার দর্শন পাইল না। অমলা পলাইয়াছে। চারি দিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল, তাহার সন্ধান পাওয়া গেল না। তাহার পর্ণকুটীর শূন্য, তথায় মেষপালনদণ্ড ও মেষ সকল রহিয়াছে, কিন্তু অমলা নাই। খুঁজিতে খুঁজিতে তথায় একখানি চিঠি পাওয়া গেল, ইহা বালিকা কেদারকে লিখিয়া গিয়াছে। ইহা যেমন ধর্ম্মভাবপূর্ণ, তেমনি রমণীচরিত্রের গৌরবব্যঞ্জক। অমর লজ্জাবনতমুখে রাজবাটীতে ফিরিলেন, ইমান তাহার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিলেন, এবং মেষপালিকার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। অমর নূতন নূতন আমোদ প্রমোদ যোগাইয়া প্রভুর মনস্তুষ্টি সাধন করিতে লাগিল।

দরিদ্র বালিকা কেদারের শেষ সম্ভাষণে শঙ্কাকুল হইয়া ঘরে মেষগুলিকে রাখিয়া প্রাণপণে দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল। তাহার পিতা মাতাকে সে অত্যন্ত ভাল বাসিত। কিন্তু আপনার ধর্ম্মরক্ষার্থ তাহাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কেদারের প্রতি অমলার প্রণয় সঞ্চারিত হইয়াছিল, কিন্তু তিনি উচ্চপদস্থ ইমান এবং দুশ্চরিত্র, ইহা জানিয়া হৃদয়কে সংযত ও দৃঢ় করিল। সে আপনার অবস্থা ভাবে, আর অশ্রুপাত করিতে করিতে দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। বালিকা অবশেষে সন্ন্যাসী মালীর আশ্রমপর্ব্বতে আসিয়া উপনীত হইল। ঋষিবর সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিলেন, এবং তাহার আদ্যন্ত বৃত্তান্ত সমুদায় শুনিয়া তাহাকে অভয়দান করিয়া বলিলেন, "এখানে আমার আশ্রমে থাক, কেহ তোমার অনিষ্ট করিতে পারিবে না।" তিনি আরও বলিলেন "রাবের মৃত্যুর পর কেদার এ আশ্রমে একবারও পদার্পণ করেন নাই।" সন্ন্যাসী অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিতে কোনও আশঙ্কা নাই জানিয়া অমলা তাঁহার আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন। পিতা মাতার জন্য অমলার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ছিল। কিন্তু সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের জন্য

অর্থ সাহায্য পাঠাইবার অঙ্গীকার করাতে তিনি আশ্বস্ত হইলেন। য়াব্রব সন্ন্যাসীর নিকট যে অর্থ রাখিয়াছিলেন, সৎকার্য্যে ও দরিদ্রের সাহায্যার্থ তাহা হইতে ব্যয় করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। অমলা সেখানে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনের একটী মাত্র দুঃখ এই যে, কেদার রাজ্যেশ্বর ও দুশ্চরিত্র!

(ক্রমশঃ)

আশীর্ব্বাদাষ্টকম্।*

প্রাচীনকালের আর্য্যগণ ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন এবং সংসারকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে কায়মনোবাক্যে প্রাণগত যত্ন করিতেন। গার্হস্থ্য তাঁহাদিগের নিকট শ্রেষ্ঠ আশ্রমস্থল, এবং যে বিবাহ এই গার্হস্থ্য আশ্রমে প্রবেশের সোপান, তাহা তাঁহাদের নিকট একটী ধর্ম্মময় ব্যাপার ছিল। "সহোভৌ চরতং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাংকৃতমানসৌ"—ব্রহ্মের সহিত চিত্তের একতা স্থাপন করিয়া স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ধর্ম্মাচরণ কর, এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কন্যাকর্ত্তা বরের হস্তে কন্যাকে সমর্পণ করিতেন, এবং বর কন্যাকে আপনার সহধর্ম্মিণী বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত গৃহধর্ম্মপালনে নিযুক্ত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতকে পুনরায় পুণ্যভূমি করিতে হইলে বিবাহের এই উচ্চ ভাবের উপর প্রত্যেক গৃহকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, এবং স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ধর্ম্মাচরণ করিবার জন্য, প্রত্যেক দম্পতীকে তাহা বুঝিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আমরা "আশীর্ব্বাদাষ্টকম্" অর্থাৎ নব দম্পতীর প্রতি আশীর্ব্বাদসূচক ৮টী শ্লোক সানুবাদ নিম্নে প্রকটিত করিলাম। আশা করি, ইহা দ্বারা সকল দম্পতী, বিশেষতঃ নব দম্পতীগণ আপনাদিগের জীবনের লক্ষ্য অবধারণে সহায়তা লাভ করিবেন।

পুণ্যদাম্পত্যসূত্রেণ বদ্ধৌ যস্যেচ্ছয়া বিভোঃ।
সহোভৌ চরতং ধর্ম্মং যুবাং তস্যৈব তুষ্টয়ে ॥ ১ ॥

তোমরা উভয়ে আজি যাঁহার ইচ্ছায় পবিত্র দাম্পত্য-সূত্রে পরস্পর বদ্ধ হইলে, একমাত্র সেই ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় তোমরা একসঙ্গে ধর্ম্মসাধনা কর। ১।

জীবতং শাশ্বতং কালমবিচ্ছিন্নৌ পরস্পরম্।
ব্রহ্মার্পিতমনঃপ্রাণৌ বিশ্বকল্যাণদীক্ষিতৌ ॥ ২ ॥

তোমরা উভয়ে পরম ব্রহ্মে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্ব্বক বিশ্বকল্যাণ-ব্রতে দীক্ষিত হইয়া পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে অনন্তকাল জীবিত থাক। ২।

তৎসর্ব্বসাক্ষিণশ্চক্ষুর্ব্বা অন্তর্বহিঃ সদা।
লক্ষয়ন্তৌ সাবধানৌ কুরুতং সকলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৩॥

সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরের চক্ষু সকলের অন্তরে ও বাহিরে নিয়ত জ্বলিতেছে, তোমরা

* কোনও ব্রাহ্মবিবাহ অনুষ্ঠানের পর নবদম্পতীকে এই ৮টী আশীর্ব্বচন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করা হয়।

তাহা লক্ষ্য করিয়া সাবধানে সকল কার্য্য করিও। ৩।

সিন্ধাবিব নদীবারি প্রেমসিন্ধৌ পরেশ্বরে।
পতিতং যুবয়োঃ প্রেম যাত্বসেয়াং বিশালতাম্ ॥৪॥

নদীর জল মহাসাগরে পতিত হইয়া যেরূপ অসীম বিশালতা প্রাপ্ত হয়, তোমাদের পরস্পরের প্রেম সেইরূপ প্রেমসাগর-পরমেশ্বরে পতিত হইয়া অসীম বিশালতা প্রাপ্ত হউক। ৪।

অনন্তকারুণ্যনিধিঃ স ঈশঃ
'বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা'।
দদাতু বাং সর্ব্বসুমঙ্গলানি
সর্ব্বত্র বাং রক্ষতু সর্ব্বদৈব ॥ ৫।

বিশ্ববিধাতা বিশ্বপাতা অনন্তকরুণানিধি ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্ব্ব সুমঙ্গল দান করুন, সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই তোমাদিগকে রক্ষা করুন। ৫।

হৃদা চিদানন্দসুধাং নিপীয়
জরা-রুজা-মৃত্যু-ভয়-প্রমুক্তৌ।
অনন্তকীর্ত্তের্জগদীশ্বরস্য
বিরাজতং শাশ্বতকীর্ত্তিকেতু ॥ ৬॥

হৃদয় ভরিয়া চিদানন্দসুধা পান করতঃ জরা-রোগ-মৃত্যু-ভয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া তোমরা দুটীতে অনন্তকীর্ত্তিশালী জগদীশ্বরের দুইটী অক্ষয়কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে বিরাজমান হও। ৬।

যদেব কল্যাণময়ঃ করোতি।
তদেব কল্যাণমিতি স্মরন্তৌ।
সুখেষু দুঃখেষু চ নির্বিকারৌ
ধর্ম্মে যুবাং তিষ্ঠতমপ্রকম্প্যৌ ॥ ৭ ॥

'সেই মঙ্গলময় যাহাই করেন, তাহাই মঙ্গলের জন্য'—এই কথা সর্ব্বদা মনে রাখিও এবং সুখে দুঃখে নির্বিকার হইয়া উভয়ে ধর্ম্মপথে অটল থাকিও। ৭।

কৃতাঞ্জলির্বিশ্বপিতঃ! প্রযাচে
ত্বয়ৈব রক্ষ্যৌ তনয়াবিমৌ তে।
বধূবরৌ দর্শয় নাথ হে! ত্বং
সংসারদুর্গেঽমৃতধামমার্গম্ ॥ ৮।

হে বিশ্বপিতঃ! এই নবদম্পতী তোমারি পুত্র-কন্যা, তোমারি রক্ষণীয়। হে নাথ! করযোড়ে প্রার্থনা করি,—এই সংসার-সঙ্কটে ইহাদিগকে তুমি অমৃতধামের পথ দেখাইয়া দেও। ৮।

ওঁ স্বস্তি-স্বস্তি-স্বস্তি।

উদাসীনের চিন্তা।

'মহেন্দ্র বাবু' একজন স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিবিৎ পণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। তিনি জাতীয় মহাসমিতির একজন প্রধান উদ্যোক্তা। এতদর্থে যথোচিত অর্থ ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত নহেন। নানা স্থানে যাইয়া দেশের লোকদিগকে মহাসমিতির উদ্দেশ্য বুঝাইতে চেষ্টা করেন। যাহাতে মৃত ভারতের বিবিধ জাতি এক ভ্রাতৃবন্ধনসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারে, তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। এজন্য তাঁহার গৃহ রাজনীতিবিৎ স্বদেশহিতৈষীদিগের সম্মিলনের প্রধান স্থান। রাত্রিকালে বিষয়-

কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলে পর তাঁহার গৃহে অনেক বন্ধুবান্ধব সম্মিলিত হন, এবং সকলে মিলিয়া দেশের মঙ্গলামঙ্গল আলোচনা করেন, কিন্তু তথায় ধর্ম্ম ও সমাজনৈতিক বিষয়ের কোনও আলোচনা হয় না। রাজনীতির দিকে সকলের মনের ঝোঁক। মহেন্দ্র বাবু রাজনীতি বিষয়ে উদারতার পক্ষপাতী হইলেও সমাজনীতি বিষয়ে বিলক্ষণ রক্ষণশীল। স্ত্রী স্বামীর বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত বাক্যালাপ করেন, ইহাও তাঁহার মতবিরুদ্ধ। তিনি স্ত্রীশিক্ষার বিরোধী ছিলেন না; সুতরাং সহধর্ম্মিণী কোমলকুমারীকে রীতিমত শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুশিক্ষার আলোক পাইয়া কোমল কুমারীর হৃদয়কুসুমটী সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রসারিত হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হইতেছিল। তাই তিনি স্বদেশবাৎসল্যের সঙ্কীর্ণ খাতে বিচরণ করিতে ভাল বাসিতেন না। স্বামী যখন বন্ধুজন সহ রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইতেন, তখন কোমলকুমারী গৃহান্তরে অবস্থানপূর্ব্বক সমস্ত কথা শুনিতেন এবং বন্ধুগণ বিদায় গ্রহণ করিলে পর যখন মহেন্দ্র বাবু শয়নপ্রকোষ্ঠে গমন করিতেন, তখন পত্নীর সহিত রাত্রিকালীন আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে কথা বলিতেন। একদিন মহেন্দ্র বাবু ও তাঁহার বন্ধু শ্যাম বাবুর মধ্যে ইংরেজ জাতির ভারত অধিকারসম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গ হইতেছিল। কোমলকুমারী অন্তরালে থাকিয়া সমস্ত শুনিয়াছিলেন। পতি মহেন্দ্র বাবু শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলে কোমলকুমারী তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আজ তোমাতে ও তোমার বন্ধুতে যে কথা হচ্ছিল, তাহাতে আমি সায় দিতে পাল্লেম না।"

ম। কত কথাই হচ্ছিল, তুমি কোন্ কথার বিষয় বল্‌ছ?

কো। তোমাদের স্বদেশ-হিতৈষণার কথাটা আমার আদবেই ঠিক্ বলে মনে হয় না। যাঁদের মনটা ছোট, তাঁদেরই আত্মপর স্বদেশ-বিদেশ বিচার আছে; যাঁদের মন আকাশের মত প্রসারিত, তাঁদের আর এ বিচার থাকে না। "উদারচরিতানান্তু বসুধৈব কুটুম্বকম্।" উদারচরিত্র ব্যক্তিদের পৃথিবীর সমস্ত লোক আপনার।

ম। ইংরেজ জাতি এসে আমাদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিবে, আর আমরা সকলে শুকিয়ে মর্ব্ব, এটা কি তুমি ঠিক মনে কর?

কো। তোমার স্বদেশেই কি সকল লোক সমভাবে আহার পায়? জমিদারগণ প্রজার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটান, আর প্রজালোক শুকিয়ে মর্চ্চে; এটা কি ঠিক্?

ম। না, আমি তাও ঠিক মনে করি না।

কো। কই তোমার জাতীয় মহাসমিতিতে এ বিষয়ে কেহ কোন কথা তুল্‌ছেন না? স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তিগণও এজন্য বড় একটা কিছু কর্চ্ছেন না।

ম। সকলই আস্তে আস্তে হবে। ইংরেজ

জাতি ভারতবর্ষের অর্থকোষ শোষণ ক'রে সর্ব্বনাশ কল্লে, আগে তারই একটা প্রতিবিধান করা চাই।

কো। তোমার দেশে শিক্ষিত লোকগণ কৃতী ব'লে যেমন জীবন সংগ্রামে জয়লাভ কচ্ছে, আর অশিক্ষিত লোকগণ ক্রমশঃ উচ্ছিন্ন যাচ্ছে, দুর্ভিক্ষে দুর্ভিক্ষে নিরন্ন ও বস্ত্রহীন হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে, তেমন ইংরেজ জাতিও তোমার দেশের লোকদের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হ'য়ে জয়লাভ কচ্ছে, এতে এত গাত্রজ্বালা কেন?

ম। ইংরেজ জাতি না এলে আমাদের দেশে এত দুর্ভিক্ষ হত না, লোক সকল অকালে মরত না।

কো। একি তুমি শাস্ত্রের কথা, না যুক্তির কথা বল্‌ছ? দেশে দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, তাতে ইংরেজ জাতির দোষ কি? ইংরেজ জাতি এদেশে এসেছে বলে কি অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি হচ্ছে? অতিবৃষ্টি ও অনাবৃষ্টি শস্যহানির কারণ। এদিকে লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়্‌ছে। মুখের সংখ্যা বাড়্‌ছে, আহার্য্যের পরিমাণ না বেড়ে বরঞ্চ কম্‌ছে, তাই দুর্ভিক্ষ যেন লেগেই রয়েছে, তবে ইংরেজকে দুষ্‌ছ কেন?

ম। ঈষৎ বিরক্ত হইয়া—তোমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এ সকল কথা ঢুক্‌বে না।

কো। কেন বুঝিয়ে বল্‌লেই ঢুক্‌তে পারে, তবে গায়ের জোরে কোন কথা বল্লে ঢুক্‌বে না সত্য।

ম। কেবল অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টিই কি শস্যের অল্পতার কারণ? পূর্ব্বে যে যে ভূমিতে ধান্য রোপণ করা হত, আজ কাল সে সকলের অনেক ভূমিতে পাট রোপণ করা হচ্ছে। ইংরেজ জাতি ভারতে আসিয়া এদেশ হইতে বহুল পরিমাণ পাট রপ্তানি কর্‌ছে, তাই কৃষকগণ টাকার লোভে ধানের চাষ ছেড়ে দিয়েছে। এতদ্ভিন্ন অনেক চাল বিদেশে রপ্তানি হয়। ইংরেজগণই এই সকল চাল ক্রয় করিয়া লইতেছে। এখন দেখ ইংরেজ জাতি ভারতে শস্যাল্পতার কারণ কি না? ইংরেজ জাতি ভারতের পাট ও চাল রপ্তানি না কল্লে এরূপ আহার্য্যের অল্পতা ঘটিত না।

কো। এখন বুঝলেম তুমি বহির্বাণিজ্যের বিরোধী।

ম। আমি বহির্বাণিজ্যের বিরোধী নহি। ভারতবর্ষ হইতে সোণা রূপার অলঙ্কার বিদেশে রপ্তানি হউক, ক্ষতি নাই। ভারতবর্ষ হইতে কোটি কোটি টাকার চা বিদেশে চলে যাক্, আপত্তি নাই। কিন্তু যে বহির্বাণিজ্যে খাদ্যের অল্পতা জন্মে, আমি তাহার পক্ষপাতী নহি। পাঠাব ধান চাল, লব মদ; পাঠাব পাট, লব গণি ব্যাগ ইত্যাদি; ইহা কি ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য নহে?

কো। তোমার কথা মেনে নিলেও ইংরেজ জাতিকে দোষী কর্ত্তে পারি না। যে পাট বিদেশে রপ্তানি হয়ে বিদেশের কলে রূপান্তরিত হয়, সে পাট দেশে থাকিয়া দেশের কলে রূপান্তরিত হ'লে তুমি কি মনে কর্ব্বে?

ম। সে ত ভাল কথা, কারণ তখন

কেবল পাটোৎপাদনকারী কৃষকগণই উপকৃত হবে এমত নহে, কল কারখানায় ভারতবাসী শ্রমজীবিগণও উপকৃত হবে। দেশের পাট বিদেশে চলে গেলে কৃষকগণ সমভাবে উপকৃত হয় সত্য, কিন্তু বিদেশের শ্রমজীবিগণ উপকৃত হচ্ছে, অথচ ভারতের শ্রমজীবী কর্ম্মাভাবে যথেষ্ট কষ্ট পাচ্ছে।

কো। এজন্যই আমি বলি যে, তোমাদের স্বদেশবৎসলতার নীতিটা স্বার্থপরতারই রূপান্তর মাত্র। বিদেশের শ্রমজীবিগণ কি মানুষ নয়? তারা কি ঈশ্বরের সম্পর্কে আমাদের ভাই নয়? স্বদেশ বিদেশ ত কেবল দেশের সীমারেখা লইয়া। স্বদেশের সীমারেখাটা একটু প্রসারিত ক'রে বিলাতকে তার মধ্যে পূরে নিলেই ত বিলাতও স্বদেশ হয়ে গেল। বোম্বাই যদি বঙ্গবাসীর স্বদেশ হয়, বঙ্গদেশের উৎপাদিত পাটে বোম্বাই দেশের শ্রমজীবিগণ উপকৃত হলে যদি তোমার আনন্দের কারণ হয়, তবে বঙ্গদেশের পাটে বিলাতের শ্রমজীবিগণ উপকৃত হলে আনন্দ হবে না কেন?

ম। এ জনাই ত কথায় বলে মেয়েমানুষের কাঁধের উপর দিয়ে কাছা! বঙ্গবাসীর পক্ষে বিলাত আর বোম্বাই বুঝি এক হল?

কো: আমরা ত নিন্দার ভাজন আছিই, আমরা অন্তঃপুরে থাকি, আমাদের বুদ্ধিই বা কত? তবে তুমি একবার বুঝিয়ে বল না।

ম। আরে, বোম্বের লোকও যাঁকে কর দেয়, আমরা তাঁকেই কর দিয়ে থাকি, সেই করে দেশ সুশাসিত ও সুরক্ষিত হচ্ছে। বোম্বের লোক দরিদ্র এবং করবহনে অসমর্থ হলে ব্যয়ভার অধিক পরিমাণে বঙ্গের ঘাড়ে পড়বে, এবং সেই ব্যয়ভার সকলকেই বহন কর্ত্তে হবে। বিলাতের সঙ্গে সে সম্বন্ধ নাই। বিলাতের শ্রমজীবিগণের অবস্থা সচ্ছল হলেই বা কি না হলেই বা কি?

কো। এজন্যই ত আমি বলেছিলেম যে, তোমাদের স্বদেশহিতৈষণা স্বার্থপরতা বই আর কিছুই নহে, এখন তুমিও তর্কমুখে তাহা স্বীকার কর্ত্তে বাধ্য হলে। আমি এ নীতি ল'য়ে তুষ্ট থাকতে পারি না। বিলাতের লোক সকল বুঝি এক রাজার প্রজা নয়? হউক না হউক যখন আমরা এক পিতার সন্তান, তখন তাঁহাদের উন্নতি ও সুখেই আমার আনন্দ। আমি তাঁহাদের কাছে কিছু আর্থিক সাহায্য প্রত্যাশা করি না, ইহা করাও অন্যায়, কেবল মানুষ বলিয়াই তাঁহাদিগকে ভালবাসি। তাই আমার অনুরোধ, তুমি তোমার সঙ্কীর্ণ নীতি ছেড়ে দাও, উদার বিশ্বজনীন প্রেমমন্ত্রে দীক্ষিত হও।

ম। ইংরেজীতে একটা কথা আছে "Charity begins at home"—গৃহই উদারতা শিক্ষার প্রথম স্থল। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে গৃহে, তৎপরে স্বদেশে উদারতা শিক্ষা করিয়া বিদেশকে স্বদেশরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। তুমি তাহা না ক'রে লাফ দিয়ে সকল পৃথিবীকে আপনার কর্ত্তে চাও, তা হবে কেন?

কো। তুমি কি ক'রে জানলে আমি লাফ দিয়ে পৃথিবীকে আপনার কর্ত্তে যাচ্ছি? তোমার সংস্কার ভ্রমাত্মক। আমি তোমাকে কি স্বামীর মত ভাল বাসি না, ভারতের দুঃখেও কি কাঁদি না? অথচ জগৎকেও আপনার কর্ত্তে প্রয়াসী—জানি না, কোন্ দিন সর্ব্বতোভাবে কৃতকার্য্য হব! শ্রীচঃ।

পবিত্রতা।

১

প্রবীণ ব্রাহ্মণ করি গঙ্গা-স্নান
ভক্তি-আর্দ্র চিতে পড়ি গঙ্গাধ্যান,
ত্বরিতগমনে পথ দিয়া যান;
পথেতে চণ্ডাল দাঁড়ায়েছিল।

২

ছাড়্ পথ চাড়্ বেলা হ'ল মোর,
দাঁড়াস্ পথেতে কি আক্কেল তোর?
কহিল ব্রাহ্মণ ক্রোধেতে বিভোর;
প্রণমি চণ্ডাল তাঁহাকে কহিল—

৩

কে ছাড়িবে পথ? কিসের কারণ?
কাহারে আপনি করেন বারণ?
ব্রাহ্মণ আপনি সুমহান্ জন,
কি ক্ষতি তোমারে স্পর্শিলে চণ্ডাল?

৪

অপবিত্র তুমি, স্পর্শিলে তোমারে
প্রায়শ্চিত্ত বিধি দেয় শাস্ত্রকারে,
তবু নাহি পথ ছাড়িছ আমারে,
পথমাঝে ভাল ঘটালে জঞ্জাল।

৫

কেবা আমি বল, আত্মা কি শরীর?
কে ছাড়িবে পথ, শরীর ত স্থির।
আত্মা কি সরিবে? ব্রাহ্মণ স্থবির!
হাসিয়া চণ্ডাল উত্তরিলা তাঁর!

৬

যেই পঞ্চভূতে শরীর আমার,
সেই পঞ্চভূতে শরীর তোমার,
এ দেহ কেবলি আত্মার আধার,
একি পরিণাম অস্থিমেতে হায়।

৭

অপবিত্র তবে আত্মা কি আমার,
বল তারে পথ ছাড়িতে তোমার?
বিদ্বান্ আপনি, অজ্ঞান আঁধার
হৃদি কিন্তু তব ঘেরিয়া রয়।

৮

নাহি ভেদাভেদ পবিত্র আত্মার,
এক আত্মা দ্বিজ তোমার আমার?
তুমি আমি এক হইব আবার
নশ্বর দেহের হইলে লয়।

৯

পবিত্র যে জন স্পর্শিলে তাহায়,
পবিত্রতা তার দূরে নাহি যায়;
জাহ্নবীর নীর স্পর্শিলে মলায়
অপবিত্র কভু না হয় তায়!

১০

চণ্ডালের কথা শুনিয়া তখন
খুলিল দ্বিজের জ্ঞানের নয়ন
অধম চণ্ডালে দিতে আলিঙ্গন
দ্বিজবর ত্বরা ধাইয়া যায়।

১১

আয়রে চণ্ডাল! ধার্ম্মিক সুজন,
দয়া ক'রে মোরে দেহ আলিঙ্গন;
যেই তত্ত্ব কথা করালে শ্রবণ,
জ্ঞানের নয়ন ফুটালে তায়।

১২

চণ্ডাল তখন করি নমস্কার
বলে কুন দেব ছস্কৃতি আমার,
ভক্তিভরে লয়ে পদধূলি তাঁর
লুণ্ঠিত হইল দ্বিজের পায়।

১৩

করে ধরি দ্বিজ চণ্ডালে তখন,
উঠায়ে যতনে দিয়ে আলিঙ্গন,
বলিল চণ্ডাল বুঝেছি এখন—
ব্রাহ্মণে চণ্ডালে প্রভেদ নাই।

১৪

জাতীয় গৌরব আত্ম-অহঙ্কার
সকলি অলীক, সকলি অসার;
বিশ্ব-প্রেমে মন নাহি মজে যার,
ধর্ম্ম কর্ম্ম তার সকলই ছাই।

দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি।

দুর্ব্বলা রমণীর অপরাজেয়া শক্তি কথাটা আপাততঃ কিছু অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। দুর্ব্বলা রমণীর আবার এমন কি শক্তি থাকিতে পারে, যাহা শক্তিময় জগতের প্রবল শক্তির নিকট অপরাজেয়া? রমণীত পুরুষমণ্ডলীর ক্রীড়ার পুতুল, তাহাদের যথেচ্ছ ব্যবহারের বস্তু! অন্যের ইচ্ছার ...ছে যাহাদের চলিবার শক্তি নাই, ...হারা আবার কোন্ শক্তিতে অপরা-...য়া? কিন্তু রমণীর যে এইরূপ শক্তি ...ছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। জগৎ চির-...ল এই সত্যের সাক্ষ্য দিয়া আসিয়াছে। ...মময় পরমেশ্বর দুর্ব্বলা রমণীর মধ্যে ...ন কিছু শক্তি প্রদান করিয়াছেন, যাহা পৃথিবীর কোনও শক্তির নিকট পরাজিত হইবার নহে।

আমরা অন্যের রক্ষণাধীন না থাকিলে নিজকে অরক্ষিতা মনে করি। কিন্তু নিজে নিজের রক্ষক না হইলে কি অপরে কাহাকেও রক্ষা করিতে পারে? আমরা ত আর জড়বস্তু নহি যে, অন্যের রক্ষণাধীন থাকিয়া রক্ষা পাইব? যদি তাহা সম্ভবপর হইত, তবে রক্ষক থাকিতেও আমাদের এই দুরবস্থা কেন? আমরা যে জ্ঞান, প্রেম, পবিত্রতাময় আত্মা। আমাদের সেই জ্ঞান, সেই প্রেম, সেই পবিত্রতা কোথায়? আমা-দের সেই অপরাজেয়া শক্তি, সেই অনন্ত, জীবন্ত, বিশ্বমোহনী কল্যাণদায়িনী শক্তি

কোথায়? আমাদের সেই জ্যোতি, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্য কোথায়? অন্যের রক্ষণাধীন থাকিয়া এমন হইয়াছি যে, জগৎ আমাদিগকে দেখিয়া ঘৃণা করিতেছে, আমরা সম্মান, শক্তি, বিশেষত্ব প্রভৃতি সমস্তই হারাইয়াছি। আমাদের সামাজিক অধীনতা থাকে থাকুক, সে অধীনতা, অন্তঃপুরাবদ্ধাবস্থা তত গ্রাহ্য করিবার বিষয় নহে। আমরা জড়পদার্থ নহি যে, জড় প্রাচীর আমাদের জীবনী শক্তি বদ্ধ করিবে, জীবনের উন্নতি-প্রবাহ রুদ্ধ করিবে। এমন কোনও অবস্থা হইতে পারে না, এমন কোন অন্ধতম কূপে মানবজীবন নিপতিত হইতে পারে না, যে স্থানে মানবের অন্তর্নিহিত জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত ও বিকসিত হইতে পারে না। যদিও লোকসমাজ ও সমাজগত শিক্ষা আমাদিগকে জড়প্রায় করিয়াছে, তথাপি আমরাই আমাদের অধিক শত্রু। আমরা আপনারা আপনাদের মৃত্যুর কারণ না হইলে কে আমাদিগকে বিনষ্ট করিতে পারে? প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ বলিয়া গিয়াছেন—"আত্মাই আত্মার পরম মিত্র, আত্মাই আত্মার পরম শত্রু।" আমাদের পক্ষেও ইহা ধ্রুব সত্য। অপর কোনও শক্তিই আমাদিগকে পরাজিত করিতে পারে না। অবশ্য এ বিষয়ে রমণীর কোনও বিশেষত্ব নাই। ইহা ব্যতীতও রমণীর বিশেষ কোন অপরাজেয়া শক্তি আছে।

জনৈক ইংরেজ কবি বলিয়াছেন, "রমণী! ঈশ্বর তোমাদিগকে পুরুষের উগ্রতা প্রভৃতি দূর করিয়া তাহাকে স্থির ধীর প্রকৃত মানুষ করিবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তোমাদের অভাবে আমরা পশু হইতাম।" এই বাক্যের মধ্যে কিছুমাত্র সত্য থাকিলে, রমণীশক্তি কোন মতেই সামান্য নহে।" "গৃহধর্ম্ম" নামক পুস্তকে গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, "রমণী গৃহের লবণস্বরূপ।" রমণীকে লবণস্বরূপ বলিবার বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। লবণের এই কয়টী বিশেষ গুণ দেখা যায়।

প্রথমতঃ—খাদ্য দ্রব্য সুস্বাদু করিতে লবণ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয়তঃ—কোন কোন বস্তু অল্প সময়ে নষ্ট না হইয়া যাহাতে বহুদিন পর্য্যন্ত রক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য ইহা নিতান্ত আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ—ইহা মারাত্মক বিষ নষ্ট করিতে সক্ষম।

চতুর্থতঃ—ইহা দৈহিক পুষ্টিসাধনপক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়।

রমণীই গৃহরূপ রাজ্যের রাণী। গৃহকে মধুময় করিতে, প্রেম ও শান্তির লীলাক্ষেত্র করিতে রমণীশক্তি সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী। পরিবারস্থ সকলের শরীর, মন ও চরিত্র রক্ষার ভার রমণীর উপর। মাত[illegible] ধর্ম্মশীলা হইলে সন্তানগণ সচ্চরিত্র [illegible] ধার্ম্মিক না হইয়া থাকিতে পারে না। মা[illegible] ধর্ম্মহীন ও চরিত্রবিহীন হইলে সন্তা[illegible] চরিত্র রক্ষা হওয়া সুকঠিন। মাতা রো[illegible] সময় স্নেহগুণে সন্তানের কষ্ট যেরূপ [illegible] করিতে পারেন, অপর কেহ সেরূপ পা[illegible] না। চরিত্রে কীট প্রবেশ করিলে ম[illegible]

স্বকীয় অতুল প্রেম দ্বারা যেরূপ সহজে সেই কীট বিনাশ করিতে পারেন, পিতা সেরূপ পারেন না। মাতা দ্বারা সন্তানের দেহ যেরূপ পুষ্ট হয়, তাহার হৃদয় এবং মনও ইরূপ পরিপুষ্ট হয়। সন্তানের চরিত্র প্রধানতঃ মাতার উপরেই নির্ভর সমস্ত পরিবারের চরিত্রগঠনও াণে রমণীর উপরেই নির্ভর করে। হাদের প্রভাব পরিবারে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী—রমণীর এই কয়টী গুণ আছে বলিয়াই নারীজাতিকে গৃহের লবণস্বরূপ বলা হইয়াছে।

মাতার স্নেহ-প্রণোদিত শিক্ষাই মানব-শিশুকে গঠিত করে। ভাবী উন্নতির বীজ শিশুজীবনেই উপ্ত হয়। তাহা হইতেই শিশু ভবিষ্যতে উন্নতি লাভ করে। ইহাতে মাতারই শক্তি অপরাজেয়া। কোনও শক্তিশালী মানুষের সাধ্য নাই যে, এই দুর্ব্বলা রমণীর শক্তি—মাতৃশক্তি অতিক্রম করে। প্রত্যেক জীবনের মূলে অনুসন্ধান করিলে মাতৃশক্তির জীবন্ত প্রভাব অনুভূত হইবে। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দেব-হৃদয়ের মূলে তাঁহার কোমলহৃদয়া মাতা ভগবতী দেবীর কত প্রভাব ছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যে সত্যনিষ্ঠাবলে জগতে ক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার লেও নিষ্ঠাবতী মাতা ফুলঠাকুরাণী। ক দিবস রামমোহনকে তাঁহার শিবভক্ত তামহ পূজোপকরণ বিল্বদল দ্বারা খলিতে দিলে তিনি তাহা চর্ব্বণ করেন। বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিতা ফুলঠাকুরাণীর এইরূপ বিশ্বাসের দৃঢ়তা ছিল যে, তিনি ইহা দেখিয়া তখনই বিল্বপত্র ফেলিয়া দিয়া পুত্রের মুখ প্রক্ষালন করিয়া দেন এবং পিতার কার্য্যের প্রতিবাদ করেন।

অপর একটী ঘটনা এই :—

"রামমোহনের জন্মভূমি রাধানগর গ্রামে সর্ব্বসাধারণ জাতির একটী দেবালয় ছিল। তখনকার এইরূপ নিয়ম ছিল, ঠাকুরবাড়ীর মধ্য দিয়া যাইতে হইলে প্রত্যেককে জিনামা বা কাষ্ঠপাদুকা উন্মোচন করিয়া এবং গোময়ে পাদস্পর্শ করিয়া প্রবিষ্ট হইতে হইত। একদা রামমোহন বিদেশ হইতে আসিয়া মাতার সহিত সাক্ষাতের জন্য রাধানগরের বাটীতে গিয়াছিলেন। তিনি ইজার চাপকান পরিয়া আসিয়াছিলেন, সুতরাং পাদুকাসহ দেবমন্দিরের অঙ্গনে প্রবেশোদ্যত হইলে তাঁহার জননী স্বীয় দ্বিতল গৃহের ছাদের উপর হইতে বলিয়া উঠিলেন "তুমি বিধর্ম্মী হয়েছ, অমন ছেলের মুখ দেখতে নাই, আমি তোমার প্রণাম লইব না।" এই সময়ে রামমোহনের মত-পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত মাত্র হইয়াছিল। বহুদিনের পর সন্তানদর্শনের বলবতী ইচ্ছা সত্ত্বেও স্নেহময়ী মাতার নিকট পুত্রমুখ দর্শন সুখ অপেক্ষা দেবালয়ের নিয়ম রক্ষা অধিকতর কর্ত্তব্য বিবেচিত হইল! এইরূপ মাতার সন্তানও কি দৃঢ়চিত্ত না হইয়া থাকিতে পারে?

সেন্ট অগষ্টাইন তাঁহার মাতার জন্যই

পাপে ডুবিয়াও ডুবিতে পারিলেন না। মাতার প্রভাব হইতে দূরে থাকিয়া পাপের সেবা করিতে তিনি কতই না চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোনরূপেই মাতৃপ্রভাব অতিক্রম করিতে পারিলেন না। পরিশেষে মাতারই জয় হইল। মাতৃপ্রভাবই সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া পাপীকে সাধুতে পরিণত করিল। এমন মাতা না থাকিলে তাঁহার কি দুর্দ্দশাই না হইত! আর জগতে এই মাতৃশক্তির অভাবে কত লোকই না পাপে ডুবিয়া মরিতেছে!

আবার ভক্ত প্রহ্লাদ মাতা হইতেই তাঁহার ধীরস্তভক্তি ও অবিচলিত অনুরাগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী কয়াধুর প্রভাবেই দুরন্ত হিরণ্যকশিপুর গৃহে এই ভক্তের জন্ম, বর্দ্ধন ও পরিপুষ্টি হইয়াছিল। তাঁহার জন্যই অবিশ্বাস, নাস্তিকতা এই অমূল্য রত্নকে বিকৃত করিতে সক্ষম হয় নাই। তিনি সন্তানকে মৃত্যুর মুখে প্রদান করিবার জন্য স্বহস্তে ধীরভাবে সাজাইয়া দিতেন, কিন্তু ভগবানকে অস্বীকার করিয়া প্রাণরক্ষা করিতে কখনও বলিতেন না। এরূপ মাতার সন্তান কি অসুর-সংসর্গে নষ্ট হইতে পারে? এই প্রভাবের নিকট আর সমস্ত প্রভাবকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।

জেনারেল বুথের পিতা ঘোর বিষয়ী ও মাতা অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণা কোমলপ্রকৃতি দেবী ছিলেন। বুথ সাহেব বলিয়াছেন, পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমা মাতৃদেবীর জীবনই "মানুষ যে স্বভাবতঃ পাপী"* এই দূষিত মত গ্রহণের প্রধান অন্তরায় ছিল। কোমলপ্রাণা ধার্ম্মিকা মাতার শক্তিতেই তিনি বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া জগতের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে পারিয়াছে[ন।] অগষ্টাইন মাতা মনিকাদেবীর [...] প্রভাবেই তাঁহার ক্রীড়ামোদম[...] সক্ত স্বামী প্রিট্রিসিয়াসও ধ[...] পবিত্রতার পথে চালিত হইয়াছিলে[ন।] মনিকাদেবীর মধুর স্বভাবই তাঁহার শ্বশ্রু মাতার কর্কশ ব্যবহার ও নির্যাতনের স্থলে কোমল ব্যবহার ও ভালবাসা আনয়ন করিয়া আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব দাস দাসী সকলের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া গৃহকে মধুময় এবং ধর্ম্ম ও পবিত্রতার আলয় করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণা এক ইংরেজ রমণী ২০ বৎসরেরও অধিক কাল ক্রমাগত প্রার্থনা ও চেষ্টা দ্বারা পাপাসক্ত স্বামীর জীবনস্রোত ধর্ম্মের ও পবিত্রতার দিকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। এরূপ আরও কত শত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায়। ইহা হইতেই দেখিতে পাই, গৃহপরিবারে সত্য সত্যই রমণীশক্তি অপরাজেয়া। এরূপ কোনও শক্তি নাই যাহা রমণীর এই প্রভাবকে অতিক্র[ম] করিতে পারে। (ক্রমশ[ঃ])

* আদি পিতা মাতা আদম ও ইব পাপ করি[য়া]ছিলেন, তাঁহাদের পাপের উত্তরাধিকারী হ[ইয়া] মনুষ্যমাত্রেই জন্মপাপী, অনেক খ্রীষ্টানের এই বিশ্বাস আছে। এখন উদারচিত খ্রীষ্টানগণ এ [...] ও অনন্ত নরকভোগের মত পরিত্যাগ করিতেছে[ন।]

উভয় ভারতী।

(৩৮৭ সংখ্যা—৪০৫ পৃষ্ঠার পর)

এ দিকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিজয়-ভেরী ধ্বনিত হইল। নাস্তিকতা পাপাচার প্রভৃতির দুর্ভেদ্য দুর্গ ভগ্ন করিবার জন্য মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য সমুত্থিত হইলেন। এক দিন পণ্ডিতবর ভট্টপাদ কথা প্রসঙ্গে মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যকে বলিলেন—

অয়ং চ পন্থা যদি তে প্রকাশ্যঃ
সুধীশ্বরো মণ্ডনমিশ্রশর্ম্মা।
দিগন্তবিশ্রান্তযশা বিজেয়ো
যস্মিন্ জিতে সর্ব্বমিদং জিতং স্যাৎ॥
সদা বদন্ যোগপদঞ্চ সাম্প্রতং
স বিশ্বরূপঃ প্রথিতো মহীতলে।
মহাগৃহী বৈদিককর্ম্মতৎপরঃ
প্রবৃত্তিশাস্ত্রে নিরতঃ সুকর্ম্মতঃ॥
নিবৃত্তিশাস্ত্রে ন কৃতাদরঃ স্বয়ং
কেনাপ্যুপায়েন বশং স নীয়তাং।
বশং গতে তত্র ভবেন্মনোরথ
স্তদর্থিকং গচ্ছতু মা চিরং ভবান্॥

যদ্যপি বৈদান্তিক পথ প্রকাশ করিতে আপনার বাসনা হইয়া থাকে, তবে সেই সুধীবর মণ্ডনমিশ্রকে* জয় করুন্। ইঁহার কীর্ত্তিকলাপ দ্বারা দিগ্বলয় সমাচ্ছন্ন জানিবেন। অধিক কি, ইহাঁকে জয় করিতে পারিলে, আপনার নিখিল ভুবন জয় করা হইবে। সেই বিশ্বরূপ সম্প্রতি কর্ম্মযোগের পদ সকল প্রকাশ করিয়া মহীতলে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইনি এক জন মহান্ গৃহস্থ, বৈদিক কার্য্যে তৎপর এবং সৎকর্ম্মসাধনোদ্দেশে প্রবৃত্তিশাস্ত্রনিরত জানিবেন। নিবৃত্তিশাস্ত্রে তাঁহার আদর নাই। আপনি স্বয়ং কোন উপায়ে তাঁহাকে বশীভূত করুন।

বিশ্বরূপ সকল প্রকার শাস্ত্রপথে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। মদীয় শিষ্যমণ্ডলীমধ্যে মণ্ডনমিশ্র আমার অতিশয় প্রিয়তম। হে শমনি! আপনি তাঁহার প্রেয়সী উভয় ভারতীকে সাক্ষী বা মধ্যস্থরূপে নিযুক্ত করুন এবং বেদে বিশ্বরূপকে জয় করিয়া তাঁহাকে বশীভূত করুন্। হে পরিব্রাজক-গণের অগ্রগণ্য! আপনি সত্বর তথায় গমন করুন্। গমনকালে আপনি তারক-ব্রহ্ম নাম দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন্। ভট্টপাদ এই কথা বলিলে কৃপানিধি শঙ্করাচার্য্য প্রদীপ্ত সুখপ্রকাশাত্মক তারকব্রহ্ম নামোপদেশে তাঁহার বাহ্য ও আন্তরিক মোহ বিনাশ করিয়া প্রয়াগ হইতে অবিলম্বে মণ্ডনপণ্ডিত-সমলঙ্কৃত মাহিষ্মতী নগরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। মহাত্মা শঙ্কর রেবা নদীতটে উপস্থিত হইলেন এবং তাহার উপকণ্ঠস্থ বনে দৈনন্দিন কার্য্য সমাধা করিয়া মণ্ডন-মিশ্রের ভবনে উপনীত হইলেন। প্রাঙ্গ-

* বিশ্বরূপের অন্য নাম মণ্ডনমিশ্র। শঙ্করবিজয় [illegible] জানা যায়, লোকে মণ্ডনমিশ্রকে উম্বেক [illegible]য়া সম্বোধন করিত এবং তদীয় পত্নী উভয়-[illegible]তী বা ব্রহ্ম ভারতীকে বন্ধুজনে উম্বা বলিয়া [illegible]কত।

কার্য্যনিরত মণ্ডনমিশ্র মুণ্ডিতমস্তক সন্ন্যাসী দেখিয়া অতিশয় কুপিত হইলেন, এবং বিবিধ কটুবাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মহর্ষি জৈমিনি ও বেদব্যাস † তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহাঁদিগের চেষ্টায় মণ্ডন ক্রোধ সংবরণপূর্ব্বক মহর্ষি শঙ্করাচার্য্যের অর্চ্চনা করিয়া ভিক্ষার নিমিত্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাত্মা শঙ্কর তখন বলিলেন, হে সৌম্য! আমি তর্কভিক্ষা বাঞ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। অতএব যে ব্যক্তি বিবাদে পরাস্ত হইবে, সেই শিষ্য হইবে, এবম্প্রকার পণ করিয়া আমাকে সেই তর্কভিক্ষা দান করুন। অন্য ভিক্ষার আমার প্রয়োজন নাই। আপনি ইহা বিশেষরূপে জানিবেন যে, বৈদান্তিক পথ বিস্তার করা ব্যতীত আমার আর অন্য কোন বস্তু বাঞ্ছনীয় নহে। তন্নিমিত্ত শাস্ত্রীয় বিচার করিলে সকল লোকের উপকার করা হইবে। আপনি যজ্ঞকর্ম্মে ব্রতী হইয়া সেই ভবতাপহারী বেদান্ত পথের প্রতি তিরস্কার করিয়াছেন। আপনাদিগের ন্যায় যে সকল মহৎ লোক বেদান্তকে অবজ্ঞা করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে পরাস্ত করিয়া জগতে সেই বেদান্তমার্গ উত্তমরূপে প্রকাশ করিব। অতএব আপনিও বেদান্ত শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া হয় আমার উত্তম মত গ্রহণ করুন, না হয় বিচারে আমাকে পরাজয় করুন। আমি যে তর্কে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই। পরন্তু আমাদের দুই জনের মধ্যে এই ব্যক্তি বিজয়ী ও এই ব্যক্তি বিজিত এবম্প্রকার কথা বলিবার নিমিত্ত কোন মধ্যস্থের প্রয়োজন দেখি না। যেহেতু, আমাদের বিবাদের ফল যে কেবল কণ্ঠ শুষ্ক করা তাহা নহে, কিন্তু পরস্পর জয়েচ্ছু হইয়া বিচার করাই আমাদিগের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাদে বাদী ও প্রতিবাদী এই উভয়েই বিপক্ষ ও স্বপক্ষের মত গ্রহণ করিয়া থাকেন, ইহাই বাদের পদ্ধতি জানিবেন। অতএব আমরা দুই জনে যে বিবাদ করিব, আমাদিগের প্রতিজ্ঞা কি? এবং সেই প্রতিজ্ঞা বিষয়ে প্রয়োজনই বা কি? নিজ নিজ অভিপ্রায়ই বা কি? আমাদিগের বিবাদস্থলে কে মধ্যস্থ হইবেন? আপনি গৃহস্থের মধ্যে প্রবীণ, আমিও পরিব্রাজকগণের মধ্যে অগ্রণী। অতএব সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগের জয় ও পরাজয়ের একটী পণ করা আবশ্যক, তাহা হইলে আমরা সহাস্যবদনে বিবাদ করিতে পারিব। অনন্তর মণ্ডন বলিতে লাগিলেন, আমরা পর দিন বাদানুবাদে প্রবৃত্ত হইব। সম্প্রতি আমি মাধ্যাহ্নিক কার্য্য সকল করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। তাঁহার কথা শুনিয়া শঙ্কর সহাস্যবদনে বলিলেন, আ[illegible] বাদকথা আগামী কল্য হইবে। [illegible] শুনিয়া মণ্ডন মহর্ষি জৈমিনি ও বেদব্যা[illegible] সম্বোধন করিয়া বলিলেন, আপ[illegible] দুই জনে আমাদিগের এই বিবাদে ম[illegible] হউন। তাঁহারা বলিলেন হে সুধী[illegible]

† ইহাঁরা প্রাচীন জৈমিনি ও ব্যাস হওয়া সম্ভব নহে, তাঁহাদের নামধেয় অন্য লোক হইবেন।

তুমি তোমার পণ্ডিতা ধর্ম্মপত্নীকে এই কার্য্যে সাক্ষী রাখিয়া বাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হও। শঙ্করাচার্য্য তাহাতে সম্মত হইলেন।

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞানী শঙ্কর নিশা প্রভাতে অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাপ্ত করিয়া প্রধান প্রধান শিষ্যসহ পণ্ডিতপূজিত মণ্ডন পণ্ডিতের গৃহে আগমনপূর্ব্বক সভামধ্যে তর্কের নিমিত্ত উপবেশন করিলেন। তৎপরে মণ্ডন পণ্ডিত উপস্থিত হইলেন। উভয়ের বাক্যের তারতম্য বিচার করিবার জন্য সভায় শোভনদন্তা ও পতিপরায়ণা উভয় ভারতী মধ্যস্থ কার্য্যে নিযুক্তা হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য তর্কের বিষয় অবতারণা-পূর্ব্বক স্বীয় জয় বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে মণ্ডন! যদি আমি পরাভূত হই, তাহা হইলে আমি হরিদ্রাবর্ণ বসন পরিত্যাগ করিয়া আপনার মত শুক্ল বসন পরিধান করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম। বাদ করিবার কালে এই উভয় ভারতী জয় এবং পরাজয়ের বিচার করিবেন। তখন মণ্ডন পণ্ডিত বলিলেন, এই বিষয়ে তর্ক করিয়া যদি আমি পরাজিত হই, তবে আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহার বিপরীত অর্থাৎ আমিও শ্বেত বস্ত্র ও গৃহস্থাশ্রম বিসর্জ্জন দিয়া ...ষায় বস্ত্র পরিধান করিব এবং যেমন ...বদীয় সাক্ষ্য কার্য্যে উভয় ভারতী ...যুক্ত হইবার কথা হইয়াছে, তেমনি ...ীয় সাক্ষ্যকার্য্যেও আমার পত্নী নিযুক্ত ...কিবেন। যে জন এই বাদে পরাজিত হইবেন তিনি জেতার যে আশ্রম সেই আশ্রম গ্রহণ করিবেন। এবম্প্রকার পণ করিয়া শঙ্কর ও মণ্ডন উদারবুদ্ধি উভয় ভারতীকে সাক্ষ্যকার্য্যে অভিষিক্ত করিয়া কিরূপে জয় হইবে তদ্বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দুইজনেই পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছায় উপবিষ্ট হইলে, উভয় ভারতী তাঁহাদের গলদেশে এক এক গাছি পুষ্পমালা অর্পণ করিলেন। বলিলেন, যে সময়ে যাঁহার গলে এই পুষ্পমালা মলিন হইবে, তৎকালে তাঁহারই নিশ্চয়ই পরাজয় হইবে। এই কথা বলিয়া গৃহকর্ম্মনিরতা উভয়-ভারতী গৃহধর্ম্মরত আপনার স্বামীর নিমিত্ত ভোজন এবং ভিক্ষুকের নিমিত্ত ভিক্ষা খাদ্য সংগ্রহ করিতে প্রস্থান করিলেন। তিনি গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত হইলেও শাস্ত্রযোদ্ধাদিগের কথার প্রতি তাঁহার কর্ণ উন্মুক্ত রহিল। উভয়-ভারতী প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে পতিকে ও ভিক্ষুক শঙ্করকে ভিক্ষান্ন ভোজন করিবার সময় বাদকথা বিষয়ে উভয় পক্ষের যুক্তির দোষ গুণ দেখাইয়া স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। এইরূপে ক্রমশঃ পাঁচ ছয় দিবস অতীত হইয়া গেল। এই দীর্ঘকাল বাদানুবাদের পর মণ্ডন পরাজিত হইলেন এবং শঙ্কর তাঁহাকে শিষ্য করিতে ব্যগ্র হইলেন।

অনন্তর উভয় ভারতী শঙ্করকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে মতিমৎশ্রেষ্ঠ! বেদে আছে "আত্মনোহর্দ্ধং পত্নী"—আত্মার অর্দ্ধেক পত্নী; সুতরাং আমি আমার স্বামীর

অর্দ্ধভাগ। আপনি আমাকে জয় করেন নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাকে না পরাজয় করিবেন, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনার সমগ্র জয় সিদ্ধ নহে। অতএব হে পণ্ডিত বর! আমাকে বাদে পরাস্ত করিয়া আমার স্বামীকে শিষ্য করুন। তখন শঙ্কর বলিলেন, হে অবলে! মহাযশস্বী পণ্ডিতগণ কখনই কামিনীজনের সহিত বাদ করিতে ইচ্ছা করেন না। তখন উভয়-ভারতী বলিলেন, এই জগতে নিজ মত খণ্ডন করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি যত্ন করিয়া থাকেন, সে জন রমণীই হউক, অথবা অন্য কেহই হউক, তাহাকে জয় করিতে হইলে, যাঁহারা নিজ পক্ষ সমর্থনে উৎসুক, তাঁহারা যে যত্ন করিবেন ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। এই বিষয়ে আমি প্রাচীন মত দেখাইতেছি। মুনিবর যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীনাম্নী এক কামিনীর সহিত শাস্ত্রীয় বিচার করিয়াছিলেন। ইহা বৃহদারণ্যক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। রাজর্ষি জনক সুলভা নাম্নী রমণীর সহিত যথেষ্ট তর্ক বিবাদ করিয়াছিলেন। অতএব এই সকল বৃদ্ধজনের দৃষ্টান্ত দেখিয়াও আপনি কি করিয়া স্ত্রীলোকের সহিত তর্ক বিতর্ক করিবেন না বলেন? তাহা হইলে যাজ্ঞবল্ক্য জনক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ রমণীগণের সহিত বিবাদ করিয়া যশোভাজন হইতেন না। শঙ্করাচার্য্য উক্ত বিদুষী রমণীর এবম্প্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্লচিত্তে উভয় ভারতীর সহিত পণ্ডিত সভায় পুনর্ব্বার বাদ করিতে ইচ্ছা করিলেন। শঙ্করবিজয়ে উল্লিখিত আছে, ইহাঁদের বাদে ক্রমাগত সপ্তদশ দিবস অতীত হইল। কেহ কাহাকেও পরাজয় করিতে পারিলেন না। অনন্তর উভয় ভারতী মনে করিলেন, পণ্ডিতপ্রবর শঙ্কর বাল্যকাল হইতে সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, এবং কঠোর নিয়মেও কখন তাঁহার চিত্ত ক্লিষ্ট হয় নাই। যেরূপ নিয়মে কালযাপন করিতেছেন, কখনই সেই নিয়ম পরিত্যাগ করিবেন না। অতএব ইনি বাৎস্যায়ন শাস্ত্রে অপারগ, এক্ষণে আমি ঐ শাস্ত্রের তর্ক করিয়া ইহাকে পরাজয় করিবার চেষ্টা করিব। ঐ শাস্ত্রের তর্ক উপস্থিত হইলে শঙ্কর আপনাকে অপ্রস্তুত বলিয়া স্বীকার করিলেন, এবং বলিলেন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এক মাস সময় দিন, আমি ইহার মধ্যে প্রস্তুত হইয়া বিচার করিব। তিনি আরও বলিলেন যে, বাদিমাত্রেই প্রতিবাদীর দিন স্থির স্বীকার করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বিচার কার্য্য কখনই এক দিবসে সমাপ্ত হয় না। সুতরাং পূর্ব্ব হইতে বহু দিবস পর্য্যন্ত বিচারের কালসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

কথিত আছে, অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বাৎস্যায়ন শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া উভয় ভারতীর নিকট প্রত্যাগমন করিলে প[illegible] তিনি আর বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া স্বামী সহিত আপনারও পরাজয় স্বীকার করি[illegible] লইলেন। তদীয় স্বামী শঙ্করের অনুগা[illegible] হইবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে উভয় ভার[illegible] ইহ জগৎ হইতে অন্তর্হিতা হন। ভার[illegible]

রমণী এক দিন জ্ঞানবিজ্ঞানে কতদূর সমুন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, উভয় ভারতীর জীবনী তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। বিশ্বজীবন-সম্পাদক।

হেঁয়ালি।

১৩০৪ বৈশাখ মাসের "বামাবোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হেঁয়ালীর উত্তর।

১। "কনক" তাহার নাম বড় ভালবাসি ;
কাছ ছাড়া করিনাক তাই দিবানিশি।
২। আমি বলি শুন দিদি নামটী "জবা" তার ;
লাল টক্ টক্ দেখতে ভাল প্রিয় কালীমার।
৩। তৃতীয় উত্তর "বামা" বামায় প্রচারে—
আগেকার নাম তার ভালবাসিবারে।
(বামাবোধিনী)।
৪। "আলতা" নামটী করি যদি,
তা হলে সুখী কি হবে দিদি ?

শ্রীমতী কিরণময়ী দেবী।*

জ্যৈষ্ঠের হেঁয়ালি।

তিনটী অক্ষরে জন্ম পূজিত সবার,
মস্তক কাটিলে অতি প্রিয় অবলার।
যা ছিল বুঝার তারে ত্যজিলে পশ্চাৎ,
উত্তর করহ ভগ্নি ! ভেবে দিন রাত ॥ ১।

যাকে রাখে মাথার করে—তাকে রাখে পাছে
যারে দেখ্‌লে ছেলে পুলে পুলকেতে নাচে।
কি নাম তাহার বল ভগিনী সকল।
শুনিতে অস্থির বড় হয়েছে চঞ্চল ॥ ২।

মাতা বণ্ড পিতা বণ্ড পুত্র সলাগুন,
থাক বাছা কিছু দিন ভাঙ্গিবেক ভুল ॥৩।

শতেক লক্ষের মধ্যে আমার গণন,
আমার রাজ্যেতে বসে রুশীয় সম্রাট্ ;
তিন বর্ণ যোগে জন্ম অদ্ভুত কথন,
শেষ বর্ণ ছাড়িলে পতিত মাঠ বাট।
শেষ দুই বর্ণ ছাড়ি করিবে চিৎকার,
পাবে ছাড়ি মধ্য বর্ণ দিবা অলঙ্কার ॥ ৪ ॥

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৪এ মে ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া ৭৮ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৯ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। জগদীশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘজীবিনী করুন্।

২। ইউরোপীয় ক্ষমতাপুঞ্জের মধ্যস্থতায় গ্রীক-তুরুক যুদ্ধ স্থগিত হইয়াছে। কি নিয়মে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

* শ্রীমতী কুসুমকুমারী দেবী ও সত্যবতী দেবীও ঠিক এই উত্তরগুলি দিয়াছেন। বা, বো, স।

৩। অন্তর্জাতীয় ডাকের সৃষ্টিকর্ত্তা, ডাক্তার ভন্ ষ্টিফেনের মৃত্যু হইয়াছে। ইহাঁর নিকট জগৎ মহা-ঋণে ঋণী।

৪। সার্ আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জী পীড়া প্রযুক্ত বিদায় গ্রহণে বাধ্য হওয়াতে বোর্ডের প্রধান মেম্বর সি সি ষ্টিবেন্স সাহেব ছোট লাট পদে প্রতিনিধিত্ব করিবেন।

৫। বিজয়নগরমের মহারাজার হৃদ্‌যন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, এ সংবাদে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। ইনি স্বদেশহিতৈষী ও মুক্তহস্ত দাতা ছিলেন।

৬। বঙ্গদেশীয় মুসলমান রমণীরা হীরক জুবিলী উপলক্ষে মহারাণীকে অভিনন্দন প্রদান করিবেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম ফার্দ্দিয় মাহাল ইহাঁদের নেত্রী-স্থানীয়া।

৭। ১৮৯৮ সালে লণ্ডনে যে নারী-মহাসভা হইবে, তাহাতে মার্গারেট হোয়াং এবং ডাক্তার হকিং ক্র নাম্নী দুইটী শ্রীষ্টীয় রমণী চিনের প্রতিনিধিস্বরূপ উপস্থিত থাকিবেন। ইহাঁরা যুক্তরাজ্যে সুশিক্ষা লাভ করেন।

৮। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ গ্রীষ্মাবকাশে নেপালে গিয়াছেন।

৯। মহারাণীর পরিবার এক বৃহৎ পরিবার। ইহাঁর পুত্র কন্যা বর্ত্তমান ৭টী, পৌত্র পৌত্রী, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী ৩৩ জন, এবং প্রদৌহিত্র ও প্রদৌহিত্রী ২০ জন। বধূ, জামাতা ও অন্যান্য পরিজন ধরিলে আরও কত হইবে!

১০। গত ৩রা জ্যৈষ্ঠ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮১ একাধিক অশীতিতম জন্মদিনের উৎসব হইয়াছে।

১১। ইণ্ডিয়ান্ মিররের সুযোগ্য সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর প্রতিনিধিস্বরূপ বঙ্গদেশীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। ছেলেদের রামায়ণ—শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী বিএ প্রণীত, মূল্য ।৵০ আনা। গল্পচ্ছলে অতি সহজ ভাষায় রামের জন্ম হইতে অযোধ্যায় রাজা হওয়া পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। ইহা ছেলে মেয়েরা আমোদের সহিত পাঠ করিয়া রামায়ণের উপাখ্যানভাগ বেশ শিখিতে পারিবে। অনেকগুলি চিত্র দ্বারা পুস্তকখানি আরও মনোহর হইয়াছে। সকল ছেলের পড়া উচিত।

২। দুলালী—উপন্যাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, সুন্দর বাঁধান, মূল্য বার আনা মাত্র,

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত। কলিকাতা ২৮ নং দর্জ্জিপাড়া ষ্ট্রীটে গ্রন্থকারের নিকট ও ২০১ নং কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীটে শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে প্রাপ্তব্য।

আমরা এই উপন্যাস পাঠে একান্ত প্রীত হইয়াছি। ইহাতে প্রকৃতির এক অতি নিগূঢ় রহস্য প্রকটিত হইয়াছে। কোমল ও কঠোরে মিলাইয়া যে বিচিত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি, এই উপন্যাসে সেই সৌন্দর্য্যের সমাবেশ অতি অপূর্ব্ব হইয়াছে। "ত্রিবক্র"—অতি ভীষণ সৃষ্টি, "কমলা"—দয়াময়ী করুণারূপিণী, এবং "দুলালী"—স্নেহময়ী, ভাবময়ী, সুধাময়ী। হারাণ বাবু ইতিপূর্ব্বেই কৃতী উপন্যাস-লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ভাব ও ভাষার কথা নূতন করিয়া কিছুই বলিতে হইবে না। আমরা সকলকে এই গ্রন্থ পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৩। পাণ্ডবচরিত—শ্রীহৃদয়রঞ্জন রায় এম্ এ প্রণীত। মূল্য ॥০ আনা। বঙ্গ-সাহিত্যে এইরূপ একখানি গ্রন্থের নিতান্ত অভাব ছিল। হৃদয় বাবু সে অভাব পূর্ণ করিয়া সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা অতি বিশুদ্ধ ও আড়ম্বরশূন্য।

বামারচনা।

নব বর্ষ।

কিসের হরষ কোলাহল?
আজি এ আনন্দধ্বনি, গগন ভেদিয়া শুনি
উঠিতেছে কেন গো কেবল?
নবীন বরষ বুঝি, ওই আসিতেছে আজি,
লয়ে কত নব সাধ আশ!
নবীন উৎসাহবলে, ওই আসিতেছে চলে,
তাই এত হরষ উচ্ছ্বাস।

পুরাণ বরষ আর, লয়ে কত দুঃখভার
কত অশ্রু বিষাদ বহিয়া,
কাহারে কিছু না বলি, নীরবে যেতেছে চলি,
শত বাধা চরণে ঠেলিয়া।
কাহার আশার ফুল, না ফুটিতে নিরমূল,
দহে প্রাণ শোক হুতাশনে।
কা'রু হৃদি শতদল, ছিঁড়িয়া শতধা হল
সংসারের দারুণ পীড়নে।
কাহার প্রাণের মাঝে, জ্বলিছে দিবস সাঁঝে,
ধূ ধূ করি চিতার অনল,
কারে না কথাটী কয়ে, কারু মুখ না চাহিয়ে,
অতিক্রান্ত ওই চলে গেল।

যাক্ বর্ষ গেছে যাক্, ভাঙ্গা প্রাণ পড়ে থাক্,
চিরদিন রবে কি এমন?
নবীন বরষ সনে, নব আশা উদ্দীপনে,
পুরাণ বরষ সহ, ভুলে যাব মর্ম্মদাহ,
বিষাদের অতীত কাহিনী;
ভুলিব স্নেহের ছল, নিরাশার অশ্রুজল
দুঃখময় হাহাকারধ্বনি।

খুলিয়া হৃদয়দ্বার, এস আজি একবার,
গাহি দু'টী আনন্দ-সঙ্গীত,
মুছিয়া নয়নবারি, হাসি এস প্রাণ ভরি
আজি নব বরষ সহিত।
ভুলে গিয়া আত্মপরে, বাঁধি এস প্রেম ডোরে
জগতের যত নারীনরে,
ভুলে গিয়ে সব দুঃখ, নবীন উৎসাহে বুক
বাঁধি আছি নব আশা ভরে।
পুরাণ বরষ মত, পায়ে ঠেলে বাধা শত,
আমরাও দৃঢ় করি প্রাণ;
নব বলে বলী হয়ে, নব ব্রতে দীক্ষা লয়ে,
কর্ম্ম-পথে হই আগুয়ান।

শ্রীসরোজিনী দেবী,
বনহুগলি।

সখীবিয়োগান্তে।

অসময়ে প্রিয়সখি! কেন প্রাণ ত্যজিলে?
এত ভাব ভালবাসা কেমনে লো ভুলিলে?
আহা বালিকার মত কহিতে যে কথা কত,
মনে হলে সব কথা, ভাসি অশ্রুসলিলে।
কেমনে পশিল কীট ও সোণার কমলে॥১।

তোমার জীবনলীলা পড়ে যবে স্মরণে
নীরে ভাসি একাকিনী বসে থাকি বিজনে।
সখি! তুমি আসি হেথা বাড়ালে মরমব্যথা
কহিয়ে প্রণয়কথা মমতার বাঁধনে
বাঁধিলে আমায় সখি! কেন তুমি যতনে?২।

রবে না অধিক দিন এ মরত ভুবনে—
রহিবেক মনে চিরদুঃখ তোমা বিহনে—
তাই কি আসিয়ে হেথা বাড়ায়ে স্নেহ মমতা
অদৃশ্য হইয়া গেলে ছাড়ি সব স্বজনে?
কোথা সখি, দেখা তব পাবনা কি জীবনে?৩

বিধিলিপি বল সখি! কে বুঝিতে পারিবে,
কে জানে মানব তার কখন কি হইবে?
এই ছিল এই নাই—কোথায় গিয়েছ ভাই!
আর কি কখন এসে মোর কথা শুনিবে?
ক্ষণকাল তরে মোরে দেখা দিয়ে যাইবে?৪

মরমে যে ব্যথা সখি! কেমনে তা জানাব,
কোন স্থান আছে হেন যথা গিয়ে জুড়াব?
কাঁদিলে জুড়ায় হিয়া, কাঁদিব যে কোথা গিয়া,
এমন নির্জ্জন স্থান কোথা গেলে পাইব,
তোমার বিয়োগদুঃখ যথা গিয়ে নাশিব? ৫॥

তোমার মরণ শুনে—শুন প্রাণ স্বজনী!
অন্ধকার শূন্যময় দেখি এই অবনী।
সংসারে বাঁধিতে মন ভালবাসি কোন জন?
নাহি সাধ নাহি আশা ভাবি দিবা রজনী।
কিসের বন্ধনে বাঁধে? চলে যাব এখনি॥৬

কে আমার আমি কার কারে ভাল বাসিরে?
কালেতে সে মহাকাল সব যাবে নাশিরে।
কার দুঃখ সুখে কাঁদি কিসে বা ভরসা বাঁধি?
উদাসীনী নিরবধি নির্জ্জনে বসিয়ে
বিরস বদনে থাকি মুখে নাহি হাসি রে।৭

যাও সখি পতিব্রতা! সরগের আলয়ে,
পতি রাখি পতিকোলে ধন্য প্রাণ ত্যজিয়ে
স্বরগবাসিনী হয়ে দেখিও পতিরে চে[illegible]
আর যত নিজ জন আছে হেথা পড়িয়ে,
দেখিও সবার দুঃখ নয়নেতে চাহিয়ে।৮।

শ্রীমতী নীরদকুমারী দেবী।

বঙ্গীয় মুসলমান মহিলার প্রতি।*

ভগ্নি !
ডুবে গেছে সে সাধের চাঁদ !
আর তাহা চাই না পাইতে,
অই দেখ পূরবে উজলি
উদে রবি ধরা হাসাইতে। ১

নিভেছে যা' নিভে যাক্ তাহা,
এবে আর কি কাজ স্মরিয়া,
সেই ক্ষুদ্র সুখস্মৃতিটুকু
হৃদি হ'তে ফেলাও মুছিয়া। ২

আঁধারি উজল গৃহ তব
প্রদীপ নিভিয়া যদি যায়,
তা' হলেই বিষাদ আসিয়া
হৃদি তব ঘেরিয়া দাঁড়ায়। ৩

যে ক্ষুদ্র প্রদীপ এত দিন
ছিল তব গৃহ আলোকিয়া,
নিভে গেছে—কিবা ক্ষতি তায় ?
একবার দেখ না চাহিয়া। ৪

ধীরে ধীরে উঠিতেছে জ্বলি
দীপ এক উজলি ভুবন,—
উহাতে কি ঘোচে না আঁধার,
খোলে না ক মূর্খতাবরণ ? ৫

তবে কেন—কেন এ বিষাদ,
কেন এ নিরাশা এই ভয় ?
[illegible]ান না কি উন্নতির পথে
পাষাণও হয়ে যায় ক্ষয় ? ৬

[illegible]কার পানে রয়েছ চাহিয়া
করুণ নয়নে তুমি বোন্ ?
কেবা দয়া করিবে মোদেরে,
কে শুনিবে মোদের ক্রন্দন ? ৭

টেনে দিয়ে সুদীর্ঘ ঘোম্‌টা
(পাছে কেহ দেখে এই ভয়ে),
কত আর কাঁদিব নীরবে
আপন কর্ত্তব্য পাসরিয়ে ! ৮

আমাদের পিতা ভ্রাতা স্বামী
সবাই আপনহিত খোঁজে,
আমাদের দুর্দ্দশা নেহারি
সবারি নয়ন আসে বুজে। ৯

হায়রে এ বঙ্গভূমিমাঝে
অভাগিনী আমাদের সম
কেহই নাহিক বুঝি আর,
মোরা হায় হীন—হীনতম। ১০

চেয়ে নীল গগনের পানে
ভাবি এ যে "লৌহ-আবরণ,"
মেঘেতে বিজলী হাসি দেখে
ভাবি এ যে অশনি-পতন। ১১

সারাদিন ধীরে ধীরে চলি
রবিদেব ডুবে যবে যায়,
আকাশের বাতায়ন খুলি
সুধাংশু পৃথিবী পানে চায়। ১২

"সূর্য্য বড় এ পৃথিবী হ'তে"
ছাই পাঁশ—এও কি সম্ভবে ?
ভাবি সে যে থালার মতন,
সে আবার বড় কিসে হবে ! ১৩

[illegible] মুসলমান রমণীর লেখাটী আমরা আদরের সহিত প্রকাশ করিলাম। রচনাটি সুন্দর হইয়াছে। [illegible]শেষ উৎসাহলাভের যোগ্য। বা, বো, স।

কত কি যে ভাবি এইরূপ
  কারও ত নাহিক অজানা,
একমাত্র জগদীশ বই
  মোরা এবে অনন্যশরণা। ১৪

ফোটে বিশ্ব বক্ষে বারিধির,
  ফোটে তারা আকাশের গায়,
ফোটে স্মৃতি হৃদয়মাঝারে
  ফোটে ফুল বিটপিশাখায়। ১৫

তারা কি গো রহে বহুক্ষণ
  দেখিতে দেখিতে চলে যায়—
এক ভিন্ন সবি জগতের
  এইরূপ মুহূর্ত্তে ফুরায়। ১৬

সেই এক আর কিছু নয়
  কীর্ত্তি রূপ অমূল্য রতন,
তাই শুধু অচল অটল,
  তাই শুধু অপার্থিব ধন। ১৭

ভগ্নি!
  নিঃসহায় হইয়াও যদি
    সেই ধন লভিবারে চাও,
  আত্মোপরি করিয়া নির্ভর
    ধীরে ধীরে অগ্রসর হও। ১৮

শ্রীলতিকন্নেসা—সাহাজাদপুর।

মূল্যপ্রাপ্তি।

সার্ব্বেক।		
ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	কুচবেহার	২৸৶০
নন্দলাল কুণ্ড	উলুবেড়িয়া	৫॥৶১০
রাজা শশিশেখর রায় বাহাদুর তাহেরপুর		৷০
শ্রীমতী চারুবালা দেবী	ঠাকুরগাঁ	২॥৶০
কালীপ্রসন্ন ঘোষ	কলিকাতা	১৩৶০
ডাঃ চুনিলাল দাস	”	৪৲
মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর	”	৮৶০
গোবিন্দ লাল শীল	”	৩॥০
দ্বারিকানাথ সরকার	কৃষ্ণনগর	৮৲
তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	”	১।/০
বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	”	১৲
শশিশেখর দত্ত	”	২৲
মিসেস আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় রাণাঘাট		৫৲
কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়	হুগলি	২৷৶০
কেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর		৪৶০
হরিমোহন দত্ত	নওয়াদা গয়া	৪৲
শ্রীমতী গিরিবালা দেবী	পুরী	৩৸৶১০
বিপিন বিহারী গুপ্ত	কলিকাতা	১৲
কিরণ চন্দ্র দে স্কোয়ার	রাণাঘাট	৭৶১০
বঙ্কু বিহারী সিংহ	”	৷০
শ্রীমতী রাজবালা ভাদুড়ি	কৃষ্ণগঞ্জ	৩৷৶০
অমূল্য কুমার গাঙ্গুলী	কুড়ুলগাছি	৩৷০
শ্রীমতী সত্যবতী দেবী	বড়িষাবেহালা	২॥৶০
মিসেস জে, বি, নাইট	লণ্ডন	২॥৶০
শ্রীমতী বামাসুন্দরী ঘোষ	হোসঙ্গাবাদ	২॥৶০
কমল চন্দ্র দত্ত	ঢাকা	২৷৷০
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় উত্তরপাড়া		১॥১০
কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	চাপ্তলি	১[illegible]
পূর্ণচন্দ্র সিংহ	কলিকাতা	১[illegible]
শ্যামাচরণ মিত্র	ঐ	১[illegible]
জগৎচন্দ্র সরকার	পাবনা	[illegible]
যোগীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়	হাওড়া	[illegible]
ঈশান চন্দ্র ঘোষ	কলিকাতা	[illegible]
এ, সি, সেন স্কোয়ার	বর্দ্ধমান	২[illegible]
শ্রীমতী সুশীলাসুন্দরী গুপ্ত	ঢাকা	[illegible]
হরিনারায়ণ রায়	কলিকাতা	[illegible]
মুনসি ইমাজুদ্দিন মিঞা	”	১[illegible]